নগর সংস্করণ

বৃহস্পতিবার
১০ অক্টোবর ২০২৪
২৫ আশ্বিন ১৪৩১, ৬ রবিউস সানি ১৪৪৬
কথা কসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৯

বাজার সামলাতে হিমশিম অবস্থা

নিত্যপণ্য

দাম আরও বেড়ে যাওয়ার পর কিছু পণ্যে কমানো হচ্ছে শুল্ক-কর। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সরকার শুরুতে বাজার নিয়ন্ত্রণে বেশি জোর দেয়নি।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম ছিল অত্যন্ত চড়া। নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্রব্যমূল্য আরও বেড়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নিত্যপণ্যের দাম কমাতে যতটা জোর দেওয়া দরকার ছিল, ততটা গুরুত্ব শুরু থেকে দেয়নি অন্তর্বর্তী সরকার। ইতিমধ্যে দাম অনেকটা বেড়ে গেছে। ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সরকার।

সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাস পর এখন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিছু পণ্যের শুল্ক-কর কমানো হয়েছে। কিছু পণ্যের শুল্ক-কর কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাজারে অভিযান বাড়ানো হয়েছে। জেলায় জেলায় গঠন করা হয়েছে টাস্কফোর্স।

যদিও এর আগেই ভোজ্যতেল ও চিনি আমদানি কমে গেছে। এতে দাম বেড়েছে। ডিম ও ব্রয়লার মুরগির দাম লাগামছাড়া। চাল ও আটার দাম বাড়তি। সবজির বাজারে যেন আগুন লেগেছে। সব মিলিয়ে কষ্টে আছে মানুষ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ গতকাল বুধবার ফেসবুকে লিখেছেন, ট্রাকে থাকা অবস্থায়ই কারওয়ান বাজারে চারবার ডিমের হাতবদল হয়। এখন পর্যন্ত এই সরকার কোনো 'সিন্ডিকেট' ভাঙতে পারেনি। শুধু 'সিন্ডিকেটের' সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, সিন্ডিকেট ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে এই অভ্যুত্থানের প্রাথমিক মাহাত্ম্য কী?

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ওই সরকারের সর্বশেষ আড়াই বছরে নিত্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সরকারও বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি তেল, পানি ও সারের দাম দফায় দফায় বাড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, সরকার পতনের আন্দোলনে নিম্ন আয়ের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও শ্রমজীবী মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় বোঝা যায়, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি তাঁদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে দ্রব্যমূল্য নিয়ে বলেন, জনগণের জীবনযাপন সহজ করতে দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ সরকার সচল করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

> গণ-অভ্যুত্থানের পর স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রত্যাশা ছিল, তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি, বরং নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে।
>
> **সেলিম রায়হান**, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিমের দাম কমেছে আমদানির খবরে

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

বাজারে ডিমের দাম কিছুটা কমেছে। দুই দিন আগে বিদেশ থেকে ডিম আমদানির অনুমতি দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি সম্প্রতি বাড়ানো হয়েছে বাজার তদারকিও। এতে কমতে শুরু করেছে পণ্যটির দাম। মাত্র চার দিনের ব্যবধানে ডিমের দাম প্রতি ডজনে ২০-৩০ টাকা কমেছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর শেওড়াপাড়া, মগবাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এবং বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ঘুরে দেখা গেছে, খুচরা পর্যায়ে ফার্মের মুরগির এক ডজন ডিম বিক্রি হয়েছে ১৬০-১৭০ টাকায়। কারওয়ান বাজারে তা ১৫০ টাকায় বিক্রি হয়। আর পাইকারিতে ডিমের ডজন ছিল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

অবশেষে সাকিবের দুঃখ প্রকাশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাকিব আল হাসান

নীরবতা ভাঙলেন সাকিব আল হাসান। গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে তিনি তাঁর রাজনীতিতে আসা ও সংসদ সদস্য হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় নিজের নীরবতা নিয়েও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সাকিব।

সাকিব লিখেছেন, 'শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল আত্মত্যাগকারী ছাত্রদের, যারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন। তাদের প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা। যদিও স্বজনহারা একটি পরিবারের ত্যাগকে কোনো কিছুর বিনিময়ে পূরণ করা সম্ভব না। সন্তান হারানো কিংবা ভাই হারানোর বেদনা কোনো কিছুতেই পূরণযোগ্য নয়।'

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ধীরগতিতে কমছে বন্যার পানি, খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে দুর্গতরা

প্রথম আলো ডেস্ক

'পানি কমতাছে অল্প অল্প। এইরম বন্যা ছোডুবেলা দেখছিলাম। আর অহন দেখছি। চৌদ্দ কাডা জমিত ধান করছিলাম, হেউনো মাথা উড়া পানি অহন। আল্লায় যে কিবায় দিন নিব, হেই চিন্তা করতাছি।' কথাগুলো চাষি শমসের আলীর। বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার পোগাপুটিয়া গ্রামে। টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে সৃষ্ট বন্যায় কী দুর্ভোগে পড়েছেন, তাই উঠে এল সত্তরোর্ধ্ব এই ব্যক্তির কথায়।

ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোনায় চলমান বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে পানি কমছে ধীরগতিতে। গতকাল বুধবারও কিছু কিছু

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

» সম্পাদকীয় : ত্রাণ বরাদ্দ বাড়ান ও পুনর্বাসনে নজর দিন পৃষ্ঠা ৮

সড়কে দুর্নীতি ২৯-৫১ হাজার কোটি টাকা

টিআইবির গবেষণা

টিআইবি বলেছে, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনীতিক; আমলা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে এ দুর্নীতি হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পে ঠিকাদারের পেছনে ব্যয়ের ২৩ থেকে ৪০ শতাংশ অর্থ লোপাট হয়েছে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ২৯ হাজার কোটি থেকে ৫১ হাজার কোটি টাকা।

দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই হিসাব তুলে ধরেছে। তারা বলেছে, ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে এই দুর্নীতি হয়েছে। পক্ষগুলো হলো মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনীতিক; আমলা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ঠিকাদার।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রকল্পের খরচ

২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সওজের প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের মোট খরচ **১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৫০ কোটি** টাকা।

১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে পূর্ত ও নির্মাণকাজে।

দুর্নীতি

- পূর্ত ও নির্মাণকাজের ২৩-৪০% দুর্নীতি হয়েছে; যা টাকার অঙ্কে **২৯ হাজার ২৩০** থেকে **৫০ হাজার ৮৩৫ কোটি** টাকার সমান।
- ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৭২% কাজ পেয়েছেন **১৫ ঠিকাদার**।
- নির্মাণকাজে রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে দুর্নীতি **১০-২০%**।
- দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই।

ঘুষ

নির্মাণকাজের কার্যাদেশ পাওয়া ও ঠিকাদারকে বিল পেতে ঘুষের পরিমাণ বরাদ্দের **১১-১৪%**।

ছেলেকে নিয়ে 'দখলের উৎসব' শামসুল হকের

আওয়ামী গডফাদার ৯

বরুণ রায়, *বেড়া, পাবনা*

দেড় যুগ আগে ছিলেন পাবনা জেলা জজ আদালতের আইনজীবী। পরিবারসহ থাকতেন একটি টিনশেড ঘরে। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। পরে হন প্রতিমন্ত্রী। তারপরই ঘুরে যায় তাঁর ভাগ্যের চাকা। প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য (এমপি) পদের প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ-বাণিজ্য এবং নৌঘাট, হাটবাজার দখল শুরু করেন। এভাবে ১৬ বছরে তিনি ও তাঁর পরিবার শতকোটি টাকার মালিক বনে যায়। টিনশেড ঘরের স্থানে নির্মাণ করেছেন ডুপ্লেক্স ভবন। তাঁর বিরুদ্ধে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এক ম্যাচ থাকতেই সিরিজ হার বাংলাদেশের

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

দল	ওভার	স্কোর
ভারত	২০ ওভারে	২২১/৯
বাংলাদেশ	২০ ওভারে	১৩৫/৯

ফল : ভারত ৮৬ রানে জয়ী।

মোহাম্মদ জুবাইর, *দিল্লি থেকে*

ভারতের ইনিংসের ১০ ওভার শেষ। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বিষেণ সিং বেদি স্ট্যান্ডটা তখনো বেশ ফাঁকা। ভারতের মাঠে ভারতের খেলা, কিন্তু মাঠ কানায় কানায় ভরেনি—এমন দৃশ্য কমই দেখা যায়। দিল্লি পুলিশের কড়া নিরাপত্তার কারণেই নাকি দর্শকদের মাঠে ঢুকতে দেরি। পাওয়ার প্লের পর মাঠে ঢোকা দর্শকেরা দেখলেন, টসে জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠানো বাংলাদেশ দল ততক্ষণে ৪৫ রানে তুলে নিয়েছে ৩ উইকেট।

ভারতের ইনিংসে বাংলাদেশের সাফল্য ওটুকুই।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৭ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৩ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : খেপুপাড়ায় ৩৫.৩° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : নেত্রকোনায় ২৩.৫° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪০	মাগরিব	৫:৪১
জোহর	১১:৪৯	এশা	৬:৫৩
আসর	৩:৫৯	কাল ফজর	৪:৪০

দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল

বিএনপি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে ছিল, থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'এটুকু বলতে পারি, অতীতে যেমন আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আপনাদের প্রতিটি সমস্যায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক একইভাবে আগামীতেও আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব।'

গতকাল বুধবার সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে বিএনপির মহাসচিব এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি 'অসুর' শক্তির পতন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে অসুর শক্তিকে বধ করার জন্য। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। হিংসা, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসাকে দূর করে ভালোবাসার প্রেমের সমাজ নির্মাণ করার জন্য।'

অভ্যুত্থানের পর মানুষের মধ্যে যখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, সে সময় বিদেশি কিছু প্রচারমাধ্যম বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে, যা একেবারেই সত্য নয় দাবি করে মির্জা ফখরুলবলেন, 'ঘটনা ঘটেনি সে কথা বলব না। কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা সাম্প্রদায়িক ছিল না, তা ছিল রাজনৈতিক ঘটনা।'

ব্রিফিংয়ে ম্যাথু মিলার

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে

প্রথম আলো ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, নিরাপত্তা ও রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের বৈঠকের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি প্রশ্ন করেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, নিরাপত্তা ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে দেশটির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কী পরিকল্পনা করছে বাইডেন প্রশাসন?

জবাবে মিলার বলেন, 'উল্লিখিত সব প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার (ড. ইউনূস) সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (ব্লিঙ্কেন) ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে এবং উল্লিখিত সব ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।'

সিরিজ হার বাংলাদেশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরপর রিংকু সিং ও নীতিশ কুমারের জুটি ৪৯ বলে ১০৮ রান যোগ করে ম্যাচটাকে নিয়ে যায় অনেকটাই বাংলাদেশের নাগালের বাইরে। ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ভারতের করা ২২১ রান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০১৭ সালে পচেফস্ট্রুমে দক্ষিণ আফ্রিকার করা ৪ উইকেটে ২২৪ এখনো শীর্ষে। জবাবে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা মারার চেষ্টা করেছেন আর আউট হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ১৩৫ রানে থামে বাংলাদেশ। ৮৬ রানের বড় জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ ভারতের।

ওপেনার পারভেজ হোসেন প্রথম ওভারেই তিনটি বাউন্ডারি মারেন। ভালো শুরুর আভাস দিয়েও তৃতীয় ওভারে পারভেজ (১৬) আউট, বোলার সেই অর্শদীপই। প্রথম ম্যাচের পর কালও ওয়াশিংটন সুন্দরের শিকার নাজমুল (১১)। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে লিটন দাসও (১৪) বরুণ চক্রবর্তীর বলে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড। ৬ রানেই টপ অর্ডারের ৩ ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। বাকি ব্যাটসম্যানরা শুধু হারের ব্যবধানটাই কমানোর চেষ্টা করেছেন।

গোয়ালিয়রে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মেহেদী হাসান মিরাজ ৩৫ রানে অপরাজিত থেকে দলের রান ১২০-এর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাল সেই ভূমিকায় ছিলেন এ সিরিজেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মাহমুদউল্লাহ। ৩৯ বলে ৪১ রান করেছেন, বাংলাদেশের রান তাতে গেছে ১৩০-এর ঘরে।

ভারতের ইনিংসে মেহেদী হাসান মিরাজের প্রথম ওভারেই দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা ৩ বাউন্ডারিতে ১৫ রান তুলে নেন। তবে পরের ওভারে তাসকিনের স্লোয়ার বল উড়িয়ে মারতে গিয়ে মিড অফে নাজমুলের হাতে ক্যাচ তোলেন সঞ্জু। পরের ওভারেই গতিময় বলে অভিষেকের স্টাম্প ভাঙেন শরীফুলের জায়গায় সুযোগ পাওয়া পেসার তানজিম হাসান। ব্যক্তিগত ৫ রানে জীবন পাওয়া নীতিশ পাওয়ার প্লে শেষে দুটি প্রায় নীরব ওভারের (৬ রান, ১১ রান) পর স্পিনারদের বোলিংয়ে চার-ছক্কার বৃষ্টি নামিয়ে ২৭ বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ফিফটি করেন। ফিফটি করতে তাঁর চেয়ে ১ বল কম খেলেন রিংকু। দুজনের ১০৮ রানের জুটি হয় মাত্র ৪৯ বলে। ১৪তম ওভারে ৩৪ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলা নীতিশকে থামান মোস্তাফিজ। রিংকু ৫৩ রান করেন ২৯ বলে। পরে হার্দিক পান্ডিয়া এসে ৩২ রান যোগ করেন ১৯ বলে।

তিন ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সিংহভাগ রানই এসেছে মিরাজ ও রিশাদের স্পিনে। দুজনের ৭ ওভারেই ১০১ রান নিয়েছে ভারত, উইকেট ৩টি। রিশাদের নেওয়া সেই ৩ উইকেটের সব কটিই এসেছে ইনিংসের শেষ ওভারে। ৫০ রান হয়েছে তানজিমের ৪ ওভারেও। তবে তাঁর সান্ত্বনা দুটি উইকেট। মোস্তাফিজের ২ উইকেট এসেছে ৩৬ রানের বিনিময়ে। ওভারপ্রতি ১১.২০ রান রেটের ম্যাচেও তাসকিন ৪ ওভারে মাত্র ১৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :
ভারত : ২০ ওভারে ২২১/৯ (নীতিশ ৭৪, রিংকু ৫৩, পান্ডিয়া ৩২; রিশাদ ৩/৫৫, তাসকিন ২/১৬, মোস্তাফিজ ২/৩৬, তানজিম ২/৫০)। **বাংলাদেশ :** ২০ ওভারে ১৩৫/৯ (মাহমুদউল্লাহ ৪১, পারভেজ ১৬, মিরাজ ১৬, লিটন ১৪; বরুণ ২/১৯, নীতিশ ২/২৩)। **ফল :** ভারত ৮৬ রানে জয়ী। **ম্যান অব দ্য ম্যাচ :** নীতিশ রেড্ডি।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকসান্দার ভি মন্টিটস্কি। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। পিআইডি

রূপপুরে আগামী বছর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর আশা

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকসান্দার মন্টিটস্কি এ কথা জানান।

বাসস, *ঢাকা*

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আগামী বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকসান্দার মন্টিটস্কি এ আশাবাদের কথা জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে মন্টিটস্কি রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশে তাঁর দায়িত্ব পালনের তিন বছরের ঘটনাবহুল সময়ের কথা স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত মন্টিটস্কি প্রধান উপদেষ্টাকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, এই কেন্দ্রে আগামী বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে বলে তাঁরা আশা করছেন। প্রকল্পটি মূলত রাশিয়ার অর্থায়ন এবং কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তায় বাস্তবায়ন হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি গাজপ্রমের গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম, রাশিয়া থেকে গম ও সার রপ্তানি এবং রূপপুর প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে রাশিয়ার সহায়তা এবং বাংলাদেশে গম ও সার সরবরাহে রাশিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন।

বিনিয়োগ বাড়াতে স্পেনের প্রতি আহ্বান

গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিস্তিয়াগা। এ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য স্পেনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, 'বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে সম্পদ লুটপাট হয়েছে। তাই দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে।'

দুর্নীতি ২৯-৫১ হাজার কোটি টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি গতকাল বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

টিআইবির গবেষণাটিতে ঠিকাদার, সড়ক বিভাগের আমলা ও প্রকৌশলী, পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা, ঠিকাদারসহ ৭৩ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্প এলাকার মানুষের সঙ্গে ১৩টি দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। ২৫টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসবের ভিত্তিতে টিআইবি একটি প্রকল্পে মোট কার্যাদেশের কত শতাংশ ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ব্যয় হয়, তা হিসাব করেছে। সওজের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য চাইলেও তারা তা দেয়নি। অবশ্য গত মঙ্গলবার প্রতিবেদন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সওজ থেকে তথ্য দেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে বলে টিআইবি জানিয়েছে।

২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে দেশীয় অর্থায়নে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো গবেষণাটির আওতায় আনা হয়েছে। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুর সময় ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত। এর ওপর ভিত্তি করে ১৫ বছরে দেশি-বিদেশি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা সব প্রকল্পের ঘুষ-দুর্নীতির হিসাব দিয়েছে টিআইবি। গবেষকেরা বলছেন, দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা প্রকল্পের মতোই বিদেশি অর্থায়নের প্রকল্পে ঘুষ-দুর্নীতি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জনস্বার্থে নেওয়া প্রকল্পগুলোতে রাজনীতিবিদ, আমলা ও ঠিকাদারদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত রয়েছে। একেবারে নিম্নপর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত এসব দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগে ঘুষ লেনদেনে ২৩-৪০ শতাংশ অর্থ লোপাট হয়। ত্রিপক্ষীয় 'সিন্ডিকেট' (চক্র) ভাঙতে না পারলে দুর্নীতিবিরোধী কোনো কার্যক্রম সফল হবে না। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চক্র ভাঙার সুযোগ এসেছে। তা কাজে লাগাতে হবে।

সড়ক নিয়ে গবেষণাটি করেছেন টিআইবির জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মো. জুলকারনাইন ও গবেষণা সহযোগী মো. মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টিআইবির পরিচালক (আউটরিচ ও কমিউনিকেশন) তৌহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) সুমাইয়া খায়ের।

গবেষকেরা জানান, ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সড়ক ও সেতু খাতে সরকারের মোট ব্যয় ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ, সেবা অবকাঠামো স্থানান্তর, বেতন-ভাতা, যানবাহন, স্টেশনারিসহ অন্যান্য কাজে ২৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। বাকি ৭৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে নির্মাণ ও উন্নয়নকাজে; যা ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকার বেশি। টিআইবি এর ওপর ভিত্তি করে বলেছে, ২৩ থেকে ৪০ শতাংশ দুর্নীতি হয়েছে; যা টাকার অঙ্কে ২৯ হাজার ২৩০ কোটি থেকে ৫০ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকার সমান।

গবেষণায় এসেছে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৭ হাজার কোটি টাকার কাজ পেয়েছেন ১৫ ঠিকাদার; যা মোট ব্যয়ের ৭২ শতাংশ। দরপত্রে এমন শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারের রয়েছে। এ ছাড়া অভিজ্ঞতা বাড়াতে এসব ঠিকাদার জালিয়াতিরও আশ্রয় নিয়েছেন। কর্মকর্তারা পছন্দের ঠিকাদারের কাছে প্রাক্কলিত ব্যয় ফাঁস করে দিতেন। কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও কর্মকর্তারা সম্ভাব্য ঠিকাদারদের দরপত্র জমা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন। ঠিকাদার নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে দরপত্রে অংশ নিতেন।

কত শতাংশ দুর্নীতি

সড়কের প্রকল্পে স্তরভেদে দুর্নীতির হার ভিন্ন। টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে হারগুলো তুলে ধরা হয়।

ক. নির্মাণকাজের কার্যাদেশ পাওয়া ও ঠিকাদারকে বিল পেতে ঘুষের পরিমাণ ১১ থেকে ১৪ শতাংশ।

খ. নির্মাণকাজে রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে দুর্নীতির হার ১০ থেকে ২০ শতাংশ।

গ. প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের লাইসেন্স ভাড়া নেওয়া, কোনো ঠিকাদারের প্রাপ্ত কার্যাদেশ কিনে নেওয়া, নিয়মের বাইরে উপঠিকাদার নিয়োগ (সাবকন্ট্রাক্ট), প্রতিযোগী ঠিকাদারের সঙ্গে সমঝোতা, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক চাঁদাবাজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যাদেশের মোট অর্থমূল্যের ২ থেকে ৬ শতাংশ দুর্নীতি হয়েছে।

টিআইবি বলছে, ঠিকাদার, সংশ্লিষ্ট বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী, কয়েকজন তৎকালীন সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতির টাকা ভাগাভাগি হয়েছে। এর ফলে ঠিকাদারেরা নির্মাণকাজে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করেছেন। উপকরণ যতটুকু দরকার, তার চেয়ে কম ব্যবহার করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও প্রকৌশলীরা এই অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল থেকে প্রায় ১৩ বছর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন ওবায়দুল কাদের। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে গেছেন। ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সৈয়দ আবুল হোসেন।

টিআইবি দুর্নীতির কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছে। যেমন একটি প্রকল্পে বৃক্ষরোপণে ৭৪ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু একটি গাছও লাগানো হয়নি। প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও বিদ্যুতের খুঁটি সরানো হয়নি। একটি রাস্তার পাশে আরসিসি স্ল্যাব ও পিলার ব্যবহার করার কথা। কিন্তু এর বদলে গাছের গুঁড়ি ও টিন ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন সেতুতে নালার স্ল্যাব ভাঙা পাওয়া গেছে। নতুন সড়ক ধসে পড়ার ঘটনাও দেখানো হয়েছে গবেষণায়। কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষণা করা।

কোন কোন রাজনৈতিক ও কর্মকর্তা ঘুষের ভাগ পেয়েছেন জানতে চাইলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, তাঁদের নীতি হচ্ছে নাম প্রকাশ না করা। তবে তাঁদের কাছে জড়িতদের নাম আছে। সরকার চাইলে তা সরবরাহ করা হবে।

ঠিকাদারদের রাজনৈতিক আনুকূল্য

টিআইবি বলছে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারেরা সরাসরি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আনুকূল্য পাওয়ায় নিম্নমানের কাজ করা বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতির জন্য তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না। কয়েকজন ঠিকাদারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই।

টিআইবি আরও বলছে, কিছু ঠিকাদারের রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে যোগসাজশ থাকায় তাঁদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। জালিয়াতি করায় গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ৩৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন মেয়াদে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। তবে ২৬টি প্রতিষ্ঠান নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ পেয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের প্রকল্প প্রস্তাব ও ফরমায়েশি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে বলে গবেষণায় দেখিয়েছে টিআইবি। তারা তুলে ধরেছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের নজিরও রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প অনুমোদন সভায় দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন এবং গোপনে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে সওজের কোনো কোনো কর্মকর্তা পরিকল্পনা কমিশনের কিছু কর্মচারীকে ২ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়েছেন।

টিআইবি বলছে, প্রকল্প নেওয়ার সময় অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় বাড়িয়ে ধরা হয়। কখনো কখনো মোট প্রাক্কলিত বাজেটের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ দাঁড়ায়।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আমরা সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের নানা প্রকল্পের তথ্য চাইতে গেলে অনেক তথ্য আমাদের দেওয়া হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা, যেসব তথ্য প্রকাশযোগ্য, সেগুলো যেন প্রকাশ করা হয়। তবে বাস্তব কথা হলো প্রতিষ্ঠানে কিছু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে, তবে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার তো পরিবর্তন হয়নি। তাই রাতারাতি পরিবর্তন আশা করছি না।'

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদন শুধু দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিদেশি অর্থায়নের প্রকল্পগুলোতেও কমবেশি দুর্নীতি হয়েছে। দেশীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বিদেশি আমলাতন্ত্রের যোগসাজশ হয়েছে।

গবেষণার সুপারিশ উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন' প্রণয়ন করতে হবে।

ভারতীয় হাইকমিশনে চিঠি

সীমান্ত হত্যায় দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি সব কটি সীমান্ত হত্যার ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কুমিল্লার মো. কামাল হোসেন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল বুধবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে পাঠানো চিঠিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব কথা বলেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বাসিন্দা বাংলাদেশি নাগরিক মো. কামাল হোসেন নিহতের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

৭ অক্টোবর কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা দক্ষিণ ইউনিয়নের পাহাড়পুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে কামাল হোসেন প্রাণ হারান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিঠিতে লিখেছে, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অব্যাহত আশ্বাসের পরও বিএসএফের হাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বাংলাদেশ উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে, সীমান্ত হত্যার এ ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের জন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নির্দেশিকা-১৯৭৫-এর লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে এবং সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পরিচালনা করার পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানায়।

সীমান্ত হত্যার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে এবং সব সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পরিচালনা করার পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে।

আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চায় জামায়াত

জামায়াতের আমির বলেন, মূলত তাঁদের সংস্কার প্রস্তাব ৪১ দফা, সেটি বিস্তারিত। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তাঁরা সংক্ষেপে ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আইন, বিচার, সংসদ, নির্বাচনব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য ১০ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছে জামায়াতে ইসলামী। দলটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা (পিআর) চালুর প্রস্তাব করেছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা এবং একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না—এই প্রস্তাবও দিয়েছে দলটি।

গতকাল বুধবার দুপুরে গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের ১০ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। এ সময় জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জামায়াতের আমির বলেন, মূলত তাঁদের সংস্কার প্রস্তাব ৪১ দফা, সেটি বিস্তারিত। এখন তাঁরা সংক্ষেপে ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য যেগুলোর প্রাধান্য দেওয়া দরকার, সেগুলো দিয়েছেন। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এসে বাকিগুলো দেখবে।

জামায়াতে ইসলামী সংবিধান পুনর্লিখন, নাকি সংশোধন চায়—এমন প্রশ্নে শফিকুর রহমান দাবি করেন, '১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানটি ভারতে বসে রচনা করা হয়েছিল। তাই আমাদের সংবিধান জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে পায়নি।'

জামায়াত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রধান সেক্টরের সংস্কারের যেসব প্রস্তাব দিয়েছে, এর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ সংস্কারে উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বিচার বিভাগ থেকে দ্বৈত শাসন দূর করা, নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথককরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে দলটি। সংসদের প্রধান বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত করা এবং বিরোধীদলীয় নেতার নেতৃত্বে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব তারা দিয়েছে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা (পিআর) চায় জামায়াত। কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করার প্রস্তাবও দিয়েছে তারা।

জনপ্রশাসন সংস্কার

জনবল নিয়োগ, বদলি, পদায়নে তদবির, সুপারিশ ও দলীয় আনুগত্যের পরিবর্তে যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে বলেছে জামায়াত। এ ছাড়া সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ বছর ও পরবর্তী বয়সসীমা স্থায়ীভাবে ৩৩ বছর করার প্রস্তাবও দিয়েছে দলটি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার

জামায়াতের সংস্কার প্রস্তাবে পাঠ্যপুস্তকে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া দলটি বলেছে, সব শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় মূল্যবোধবিরোধী উপাদান বাদ দিতে হবে। সব শ্রেণিতে নবী করিম (সা.)-এর জীবনীসহ মহামানবদের জীবনী-সংবলিত প্রবন্ধ সংযোজন করতে হবে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জামায়াত নাটক, সিনেমাসহ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অশ্লীলতামুক্ত করার প্রস্তাব করেছে।

পররাষ্ট্রবিষয়ক সংস্কার

পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সাম্য ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানিবণ্টন চুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিগত সরকারের আমলে সম্পাদিত সব চুক্তি রিভিউ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি রিভিউ কমিশন গঠন করতে হবে।

ছেলেকে নিয়ে 'দখলের উৎসব' শামসুল হকের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন দুই শতাধিক বিঘা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে।

নিয়োগ-বাণিজ্য ও জমি-ঘাট দখল করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। নিজের দলের যেসব নেতা-কর্মী তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁদের ওপর হামলা চালাতেন। মামলা দিয়ে করতেন হয়রানি। বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদেরও মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন। এত সব অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, তিনি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও এমপি শামসুল হক (টুকু)। তিনি পাবনা-১ (বেড়া-সাঁথিয়া) আসন থেকে ২০০৮ সালে প্রথমবার এমপি নির্বাচিত হন। পরের তিনটি 'বিতর্কিত' নির্বাচনেও তিনি বিজয়ী হন। তাঁর বড় ছেলে আসিফ শামস (রঞ্জন) ও তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনীর মাধ্যমে তিনি নৌঘাটসহ বিভিন্ন হাট দখল করে টোল ও খাজনা আদায় করতেন বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

গত ১৪ আগস্ট রাতে শামসুল হক ঢাকা থেকে কলেজছাত্র খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ২০ দিন পুলিশি রিমান্ডে থাকার পর এখন তিনি জেলহাজতে। অন্যদিকে আসিফ শামস আত্মগোপনে রয়েছেন। কয়েক দিন আগে তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে গেছেন বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে। সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রথমেই শামসুল হকের বেড়া পৌরসভার বৃশালিখা মহল্লায় ডুপ্লেক্স ভবনে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। ভবন থেকে সবকিছু লুটপাট করার পর আগুন ধরিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা সীমানাপ্রাচীরের ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। একই দিনে সাঁথিয়ায় অবস্থিত শামসুল হকের ছেলে আসিফ শামসের খামার থেকে শতাধিক গরু ও প্রায় ১৬টি পুকুরের মাছ লুট হয়। পরদিন বেড়া পৌর ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

শামসুল হক কারাগারে এবং তাঁর ছেলে আসিফ শামস আত্মগোপনে থাকায় অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শামসুল হকের উত্থান

২০০৮ সালে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক। এ সময় পাবনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাচ্ছেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ—এমনটাই ধরে নিয়েছিলেন তাঁর সমর্থকেরা; কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে শামসুল হককে মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে শামসুল হক জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামীকে পরাজিত করে চমক সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, পরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। সর্বশেষ ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছর তিনেক আগে শামসুল হক তাঁর বড় ছেলে আসিফ শামসকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকা থেকে বেড়ায় নিয়ে আসেন। সে সময় তিনি ঢাকায় ভিওআইপির ব্যবসা করতেন। বেড়ায় এসে আসিফ বাবার সহায়তায় বেড়া পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে মেয়র হন। এরপর 'বিতর্কিত' একটি সম্মেলনের মাধ্যমে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

জমি দখলে অপ্রতিরোধ্য

বেড়ার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পর আসিফ শামসের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। গড়ে তোলেন সন্ত্রাসী বাহিনী। ওই বাহিনী বেড়া ও সাঁথিয়া উপজেলার হাটবাজার ও নৌঘাট দখল করে খাজনা ও টোল আদায় শুরু করে। যমুনা থেকে অবৈধভাবে বালু তুলে বিক্রি শুরু করে। শামসুল হকের পরিবারের সদস্যরা বেড়া পৌর এলাকার পায়না ও বাড়াদিয়া মহল্লার অন্তত ২১০ বিঘা কৃষিজমি দখল করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর পায়না মহল্লায় গিয়ে কথা হয় ২০-২৫ ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁরা জানান, ২০১২ সালের পর থেকে ওই এলাকায় পরিবারের সদস্যের নামে জমি কেনা শুরু করেন শামসুল হক। জমি কেনার সময় প্রচার করা হয়, সেখানে 'সৌদিয়া অ্যাগ্রো সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট' ও 'লুৎফুন্নেছা ইউনিভার্সিটি অব অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এভাবে দু-তিন বছরের মধ্যে প্রায় ৯০ বিঘা জমি কেনেন তাঁরা। পাশাপাশি ২১০ বিঘা জমি দখল করেন। ২০১৮ সালের পর হঠাৎ তাঁরা ওই জমিতে বালু ফেলা শুরু করেন।

বেড়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক শামীম বলেন, 'বাবার প্রশ্রয়েই আসিফ শামস নানা অপকর্ম করেছেন। পায়না মহল্লায় আমার ৩৯ শতক জমি তিনি জোর করে দখল করেন। প্রতিবাদ করায় মামলা দিয়ে আমাকে দীর্ঘদিন এলাকাছাড়া করে রেখেছিলেন।'

বাড়াদিয়া গ্রামের একরামুল হক বলেন, 'আমার ৪৬ শতক জমিতে বছরে তিনটি ফসল আবাদ করতাম। দুই দিনের মধ্যে বালু ফালায়া আমার জমি দখল কইর‍্যা নিল। কান্নাকাটি কইর‍্যা বাধা দিব্যার গেছিল্যাম; কিন্তু আমাকে মারধর ও মামলার ভয় দেখানোয় পিছু হটি।'

পায়না মহল্লার অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক সানোয়ার হোসেন জানান, তাঁর আত্মীয়স্বজনের প্রায় ২৫ বিঘা জমি শামসুল হকের পরিবার বালু ফেলে দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর নিজেরই পাঁচ বিঘা জমি রয়েছে। একই মহল্লার অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা কে এম আবদুল্লাহ বলেন, 'আমার ৪২ শতক জমিতে খুব ভালো ফসল হতো। সেই জমি আজ টুকুর পরিবারের দখলে। আমাদের মহল্লা থেকে শুরু করে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত শতাধিক কৃষকের অন্তত ২০০ বিঘা জমি তারা দখল করে রেখেছে। জমি রক্ষার জন্য আমরা মিটিং, মিছিল, প্রশাসনের কাছে আবেদন করাসহ অনেক কিছু করেছি; কিন্তু তাদের ক্ষমতার কাছে সব হারিয়ে গেছে।'

২০২১ সালের নভেম্বরে বেড়া পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েই পৌর এলাকার বৃশালিখা মহল্লার নৌঘাট দখলে নেন শামসুল হকের ছেলে আসিফ শামস। ঘাটটি বিআইডব্লিউটিএর অধীন হলেও তিনি ওই সংস্থা থেকে ইজারা না নিয়ে সরকার পতনের আগপর্যন্ত নিজের লোকজন দিয়ে টোল আদায় করেছেন। যদিও বিআইডব্লিউটিএ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঘাটের ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করে। মেসার্স বেড়া ট্রান্সপোর্টের মালিক নজরুল ইসলাম সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা পান; কিন্তু জুনের শুরুতে তিনি ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে তাঁকে ঘাট থেকে তাড়িয়ে নিজের লোকজন দিয়ে টোল আদায় অব্যাহত রাখেন আসিফ শামস।

নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই ঘাট দিয়ে মাসে গড়ে ২০ লাখ বস্তা সিমেন্ট নামানো হয়। প্রতি বস্তা দেড় টাকা হিসাবে মাসে ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন আসিফ। আমি বৈধভাবে ইজারা নিয়েও ঘাটের দখল পাইনি। শামসুল হকের প্রশ্রয়ে আসিফ শামস আমাকে তাড়িয়ে ঘাট থেকে টাকা আদায় করেছেন। সরকার পতনের পরদিন আমি আমার ইজারা নেওয়া ঘাটটি বিআইডব্লিউটিএর মাধ্যমে ফেরত পাই।'

আসিফ শামস ২০২১ সালের নভেম্বরে বেড়া পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েই উত্তরাঞ্চলের পশু ও সবজির সবচেয়ে বড় হাট বলে পরিচিত করমজা চতুরহাটের নিয়ন্ত্রণ নেন। তিনি প্রভাব খাটিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নামে বেড়া পৌরসভা থেকে হাটটি ইজারা নেন। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ কোটি ২৯ লাখ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ কোটি ৪৯ লাখ টাকায় ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

হাটের সাবেক কয়েকজন ইজারাদার ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই হাট থেকে প্রতি মাসে ৬০ লাখ থেকে ৭০ লাখ টাকা রাজস্ব আসে। অর্থাৎ বছরে গড়ে আট কোটি টাকা। এই টাকার পুরোটাই আসিফ শামস নিতেন। অর্থাৎ গত আড়াই বছরে তিনি এই হাট থেকে ইজারার ৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা বাদ দিয়ে ১৬ কোটির বেশি টাকা আয় করেছেন।

আসিফ শামস সাঁথিয়ার সরকারি মৎস্য প্রজননকেন্দ্র দখল করে সেখানে গড়ে তোলেন সমন্বিত খামার। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সূত্রে জানা যায়, সরকারি মৎস্য প্রজননকেন্দ্রে ৩৭ বিঘা জমি ও ১০টি পুকুর রয়েছে। ২০০৬ সালে প্রজননকেন্দ্রটি মাছ চাষের জন্য সাঁথিয়া উপজেলা মৎস্য উন্নয়ন সমবায় সমিতিকে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়; কিন্তু ২০১১ সালে ইজারার সময় শেষ হলেও সমিতির পক্ষ থেকে তা আর নবায়ন করা হয়নি। একপর্যায়ে সেটি ২০১৫ সালের দিকে আসিফ শামস ইজারা ছাড়াই দখলে নিয়ে পুকুরে মাছ ছাড়ার পাশাপাশি গরুর খামার করেন। খামারে ছিল শতাধিক গরু। সরকার পতনের পর খামারের সব গরু ও পুকুরের মাছ লুট হয়ে যায়।

এ ছাড়া গত তিন বছরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার বালু তুলে শামসুল হক ও তাঁর পরিবারের লোকজন বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেড়া পোর্ট এলাকার হুরাসাগর নদের পাশের প্রায় তিন একর জায়গা দখল করে এই বালুর বড় একটি অংশ মজুত করে রাখা হয়েছিল।

এ বিষয়ে বেড়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও বালু ব্যবসায়ী এনামুল হক শামীম বলেন, যমুনা থেকে অবৈধভাবে বালু তুলে শামসুল হকের ছেলে তিন বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছেন।

শামসুল হকের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আবু সাইয়িদ অভিযোগ করেন, ২০০৮ সালে এমপি নির্বাচিত হয়েই সাঁথিয়া পৌর এলাকায় অবস্থিত তাঁর একটি বাড়ি দখল করে সেখানে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় বানিয়ে ১৬ বছর দখল করে রাখেন শামসুল হক। সরকার পতনের পর তিনি সেই বাড়ি ফিরে পেয়েছেন।

প্রতিপক্ষের ওপর হামলা-নির্যাতন

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর বেড়া ও সাঁথিয়ায় বিএনপি-জামায়াত একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। শামসুল হকের ১৬ বছরের সময়কালে তাঁর প্রতিপক্ষ বিএনপি বা জামায়াত ছিল না, ছিল আওয়ামী লীগের একটি বড় অংশ। এই অংশের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদের সমর্থক। ২০০৮ সালের পর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে তিনটি সংসদ নির্বাচনে শামসুল হকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবু সাইয়িদ। 'প্রশ্নবিদ্ধ' এসব নির্বাচনে শামসুল হক জয়ী হন। সাইয়িদ সমর্থকদের ওপর হামলা ও নির্যাতন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের পর। নির্বাচনে শামসুল হক জয়ী হওয়ার পরপরই মাঠে নামে তাঁর বড় ছেলে আসিফ শামসের বাহিনী। নির্বাচনে বিরোধিতা করায় তারা সাইয়িদের শতাধিক সমর্থককে পিটিয়ে আহত করে এবং দুই শতাধিক ব্যবসায়ীর দোকান বন্ধ করে দেয়। পরে অবশ্য মোটা অঙ্কের চাঁদা নিয়ে অনেক মালিককে দোকান খোলার সুযোগ দেওয়া হয়।

চাঁদা দিয়ে দোকান খোলার সুযোগ পাওয়া বেড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকার ব্যবসায়ী ফজলুল হক বলেন, 'নির্বাচনী প্রচারণার সময় শামসুল হকের পক্ষের লোকজন এসে মিছিলে অংশ নিতে বলেছিল। আমি মিছিলে যাইনি। এটাই ছিল আমার অপরাধ। নির্বাচনের পর তাঁর লোকজন এসে আমার দোকান তালা মেরে বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ৪৮ দিন পর আমার দোকান খুলে দেওয়া হয়; কিন্তু সে জন্য আমাকে শামসুল হকের অনুসারী কয়েকজন নেতাকে ৭০ হাজার টাকার বেশি চাঁদা দিতে হয়।'

শামসুল হক বাহিনীর সদস্যরা হামলা চালিয়েছেন অভিযোগ করে আবু সাইয়িদ বলেন, 'শামসুল হকের বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় তিনি তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমার ওপর কমপক্ষে ১৮ বার হামলা করিয়েছেন। আমার অগণিত নেতা-কর্মীর নামে বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন ধরনের গায়েবি মামলা দিয়ে তাঁদের এলাকাছাড়া করে রেখেছিলেন। এই নির্বাচনী এলাকাকে তিনি ত্রাসের জনপদ বানিয়ে রেখেছিলেন। আমি তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।'

বেড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রইজউদ্দিন বলেন, 'তিনি (শামসুল হক) আমাদের নেতা-কর্মীদের নামে কত যে গায়েবি মামলা দিয়েছেন, তার হিসাব বের করা মুশকিল। মামলার কারণে আমাদের নেতা-কর্মীর বেশির ভাগই বাড়িতে থাকতে পারেননি।'

বেড়া বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মো. নায়েব আলী। তাঁর কয়েকজন স্বজন আবু সাইয়িদের অনুসারী ছিলেন। ২০২১ সালের শুরুর দিকে আসিফ শামস বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। নায়েব আলীর অভিযোগ, সভাপতি হয়েই আসিফ শামস তাঁকে স্কুল থেকে তাড়াতে উঠেপড়ে লাগেন। ২০২১ সালের ১৯ জুলাই বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে শামসুল হকের লোকজন বাড়িতে ঢুকে তাঁকে লোহার পাইপ ও রড দিয়ে বেদম পিটুনি দেয়। এতে তাঁর বাঁ হাত ও পা ভেঙে যায়।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি শামসুল হকের লোকজন বেড়া বাজারে আবু সাইয়িদের সমর্থক বেড়া পৌর এলাকার আমিনুল ইসলামকে রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। আমিনুল ইসলাম বলেন, 'মারাত্মক আহত হয়ে ঢাকার হাসপাতালে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলাম। শুধু নির্বাচনে তাঁর (শামসুল হক) পক্ষে না থাকায় আমার মতো শতাধিক ব্যক্তিকে এভাবে জখম করা হয়েছে।'

১৬ বছরে বেড়েছে সম্পদ

শামসুল হকের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেড়া পৌরসভার বৃশালিখা মহল্লায় আড়াই কোটি টাকায় ২০১১ সালে একটি ডুপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করেন শামসুল হক। এ ছাড়া বেড়া উপজেলার পায়না মহল্লায় প্রায় ৯০ বিঘা ও ঢালারচর ইউনিয়নে ৪০ বিঘা জমি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে কেনা হয়। এসব জমির বর্তমান বাজারমূল্য সাড়ে ১০ কোটি টাকা। এ ছাড়া পায়না ও মোহনগঞ্জে তিনি ৭৫ কোটি টাকা মূল্যের ২১০ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছেন।

১৬ বছরে অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১৮৪ গুণ

২০০৮ ও ২০২৪ সালে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করেও তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হলফনামার তথ্যানুযায়ী, ২০০৮ সালে শামসুল হকের বার্ষিক আয় ছিল মাত্র দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা। ২০২৪ সালে বার্ষিক আয় বেড়ে ১৩ গুণ, অর্থাৎ ২৬ লাখ ৮৪ হাজার ৫৭৮ টাকা হয়। আবার ২০০৮ সালে তাঁর অস্থাবর সম্পদের মূল্য ২ লাখ ৭৩ হাজার টাকা থাকলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয় ৫ কোটি ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৫৩ টাকা। অর্থাৎ ১৬ বছরে স্থাবর সম্পদ বেড়ে প্রায় ১৮৪ গুণ হয়। তবে তাঁর প্রকৃত সম্পদের তুলনায় হলফনামায় দেওয়া সম্পদের পরিমাণ অনেক কম বলে অভিযোগ করছেন তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষ।

“ কিছু ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না, তা ছিল রাজনৈতিক ঘটনা।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি; গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী ঘটনাবলি প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

পিএসসির চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান হিসেবে মোবাশ্বের মোনেমকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মানসুর হোসেন *প্রথম আলোকে* বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গত মঙ্গলবার চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ও পিএসসির ১২ জন সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দেন। অবশ্য গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত পিএসসির দুই সদস্য হেলালুদ্দিন আহমদ ও মোহা. শফিকুল ইসলাম পদত্যাগ করেননি। পিএসসির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘বুধবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁদের পদত্যাগের কোনো চিঠি আমাদের কাছে আসেনি।’ এর মধ্যে গতকাল পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিল সরকার। জানা গেছে, মোবাশ্বের মোনেম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেছেন তিনি। এদিকে গতকাল পিএসসির নতুন চারজন সদস্যও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন মো. নাজমুল আমিন মজুমদার, মো. সুজায়েত উল্লাহ, মো. আমিনুল ইসলাম ও নুরুল কাদির।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁরা মারা যান। এ নিয়ে চলতি মাসের ৯ দিনে ডেঙ্গুতে ৩৩ জনের মৃত্যু হলো। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৬ জনের। গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৩৩ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৬৩ জন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২০৮ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩১, বরিশাল বিভাগে ৮৬, খুলনা বিভাগে ৮০, রাজশাহী বিভাগে ৫৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩২, রংপুর বিভাগে ৭ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৩ জন ভর্তি হয়েছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পদ্মফুল

দুর্গাপূজায় প্রয়োজন হয় পদ্মের। তাই এ সময় চাহিদা বাড়ে ফুলটির। সড়কের পাশে পদ্ম নিয়ে বসেছেন এক বিক্রেতা। গতকাল নারায়ণগঞ্জের উকিলপাড়ায়। দিনার মাহমুদ

পুলিশের আরও কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরে

পুলিশের তিনজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে (অতিরিক্ত আইজিপি) বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে এই কর্মকর্তাদের চাকরি থেকে অবসরে পাঠানোর বিষয়টি জানানো হয়। তাঁরা হলেন র‍্যাবের সদ্য সাবেক মহাপরিচালক ও পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি মো. হারুন অর রশিদ, হাইওয়ে পুলিশের প্রধান শাহাবুদ্দিন খান এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার (বর্তমানে ট্যুরিস্ট পুলিশে কর্মরত) খন্দকার মহিদ উদ্দিন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিধি অনুসারে অবসর-পরবর্তী সুবিধা পাবেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন অনেক কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অবসরে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেজেছে ঢাক-কাঁসর, মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্ত, আজ মহাসপ্তমী

মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা। কয়েকজন ভক্তের প্রার্থনা। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনা কালীমন্দিরে। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

দুর্গাপূজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেলতলায় চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজার মধ্য দিয়ে গতকাল বুধবার সূচনা হয়েছে শ্রীশ্রী দুর্গাষষ্ঠীর। চণ্ডীপূজায় ছিল নানা রকম ফুল ও ফলের সমারোহ। পূজার সময় বেজেছে ঘণ্টা, কাঁসর, শঙ্খ, ঢাক ও ঢোলের বাদ্য। উলুধ্বনিতেও মুখর হয়ে ওঠে বেলতলা। ধূপ-প্রদীপ হাতে আরতিও করেন পুরোহিতেরা। চণ্ডীপূজা শেষে মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তরা অঞ্জলিও প্রদান করেন। সেই সঙ্গে ভক্তরা ঘুরে ঘুরে পূজাও দেখেন।

চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়েই মূলত শুরু হয়েছে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজার। পূজার এই কদিন ফুলে-ফলে, বাদ্যে, নাচে, ভক্তদের ভিড়ে মুখর থাকবে মণ্ডপগুলো। হবে প্রসাদ বিতরণ।

আজ বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমী। আজ সকালে দেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন করা হবে। এরপর হবে সপ্তমী বিহিত পূজা।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গতকাল সকালে দুর্গামণ্ডপের সামনে থাকা বেলতলায় চণ্ডীপাঠ হয়। এই দুর্গামণ্ডপের প্রধান পুরোহিত ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, ষষ্ঠীর সকালে চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজার পর সন্ধ্যায় হয় বেলতলায় দুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। তখন দেবীকে আসার জন্য প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে দেবী ঘটে (পাত্রবিশেষ) এসে অবস্থান নেবেন। পরে সেই ঘট, বেলপাতা, ডালসহ নবপত্রিকা মূল মন্দিরে স্থাপন করা হবে।

ঢাকেশ্বরী দুর্গামণ্ডপ সকাল সাড়ে আটটার দিকে খুলে দেওয়া হয়; যদিও তারও আগে থেকেই ভক্ত ও দর্শনার্থীরা পূজামণ্ডপে আসতে থাকেন। তাঁরা এসে মণ্ডপে ভক্তিভরে প্রণতি জানান।

পূজামণ্ডপ ঘুরে দেখা যায়, প্রত্যেক মণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থান রয়েছে। মণ্ডপ ঘিরে বসেছে নানা ধরনের খাবারের দোকান।

গতকাল দুপুরে রাজধানীর খামারবাড়ি দুর্গাপূজা মণ্ডপে ধর্মীয় গান বাজছিল। সেই গানের তালে তালে নাচছিলেন সাত-আটজন তরুণী। এ ছাড়া অনেকেই প্রতিমার সঙ্গে ছবি তুলছিলেন। কেউ প্রণাম করছিলেন।

গতকাল দুপুরে খামারবাড়ির এই দুর্গাপূজার মণ্ডপে ঘুরতে আসেন উষ্মা দে ও উপমা দে নামের দুই বোন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দা উষ্মা দে *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা ঢাকাতেই পূজা করবেন। বোন ও বান্ধবীরা মিলে তাই পূজা দেখতে বেরিয়েছেন। উপমা দে বলেন, ভালো লাগার পাশাপাশি এবার একটু খারাপও লাগছে। কারণ, অন্যান্য বছরের মতো জাঁকজমক করে এবার পূজামণ্ডপ সাজানো হয়নি।

২ অক্টোবর শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়।

লক্ষ করুন
শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বেরোচ্ছে দুই পাতার বিশেষ আয়োজন। এতে থাকছে নিবন্ধ, গল্প ও একগুচ্ছ কবিতা।

বাইরে দৃষ্টিনন্দন, ভেতরে উল্টো

৯২ কোটি টাকার ডাক ভবন

ভবনে নেই ছাদ, নেই জরুরি বহির্গমনের জন্য পৃথক সিঁড়ি, আছে অগ্নিনিরাপত্তার ঝুঁকি।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ১৪তলা ভবনটির চারপাশ কাচে ঘেরা। ওপরে ছাদ নেই, পরিবর্তে আছে লোহার কাঠামো। এ ধরনের উঁচু স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরি বহির্গমনের জন্য পৃথক সিঁড়ি রাখা হয়, ভবনটিতে নেই সেটিও।

সুউচ্চ এ ভবনে ডাক অধিদপ্তর ও এর বেশ কিছু শাখার সাত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস করছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ভবনটির অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

সরকারের ডাক বিভাগের সদর দপ্তরের চিত্র এটি। লাল রঙের ভবনটি করা হয়েছে ডাকবাক্সের আদলে। পৌনে এক একর জায়গার ওপর ৯২ কোটি টাকা খরচে তৈরি করা ভবনটি চালু হয় ২০২১ সালে।

চালু হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় এ ভবনে নানা অসংগতি ধরা পড়ে। নতুন ভবনের বেজমেন্টে মাঝারি আকারের গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে ভবনের সামনেই এলোমেলো করে রাখা হচ্ছে গাড়ি। এখন বেজমেন্টে প্রবেশের রাস্তা ভেঙে নতুন করে করা হচ্ছে। কয়েক বছরেই ভবনের বেশ কয়েকটি স্থানে ধরা পড়েছে ফাটলও। কোথাও কোথাও দেয়ালের প্লাস্টার ঝরে পড়ছে। কোথাও-বা ওয়াশরুমের দরজা ভাঙা, লক নষ্ট।

প্রথম আলোর এই প্রতিবেদক সরেজমিনে এসব অসংগতি দেখতে পান। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনেও এ তথ্য উঠে এসেছে। গত মাসে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।

দক্ষ প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলে ২০১৪ সালে ৫৫ কোটি টাকায় আগারগাঁওয়ে ডাক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। উদ্দেশ্য ছিল ডাক বিভাগের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে পোস্ট অফিসের ভাবমূর্তি বাড়ানো। ২০১৭ সালে অবকাঠামোর নির্মাণকাজ শেষ করার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত মেয়াদে কাজ শেষ করতে না পারায় দুই বছর সময় বাড়ানো হয়। সেই সঙ্গে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ৯২ কোটি টাকা।

২০১৯ সালের জুলাইয়ে নির্মাণকাজ শেষ হলেও দুই বছর এ ভবন অব্যবহৃত পড়ে ছিল। কারণ, গুলিস্তানে অবস্থিত জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও) থেকে আগারগাঁওয়ে যেতে ডাক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাজি হচ্ছিলেন না। ভবন খালি পড়ে থাকা নিয়ে ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল *প্রথম আলোয়* একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর ২৭ মে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ডাক ভবন। ফাইল ছবি

সরেজমিন

সম্প্রতি ডাক ভবনে গিয়ে দেখা যায়, নিচতলায় ডে-কেয়ার সেন্টার। তবে সেটি ব্যবহার করা হচ্ছে না। ডে-কেয়ার সেন্টারের জন্য কেনা উপকরণ পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

নিচতলায় চালকদের জন্য আছে বিশ্রামাগার। দেখা গেল, সেখানে বড় ধরনের ফাটল। প্লাস্টার ঝরে পড়ছে। পাশেই পোস্টমাস্টারের কক্ষ। সেখানেও একই চিত্র।

ডাক বিভাগের সদর দপ্তর, অথচ ক্যানটিন নেই। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশের বিএনপি বাজার ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের ক্যানটিন থেকে খাবার সংগ্রহ করতে দেখা গেল। বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ক্যানটিন না থাকায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানান। তাঁরা বলেন, এতে কর্মঘণ্টার অপচয় হয়। কেউ সুযোগ নিয়ে ফাঁকিবাজিও করেন।

কথা হয় ডাক বিভাগের অন্তত ১০ কর্মকর্তার সঙ্গে। তাঁরা বলেন, বাইরে থেকে ভবনটি দেখতে যতটা দৃষ্টিনন্দন, ভেতরের চিত্র ঠিক উল্টো। ভবনের অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা নিয়েও তাঁরা চিন্তিত। অবশ্য এ বিষয়ে বিভিন্ন সভায় আলোচনা হলেও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রায় শতকোটি টাকা খরচ করে কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মাণ করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক রিয়াজুল ইসলাম (অবসরোত্তর ছুটিতে) *প্রথম আলোর* কাছে স্বীকার করেন, ভবনটি বাইরে থেকে সুন্দর দেখালেও কারিগরি দিক বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ। ভবনটির অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পর তিনি দায়িত্ব পান। তাঁর মতে, ভবনে সিঁড়ির দিকে আগুন লাগলে কেউ বের হতে পারবেন না। ভবনটি করার সময় সৌন্দর্যের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে, অগ্নিনিরাপত্তায় নয়। অগ্নিঝুঁকি এড়াতে ভবনের বাইরে দিয়ে অবশ্যই আলাদা সিঁড়ি নির্মাণ করতে হবে।

আইএমইডির প্রতিবেদন

ইনোভেটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স নামের তৃতীয় একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ‘ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ’ প্রকল্প মূল্যায়ন করে আইএমইডি। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, ভবনটি নির্মাণের আগে ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন নেয়নি ডাক বিভাগ। পরে অনুমোদনের জন্য গেলে বেশ কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়। একটি ছিল, টপ ফ্লোর অর্থাৎ ১৪ তলা পুরোপুরি খালি রেখে ভবনের বাইরে দিয়ে আলাদা একটি সিঁড়ি করে দেওয়া।

তবে এ শর্ত মানা হয়নি। দেখা গেছে, ১৪তলায় একটি অফিস স্থাপনের কাজ চলছে। ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক আলতাফুর রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ‘অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই)’-এর কার্যালয়কে ওই তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য অফিস প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এসব বিষয়ে ডাক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এম হারুনুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘ভবনের অগ্নিনিরাপত্তায় দুটি সিঁড়ি আছে। একটি সাধারণ চলাচলে, অন্যটি অগ্নিকাণ্ডের সময় বের হওয়ার জন্য। ভবনটি এমন নকশায় করা, যাতে ওপরে ছাদ রাখার সুযোগ নেই। তবে ভবনের বাইরে সিঁড়ির প্রয়োজন হলে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব।’

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে দেশে ২৭ হাজার ৬২৪টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। হতাহত হয়েছেন কয়েক শ মানুষ। সর্বশেষ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডে ‘গ্রিন কোজি কটেজে’ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ভবনটির নকশা করেছে শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস নামের প্রতিষ্ঠান। তবে ভবন নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে বলে আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘ভুল নকশায় ভবনটি করা হয়েছে। নকশাটি এত ধাপ পার হলো কীভাবে, সে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, কোনো ভবন যদি কাচঘেরা আবদ্ধ জায়গায় হয়, সেখানে জরুরি বহির্গমনের পথ হিসেবে বাইরে দিয়ে সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখতে হয়। ভবনের যে অংশে মূল সিঁড়ি থাকে, তার উল্টো পাশে আরেকটি সিঁড়ি করতে হয়। এই বিশেষায়িত সিঁড়ি এমন স্থানে করা হয়, যেন ভবনে আগুন লাগলে সেখানে কোনো আগুন ও ধোঁয়া প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু এই ভবনে কিছুই রাখা হয়নি। সরকারি স্থাপনা যদি ভবন নির্মাণের আগে ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন না নেয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আপনি কীভাবে ধরবেন?’

গুলিতে খোকনের ঠোঁট, মাড়ি, তালু, নাকের আর অস্তিত্ব নেই

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

গত ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন পেশায় গাড়িচালক খোকন। কাছ থেকে পুলিশের ছোড়া গুলিতে তাঁর এ অবস্থা হয়।

মানসুরা হোসাইন, *ঢাকা*

খোকন চন্দ্র বর্মণের ওপরের ঠোঁট, মাড়ি, নাক, তালু—এগুলোর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। বলা যায়, সেখানে বড় একটি গর্ত হয়ে আছে।

২৩ বছর বয়সী এই তরুণের এক চোখ প্রায় বন্ধ। ওই চোখে কিছু দেখেন না তিনি। আরেক চোখ কোনোভাবে টিকে আছে। তবে এ চোখেও আবছা দেখেন। তাঁর দুই পায়ে গুলি রয়ে গেছে।

শেখ হাসিনা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি চলাকালে গত ৫ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন পেশায় গাড়িচালক খোকন। কাছ থেকে পুলিশের ছোড়া গুলিতে তাঁর এ অবস্থা হয়েছে।

খোকনের জিব তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তিনি যখন কথা বলেন, তখন মুখের গর্ত দিয়ে জিবের নড়াচড়া বোঝা যায়। তবে তাঁর কথা বেশ অস্পষ্ট। কিছুক্ষণ শোনার পর বোঝা যায়, তিনি কী বলতে চাচ্ছেন।

গত সোমবার রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের শয্যায় বসে খোকন বলেন, তিনি হাসপাতালের শৌচাগারে গিয়ে বড় আয়নায় প্রথম যেদিন নিজের চেহারা দেখেন, সেদিন খুব ভয় পেয়ে যান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমার চেহারা দেখে এখন আমি নিজেই ভয় পাই। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল। কষ্ট থেকে মুক্তি চাই। আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। সরকার শুধু বলছে, আমাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাবে। দুই মাস পার হয়ে গেল, বিদেশে পাঠাতে এত সময় লাগে?’

বার্ন ইনস্টিটিউটের প্লাস্টিক সার্জন সহযোগী অধ্যাপক তানভীর আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, খুব কাছ থেকে খোকনের মুখে ছররা গুলি মারা হয়েছে। গুলিতে তাঁর মুখের একটি বড় অংশ হাড়সহ নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে খোকনকে কৃত্রিম শ্বাসনালি দিয়ে নিশ্বাস নিতে হতো। বর্তমানে কৃত্রিম শ্বাসনালি খুলে দেওয়া হয়েছে। আগে নল দিয়ে তাঁকে তরল খাবার দেওয়া হতো। এখন মুখের গর্ত দিয়ে তরল খাবার একটু খেতে পারছেন। তাঁর যে জটিল অবস্থা হয়েছে, এর চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয়। তাই তাঁকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। খোকনের শুধু চিকিৎসাতেই কম করে হলেও পাঁচ কোটি টাকা দরকার।

বিদেশে নেওয়ার জন্য খোকনের পাসপোর্ট করতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে বলে জানান তানভীর আহমেদ। তিনি বলেন, খোকনের এখনকার চেহারা দিয়ে পাসপোর্ট করা সম্ভব নয়। তাই সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর আগের ছবি দিয়েই পাসপোর্ট বানাতে হয়েছে।

হাসপাতালের শয্যায় থাকা খোকনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর মা রীনা রানী দাস।

খোকন চন্দ্র বর্মণ। গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগের এই ছবি এখন স্মৃতি। পরিবারের সৌজন্যে

তিনি বলেন, ‘মা হয়ে নিজেই চিনতে পারি না ছেলেকে। কী সুন্দর ছিল আমার ছেলেটা!’ তিনি বলেন, ‘মা, তাই ছেলেরে দেখে ভয় পাই না। কিন্তু ছেলে নিজের চেহারা আয়নায় দেখে কান্নাকাটি করে। ও তো আন্দোলনে গেসিল। সরকার তাড়াতাড়ি ওরে একটু ভালো করে দিতে পারে না?’

খোকনের বড় ভাই খোকা চন্দ্র বর্মণও পেশায় গাড়িচালক। তিনি ও খোকন একই কোম্পানিতে গাড়ি চালাতেন। দুই ভাই মাসে প্রায় ১৯ হাজার টাকা করে বেতন পেতেন। খোকন যাত্রাবাড়ীতেই থাকতেন। আর খোকা মা-বাবা ও ছোট ভাইকে নিয়ে মহাখালীর সাততলা বস্তিতে থাকেন।

খোকা জানান, খোকন শুরু থেকেই আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন। ৫ আগস্টও আন্দোলনে যান তিনি। বেলা তিনটার দিকে তিনি ফোনে জানতে পারেন, খোকনের গুলি লেগেছে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ফটকের কাছে তাঁকে পান। কৃত্রিম শ্বাসনালি লাগিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় মিরপুরের সরকারি ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ১৫ আগস্ট থেকে খোকন ভর্তি আছেন বার্ন ইনস্টিটিউটে।

বাবা কিনা চন্দ্র বর্মণ রাজধানীর একটি হাসপাতালে শাকসবজি, মাছ-মাংস সরবরাহ করেন। এ কাজ করে তিনি মাসে পান ১০ হাজার টাকা। আর মা রীনা রানী দাস এক বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করে মাসে পান ছয় হাজার টাকা। খোকনের ছোট ভাই শুভ চন্দ্র বর্মণ চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। খোকন পড়েছেন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত।

কথা শেষ করে ফেরার আগে খোকন তাঁর বড় ভাই খোকার হাত ধরে শৌচাগারে যান। শৌচাগারে ঢোকার আগে বেসিনসংলগ্ন আয়নার দিকে তাকাতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন।

মুখের গর্তে যাতে মশা-মাছি ঢুকে না যায়, ধুলা-ময়লা ঢুকে না যায়, তাই সাদা গজ কাপড় দিয়ে নিজের মুখটি ঢেকে রাখেন খোকন। শৌচাগার থেকে ফেরার পথে তিনি বার্ন ইনস্টিটিউটের বারান্দায় দাঁড়ান। মুখ থেকে সাদা গজ কাপড় সরিয়ে গ্রিল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়ে থাকেন। তিনি কিছুটা উদাস হয়ে ঝাপসা চোখে আকাশ দেখার চেষ্টা করেন। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কি না, হয়তো তা ভাবছিলেন খোকন।

উজানের দেশগুলোর পানি-নদীর সঠিক তথ্য জানানো উচিত

কর্মশালায় রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রিজওয়ানা হাসান

মানবিক কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে পানির এবং নদীসংক্রান্ত সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য জানানো উজানের দেশগুলোর উচিত বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ দুর্যোগের সঙ্গে পানি ও নদীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই এসব তথ্য না পেলে দুর্যোগ মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আবহাওয়া-জলবায়ু-পানিসংক্রান্ত সেবার মান উন্নয়নের জন্য ‘হাইড্রো এসওএস বাংলাদেশ ও নেপাল (বেন-ই)’ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় এ কথাগুলো বলেন রিজওয়ানা হাসান। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ কর্মশালার আয়োজক ছিল বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ড।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশে আন্তসীমান্ত নদী রয়েছে ৫৭টি; এর মধ্যে একটি দেশের (ভারত) সঙ্গেই ৫৪ নদী। বাংলাদেশে বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় থেকে শুরু করে নানা দুর্যোগের সঙ্গে পানি বা নদীর বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা এখন সাম্প্রতিক বন্যার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে পানি ও নদীসংক্রান্ত তথ্যগুলো যদি উজানের দেশগুলো থেকে সঠিকভাবে পাওয়া যায়, তবে অনেক ধরনের দুর্যোগের ক্ষতি কমানো সম্ভব। আমরা হয়তো দুর্যোগ পুরোপুরি রোধ করতে পারব না; কিন্তু অন্তত ক্ষতিটা কমাতে পারি। আর তা কমাতে হলে উজানের দেশগুলোর কাছে থেকে পানি ও নদীসংক্রান্ত সঠিক তথ্য সঠিক সময় জানতে হবে। বৃষ্টি কতটা হচ্ছে, কী পরিমাণ হচ্ছে, বাঁধগুলো খুলে দেওয়া হবে কি না—এ-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য বাংলাদেশকে জানতে হবে। এ জন্য উজানের দেশগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। তারা যদি এসব তথ্য সঠিকভাবে দেয়, তবে আমাদের পক্ষে দুর্যোগ ও ক্ষতি অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।’

আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম; কমিটির সদস্য তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল বুধবার উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই কমিটি আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তা ও পরীক্ষণ করবে।

পেছাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিং

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। এবারও সেই তালিকা প্রকাশ করেছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৫’-এ আছে বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। তবে তালিকায় বাংলাদেশের পাবলিক ও বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গতবারের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

২০২৪-এর তালিকায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষে ছিল বেসরকারি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। গতবারের তালিকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থাকলেও এবার আছে অষ্টম স্থানে। বৈশ্বিকভাবে ১০০১-১২০০তম অবস্থানে আছে দেশের এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অবস্থান। আগের র‍্যাঙ্কিংগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও এবার সেরা ১০-এও নেই। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১১তম এবং বৈশ্বিকভাবে ১০০১-১২০০তম অবস্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গত বছরের টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয়।

অনুপ্রবেশের সময় ৩৭ রোহিঙ্গা আটক | মিয়ানমার থেকে সাগরপথে অনুপ্রবেশের সময় কক্সবাজারের টেকনাফে ৩৭ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ। প্রতিনিধি, টেকনাফ, কক্সবাজার

ডিমের দাম কমেছে আমদানির খবরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৪০ টাকা ৪০ পয়সা। যদিও চার-পাঁচ দিন আগে খুচরা পর্যায়ে এক ডজন ডিম কিনতে ১৮০-১৯০ টাকা লাগত। ডিমের পাশাপাশি ব্রয়লার মুরগির দামও চড়া। গতকাল প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হয়েছে ১৯০-২০০ টাকায়।

নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস ডিম ও ব্রয়লার মুরগি। কিন্তু উচ্চ দামের কারণে ডিম-মুরগি কিনতেও মানুষ হিমশিম খাচ্ছেন। দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে। আমদানিতে শুল্ক কমানোর সুপারিশও এসেছে। সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে বাজার তদারকি।

তবে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সরকারের এসব পদক্ষেপে ডিমের দাম কিছুটা কমলেও তা হবে সাময়িক। ডিমের দাম ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হলে ডিমের উৎপাদন খরচ কমানো ও সিন্ডিকেটকারীদের (অসাধু জোট) বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

দুই বছর ধরে দাম চড়া

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে দেখা গেছে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ডিমের দাম বছরজুড়ে ডজন ৮০ থেকে ১১০ টাকার মধ্যে ছিল। যুদ্ধ শুরুর ছয় মাসের মাথায় ডিমের দাম বেড়ে ১২৫-১৩৫ টাকা হয়, যা গত বছরের শেষ নাগাদ ১৫০-১৬৫ টাকায় পৌঁছায়। এরপর অনেকটা কাছাকাছি দামেই ডিম বিক্রি হয়ে আসছিল। যদিও সম্প্রতি এই দাম ১৮০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

ডিম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও ছোট খামারিরা জানান, দেশের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক বন্যার কারণে পোলট্রি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ডিমের সরবরাহ কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে দামে। তবে ডিম উৎপাদনে পরিপূরক অন্যান্য খাদ্যপণ্যের উচ্চ দামকে ডিমের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে জানান তাঁরা। বাংলাদেশ এগ প্রোডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাহের আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে ডিম উৎপাদনের পরিপূরক খাদ্যপণ্যের দাম কয়েক গুণ বেড়েছে। ডিম উৎপাদন খরচ না কমলে ডিমের দামও কমবে না।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুরগির ডিম উৎপাদন খরচের ৮০-৮৫ শতাংশ যায় পোলট্রি খাদ্যের দামের পেছনে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বেড়ে যাওয়া পোলট্রি খাদ্যের দাম এখন কমেছে। তবে কমেনি ডিমের দাম। যদিও খাদ্য উৎপাদনকারীরা বলছেন, মার্কিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে খাদ্যের দাম কমনো সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করেও ডিমের দাম বাড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ অনেক খামারির। প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, ঢাকাকেন্দ্রিক একটি চক্র ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই ইচ্ছেমতো দাম বাড়ায়। এতে ক্ষুদ্র খামারিরা সঠিক দাম পান না। আর ক্রেতারাও বেশি দামে ডিম কেনেন।

কী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

সরকারের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। গত সেপ্টেম্বরে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ অবস্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। যেমন ১৬ সেপ্টেম্বর ফার্মের মুরগির ডিম এবং ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম নির্ধারণ করে দেয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। বেঁধে দেওয়া দাম অনুসারে, খুচরা পর্যায়ে প্রতি ডজন ডিমের দাম হওয়ার কথা ১৪২ টাকা। তবে গতকালও বাজারে ১৫০-১৭০ টাকা দরে ডিম বিক্রি হয়েছে।

বাজারে সরবরাহ-ঘাটতি মেটাতে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এ অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর আগে গত মাসেও এক দফায় ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছিল সরকার। তবে বাজারে এর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবে, দেশে প্রতিদিন পাঁচ কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে।

অন্যদিকে বর্তমানে ডিম আমদানিতে ৩৩ শতাংশ শুল্ক-কর রয়েছে। ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি ও বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই শুল্ক-কর সাময়িকভাবে প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে ট্যারিফ কমিশন।

এ ছাড়া ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি তদারকের জন্য সোমবার বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দেয় সরকার। দেশের সব জেলা পর্যায়ে এ টাস্কফোর্স আলাদাভাবে কাজ করবে। এ ছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরও নিয়মিত বাজারে অভিযান পরিচালনা করছে।

তবে অভিযান কোনো সমাধান নয় উল্লেখ করে তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আমানত উল্লাহ বলেন, অভিযান ও জরিমানার ভয়ে ডিমের দাম কমিয়েছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা। এভাবে বেশি দিন দাম কমিয়ে রাখা যাবে না। ভয়ে অনেকে ডিম বিক্রি কমিয়ে দিয়েছেন। এতে আবার বাজারে সরবরাহ কমেছে।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী জহিরুল ইসলাম বলেন, 'বেশি দামের কারণে পছন্দের মাছ-মাংস কিনে খেতে পারি না। এ জন্য নিয়মিত ডিম-মুরগিই কেনা লাগে। কিন্তু এ পণ্য দুটি কিনতেও হিমশিম খেতে হয় আমাদের।'

বাজার সামলাতে হিমশিম অবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজারে টাকার সরবরাহ কমিয়ে আনার নীতি গ্রহণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ৫ সেপ্টেম্বর পেঁয়াজ ও আলু আমদানিতে শুল্ক-কর কমানো হয়। পদক্ষেপ এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। ফলে বেড়ে যায় আরও কিছু পণ্যের দাম। এরপর গতকাল চিনির শুল্ক-কর কমানো হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়।

সরকারের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকারের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সম্প্রতি ভোজ্যতেল ও ডিমের ওপরও শুল্ক-কর কমানোর সিদ্ধান্ত হয়। শিগগিরই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে।

অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে। একটু সময় লাগবে।

আমদানি কমেছে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাবে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি ৯ শতাংশ কমেছে। আগের অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে আমদানি হয়েছিল ৫ লাখ ৫৩ হাজার টন সয়াবিন ও পাম তেল। এ বছর তা ৫৩ হাজার টন কম।

ভোজ্যতেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পাম তেল। গত তিন মাসে ৩ লাখ ৩২ হাজার টন পাম তেল আমদানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ কম।

দেশের কিছু কিছু মিল কর্তৃপক্ষ সয়াবিনের বীজ আমদানি করে তা থেকে তেল উৎপাদন করে। তিন মাসে সয়াবিনের বীজ আমদানি ২২ শতাংশ কমে ২ লাখ ৩৮ হাজার টনে নেমেছে।

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) হিসাবে, খুচরা বাজারে খোলা পাম তেলের দাম এক মাসে প্রতি লিটারে ৯-১০ টাকা বেড়ে ১৪০-১৪৪ টাকা হয়েছে। খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে ৩ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৫১-১৫৫ টাকা।

বিগত তিন মাসে অপরিশোধিত চিনি আমদানি হয়েছে ২ লাখ ৩৯ হাজার টন, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১ শতাংশ কম। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি কমার কারণ ভারত থেকে অবৈধ পথে চিনি আসে। অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর চোরাচালান কিছুটা কমেছে; কিন্তু আমদানি বাড়েনি। বিশ্ববাজারেও কিছুটা বাড়তি।

টিসিবির হিসাবে, বাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১২৫ থেকে ১৩৫ টাকায়, যা এক মাসে আগে ছিল ১২৫-১৩০ টাকা।

দাম কমাতে সরকার গতকাল অপরিশোধিত ও পরিশোধিত চিনির ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে। এনবিআর বলেছে, এতে আমদানি পর্যায়ে প্রতি কেজি অপরিশোধিত চিনির শুল্ক-কর ১১ দশমিক ১৮ টাকা এবং পরিশোধিত চিনির শুল্ক-কর ১৪ দশমিক ২৬ টাকা কমবে। উল্লেখ্য, এত দিন এক কেজি চিনিতে ৪৩ টাকা শুল্ক-কর দিতে হতো।

পেঁয়াজ আমদানিও কমেছে। গত তিন মাসে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার টন। গত বছর একই সময়ে আমদানি হয়েছিল সাড়ে তিন লাখ টন। পণ্যটির শুল্ক-কর কমানোর পরও দাম বেড়েছে কেজিতে ৫-১০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শুল্ক কমানোর পাশাপাশি সরবরাহ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দাম যাতে কমে, সে অনুযায়ী বাজারে নজরদারি দরকার।

আমদানি কমে যাওয়ার পেছনে কোনো কোনো শিল্পগোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়াকেও দায়ী করছেন আমদানিকারকেরা। তাঁরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে এস আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক থেকে সরকারি দরে ডলার কিনত। সাধারণ আমদানিকারকদের কিনতে হতো বাজারদরে, যা প্রতি ডলারে ৮-১০ টাকা বেশি। এতে বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। অন্য বড় গ্রুপগুলো আমদানি কমাতে বাধ্য হয়। বিএসএমের মতো ভোগ্যপণ্য আমদানিতে একসময় শীর্ষ পাঁচে থাকা গ্রুপ এখন বাজার থেকে ছিটকে পড়ে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দু-একটি শিল্পগোষ্ঠীর আমদানি কমেছে। এনবিআরের তথ্য বলছে, গত অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এস আলম গ্রুপ পণ্য আমদানি করে দুই লাখ টন। চলতি বছর একই সময়ে গ্রুপটি আমদানি করেছে ৮৩ হাজার টনে। বসুন্ধরা গ্রুপের আমদানি ১ লাখ ১০ হাজার টন থেকে কমে হয়েছে ৫০ হাজার টন।

ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক বিএসএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল বশর চৌধুরী বলেন, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও অসম প্রতিযোগিতায় পড়ে তাঁরা আমদানি কমাতে বাধ্য হয়েছেন। এখন সবার জন্য ডলারের দাম একই রকম থাকলে অনেকেই বাজারে সক্রিয় হবেন।

সরকার পরিবর্তনের পর এস আলম গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ ও বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালকদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই), সিটি গ্রুপ এবং টি কে গ্রুপের মতো বড় শিল্প গ্রুপের ভোগ্যপণ্য আমদানি, পরিশোধন ও উৎপাদনের সক্ষমতা দেশি চাহিদার তুলনায় বেশি। তারা সক্রিয় থাকলে বাজারে সংকট হবে না।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আবার আমরা আমদানি বাড়াচ্ছি। সংকটের কারণে দাম বাড়ার সুযোগ থাকবে না।'

বিশ্ববাজারে দাম বাড়ছে

বিশ্ববাজারে ভোজ্যতেল, চিনি, গম, মসুর ডালসহ কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে গমের দাম বেড়েছে প্রতি টনে ১৩ থেকে ১৯ ডলার। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, মসুর ডাল আমদানিতে প্রতি টনে খরচ পড়ত ৬৩০-৬৪০ ডলার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬৮০-৬৯০ ডলার। অবশ্য গম ও মসুর ডালের আমদানি অনেকটাই বেড়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আমদানি ব্যয় যতটা বেড়েছে, তার চেয়ে দাম বাড়ছে বেশি। যেমন পাম তেল আমদানিতে লিটারে খরচ বেড়েছে সাড়ে ছয় থেকে সাত টাকা। তবে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে পাম তেলের দাম বেড়েছে লিটারে ১৯ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রত্যাশা ছিল, তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি, বরং নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল, শুরুতে তা দেখা যায়নি। এখন কিছু পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার আরও ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য মুদ্রা ও রাজস্বনীতি এবং কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার।

জামিন পেলেন এম এ মান্নান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সুনামগঞ্জ*

এম এ মান্নান

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নান জামিন পেয়েছেন। সুনামগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিন গতকাল বুধবার দুপুরে শুনানি শেষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে একই আদালতে এম এ মান্নানের জামিন শুনানির সময় আইনজীবীদের দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল হয়। এর এক পর্যায়ে বিচারক এজলাস থেকে নেমে যান। পরে দুপুরে আবার জামিন শুনানি শুরু হয়। শুনানি শেষে বেলা আড়াইটার দিকে বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

এম এ মান্নানের পক্ষে আদালতে শুনানিতে অংশ নেওয়া জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবদুল হামিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বয়স ও অসুস্থতা বিবেচনা করে এম এ মান্নানকে জামিন দিয়েছেন আদালত। আদালত থেকে তাঁর মুক্তির আদেশ প্রথমে পাঠানো হবে সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে। এই কারাগার থেকে সেটি পাঠানো হবে সিলেট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতালে। এরপর সেখান থেকে তিনি মুক্তি পাবেন।'

গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে শান্তিগঞ্জের বাড়ি থেকে এম এ মান্নানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত শনিবার তিনি সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে জেলা সদর হাসাপাতালে এবং পরে সিলেট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার সকালে নেওয়া হয় এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে।

সাকিবের দুঃখ প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের সময় নীরব থাকা নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই সংকটকালীন সময়টাতে আমার সরব উপস্থিতি না থাকায় আপনারা যারা ব্যথিত হয়েছেন বা কষ্ট পেয়েছেন তাদের অনুভূতির জায়গাটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং এ জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের জায়গায় আমি থাকলে হয়তো এভাবে মনঃক্ষুণ্ন হতাম।'

রাজনীতিতে আসা নিয়েও নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 'আমি খুবই স্বল্প সময়ের জন্য মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলাম। আমার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াটা ছিল মূলত আমার জন্মস্থান অর্থাৎ আমার মাগুরার মানুষের উন্নয়নের জন্য সুযোগ পাওয়া। আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব ছাড়া নিজের এলাকার উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখাটা একটু কঠিন। আর আমার এই এলাকার উন্নয়ন করতে চাওয়া আমাকে সংসদ সদস্য হতে আগ্রহী করে।'

এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন সাকিব। তিনি জানান, ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটি খেলতে চান মিরপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসন্ন সিরিজে। কিন্তু হত্যা মামলার আসামি হওয়ায় তাঁর দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলতে পারা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

এ ব্যাপারে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ শুরু থেকেই বলছেন, সাকিবের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। ওদিকে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া একজন খেলোয়াড় হিসেবে সাকিবকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিলেও বলেছিলেন, সাকিবের বিরুদ্ধে জনমানুষের মনে ক্ষোভ থাকলে সেটা প্রশমনের উদ্যোগ তাঁকেই নিতে হবে। সাকিবকে রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করারও আহ্বান জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা।

এরপর গতকাল রাতে সাকিবের ওই পোস্ট দেন। শেষ টেস্টের আগে আরও একবার সেই সমর্থন চেয়েছেন সাকিব, 'আপনারা জানেন, খুব শিগগিরই আমি আমার শেষ ম্যাচটি খেলতে যাচ্ছি। আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আজকের সাকিব আল হাসান হয়ে ওঠা পর্যন্ত এই পুরো জার্নিটাকে ড্রাইভ করেছেন আপনারা। এই ক্রিকেটের গোটা গল্পটা আপনাদের হাতেই লেখা! তাই আমার শেষ ম্যাচে, এই গল্পের শেষ অধ্যায়ে, আমি আপনাদেরকে পাশে চাই। আমি আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিতে চাই।'

ধীরগতিতে কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত। বন্যাকবলিত এলাকায় খাবারের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। এতে পানিবাহিত রোগ ছাড়ানোর শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

গতকাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়, টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তিন জেলার ১৩ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এখনো পানিবন্দী ৬৩ হাজারের বেশি পরিবার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দুই লাখের বেশি। জেলা প্রশাসন ত্রাণসহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও দুর্গত এলাকায় ত্রাণসহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমায় শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নালিতাবাড়ীর চারটি ইউনিয়নে নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমছে। তবে ঝিনাইগাতী ও নকলায় এখনো অনেক মানুষ পানিবন্দী।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলায় বন্যার পানি ধীরগতিতে নামছে। গতকাল নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত হয়নি। কিছু এলাকায় অপরিবর্তিত আছে বন্যা পরিস্থিতি।

নেত্রকোনায় বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও মানুষের সংকট কাটেনি। মানুষ বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। তবে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির কারণে বেশির ভাগ মানুষকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন

আগামীর বাংলাদেশ

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে বিবিধ বিশৃঙ্খলার মাঝেও অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভাবনাটি হলো 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'। এ আকাঙ্ক্ষায় 'সংস্কার' শব্দটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার নিয়ে লিখেছেন সৌমিত জয়দ্বীপ

অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যেই সংস্কার অভিমুখে যাত্রা করেছে। এ লক্ষ্যে ছয়টি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং প্রতিটি কমিশনই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত দুটি কমিশনের দিকে নজর থাকবে বেশি। কেননা নিরঙ্কুশ সংসদীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থে বিগত সরকারগুলো এতটাই যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছে যে এগুলোর সংস্কার ছাড়া নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা অসম্ভব।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কেন প্রয়োজন

'কী প্রয়োজন' জানার আগে জানতে হয় তা 'কেন প্রয়োজন'। সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলে, ফ্রেমওয়ার্ক ধরে সমাধানে পৌঁছানো সহজ হয়। অভিজ্ঞতা বলে, বাংলাদেশে সমস্যাটির নাম 'নিরঙ্কুশ ক্ষমতাজনিত অগণতান্ত্রিকতা'। স্বাধীনতার পর যারাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 'উপভোগ' করেছে, তারাই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনআকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে।

পাকিস্তানের গণপরিষদ নির্বাচনে পাওয়া জনগণের ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার (অস্থায়ী) ও অস্থায়ী গণপরিষদ গঠন করে আওয়ামী লীগ। এরপর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এটাকে কাজে লাগিয়ে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল প্রবর্তন করা হয়।

পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর ১৫ বছর নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় ছিল একাধিক সামরিক সরকার। মাঝে শুধু ১৯৯১-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনটি (আদতে দুটি) সংসদীয় মেয়াদে বাংলাদেশে ক্ষমতার 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' ছিল। বলা যায়, তথাকথিত 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' বন্দোবস্তে এটাই স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে 'সোনালি দশক'; যদিও তাতে 'কলঙ্কতিলক' ছিল ছিয়ানব্বয়ের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন। তবু দশকটা ভালো ছিল, পরের সময়ের বিবেচনায়।

নতুন শতাব্দীর কোনো নির্বাচনেই আগের শতাব্দীর শেষ দশকের 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' আসেনি। ফলে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা পুরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই দোদুল্যমান করেছে। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানকে ব্যবহার করে তিনটি 'ভুয়া' ও 'জালিয়াতির' নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।

এই যে স্বৈরাচার তৈরির কাঠামো, তার 'বিষদাঁত' আমরা দেখে ফেলেছি। এই বিষদাঁত উপড়ে ফেলতেই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত জরুরি। সে লক্ষ্যেই প্রয়োজন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার : সংখ্যাগরিষ্ঠ বনাম বৃহদংশ

বাংলাদেশে নির্বাচনব্যবস্থায় যে বা যারা মোট প্রদত্ত ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তারাই বিজয়ী হয়। একে বলা হয় ফার্স্ট-পাস-দ্য-পোস্ট (এফপিটিপি) নির্বাচনপদ্ধতি। খুবই সাধারণ ও সরল একটি নিয়ম, যা আমজনতা সহজেই বুঝতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশেই এটি জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি।

জাতীয় বা সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদ্ধতিটি আসনভিত্তিক। এ পদ্ধতিতে লড়াইটা হয় নির্দিষ্ট প্রতীকে দাঁড়ানো ব্যক্তির বিপক্ষে ব্যক্তির। সুনির্দিষ্ট আসনে ব্যক্তি 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে' জিতলেই তা দল বা প্রতীকের কেন্দ্রীয় হিসাবের খাতায় যুক্ত হয়।

ফলে কোনো আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 'একমাত্র বিজয়ী' নির্ধারিত হয়ে গেলে বৃহদংশের ভোট একদমই অগুরুত্বপূর্ণ-অর্থহীন হয়ে ওঠে। নামে গণতান্ত্রিক হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক 'একমাত্র বিজয়ীর' চিন্তা পদ্ধতিটিই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের সহায়ক। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, প্রয়োজন বৃহদংশের মতের প্রতিফলন। 'একমাত্র বিজয়ী'র চেয়ে 'বহু বিজয়ী'র অংশগ্রহণ গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে বেশি।

বহুদলীয় গণতন্ত্র নাকি বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র

ব্যবহারিকভাবে 'বহুদলীয় গণতন্ত্র' একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত দিক। কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মানদণ্ড হলো 'ভোট, ভোট ও ভোট'। গণতন্ত্রের অন্যান্য চাবিকাঠির কথা সেভাবে উচ্চারিতও হয় না। শুধু ভোট-গণতন্ত্রই যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়, তাহলে 'বহুদলীয় গণতন্ত্রে'র চেয়ে উত্তম বিধান হলো 'বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র'। এ বিধান কেউই আমাদের এনে দিতে পারেনি এবং সংসদে বহু দলের অনুপস্থিতির অভাব বাংলাদেশে আমরা এই শতাব্দীতে হাড়ে-মজ্জায় টের পেয়েছি।

'বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর বহু দেশ এফপিটিপিকে খারিজ করে অন্যান্য নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনব্যবস্থা বা প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর), যা পৃথিবীর শতাধিক দেশে প্রচলিত আছে। পিআর সাধারণত তিন ধরনের—দলীয় তালিকা, মিশ্র সদস্য ও একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতি।

- সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানকে ব্যবহার করে তিনটি 'ভুয়া' ও 'জালিয়াতির' নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।
- নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য সংবিধান পুনর্লিখন অত্যন্ত জরুরি। এমন সংবিধান চাই, যেন রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবানের নয়, আপামর জনগণের হয়ে ওঠে।

মিশ্র সদস্য (মিক্সড মেম্বার) ও একক হস্তান্তরযোগ্য (সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল) ভোটপদ্ধতি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটু জটিল হবে। সহজ হতে পারে দলীয় তালিকা (পার্টি লিস্ট) পদ্ধতি, যেটি পিআর অনুসারী দেশগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশ দেশ ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির দুটি ধরন : বদ্ধ (ক্লোজড) ও মুক্ত (ওপেন) দলীয় তালিকাপদ্ধতি।

বদ্ধ পদ্ধতিতে প্রার্থীদের তালিকা দল থেকে আগাম র‍্যাংকিং (ক্রম) করে রাখা হয়। তাই ভোটাররা প্রার্থীকে নয়, সরাসরি দলকে ভোট দেন। দল জনপ্রিয় ভোটের (পপুলার ভোট) অনুপাতে যতগুলো আসন পায়, সেই আসনগুলো র‍্যাংকিংয়ের ক্রম অনুযায়ী আগাম মনোনীত প্রার্থীদের বরাদ্দ করা হয়। এর অর্থ হলো, ৩০০ আসনের তালিকা করে রাখলেও, যদি কোনো দল সংখ্যানুপাতে ১০০টি আসন পায়, তাহলে র‍্যাংকিংয়ের প্রথম ১০০ জন আসন বরাদ্দ পাবেন।

মুক্ত দলীয় পদ্ধতিতে দল প্রার্থীর নাম দেয়, তবে কোনো র‍্যাংকিং করে না। ভোটাররাই ব্যালটে উল্লেখিত নাম থেকে ঠিক করেন নির্দিষ্ট কনস্টিটিয়েন্সিতে তারা কাকে ভোট দেবেন। নির্দিষ্ট কনস্টিটিয়েন্সিতে প্রার্থী জিতুক বা হারুক, তার পাওয়া প্রতিটি ভোট দলের কেন্দ্রীয় হিসাবের খাতায় যুক্ত হয়। এভাবে সব কনস্টিটিয়েন্সি মিলিয়ে দল যতটি জনপ্রিয় ভোট পায়, তাদের আসনসংখ্যা সেই প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্ধারিত হয়।

পিআর পদ্ধতিতে বড় বা ছোট, যে দলেরই সমর্থক হোক, প্রতিটি ভোটারের ভোটই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বড় দলগুলোর পাশাপাশি ছোট দলগুলোও প্রাপ্ত জনপ্রিয় ভোটের সংখ্যানুপাতে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ৩০০ আসনের হিসাবে একটি দল প্রতি ০.৩৩% ভোটের বিপরীতে একটি আসন পাবে; যা প্রকৃতপক্ষেই 'বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে'র পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।

এই পদ্ধতি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তো দেয়ই না, সরকার গঠনের নিশ্চয়তাও দেয় না। বরং সরকার গঠনের ম্যাজিক নম্বর (১৫১) যদি দ্বিতীয় হওয়া দলটিও ছোট দলগুলোর সঙ্গে কোয়ালিশন করে ছুঁয়ে ফেলতে পারে, তাহলে তারাই বরং বৃহদংশ হিসেবে সরকার গঠন করবে।

এ জন্যই এ পদ্ধতি একাধিপত্যবাদী একদলীয় শাসনকে নাকচ করতে পারে। অথচ অতীতে দেখা গেছে সারা দেশে মাত্র ৪০ থেকে ৪১ শতাংশ জনপ্রিয় ভোট পেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনো দল বা জোট পুরো সংসদ তথা রাষ্ট্রে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। কিন্তু তাদের বিপরীতে সব দল মিলিয়ে জনপ্রিয় ভোট বেশি পেলেও বিরোধী দলগুলো সংসদে কোণঠাসা হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন দারুণ উদাহরণ হতে পারে। ২০০১ সালে বিএনপি ৪০ দশমিক ৯৭ শতাংশ জনপ্রিয় ভোটে পেয়েছিল ১৯৩টি, বিপরীতে ৪০ দশমিক ১৩ শতাংশ ভোটে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৬২টি আসন। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ৪৯ শতাংশ ভোটে ২৩০টি, বিপরীতে ৩৩ দশমিক ২০ শতাংশ ভোটে বিএনপি আসন পেয়েছিল ৩০টি।

অন্যদিকে সংসদীয় নির্বাচনী গণতন্ত্রের 'সোনালি দশকে' ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটে পেয়েছিল ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৩০ দশমিক ০১ শতাংশ ভোটে পেয়েছিল ৮৮টি আসন। ১৯৯৬ সালের জুনের সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ ভোটে পেয়েছিল ১৪৬টি, বিপরীতে বিএনপি ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ ভোটে পেয়েছিল ১১৬টি আসন।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য উন্নত বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র এনে দিতে পারে, তা বোধ হয় আর না বললেও চলে!

পিআর ও বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে দ্বিকক্ষীয় সংসদ

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) নির্বাচনব্যবস্থা তথা বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও জবাবদিহিমূলক করতে পারে দ্বিকক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থা। মালদ্বীপ বাদে উপমহাদেশের সব দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে দ্বিকক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থা চালু আছে।

অথচ এতে বিপুল জনসংখ্যার ক্ষুদ্রায়তনিক বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তাও করতে পারেনি। এমনকি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাওয়ার পরও পারেনি, যখন কিনা তাদের সুযোগ ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও টেকসই করার। গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদের উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ চালু এখন পরিবর্তিত সময়েরই চাহিদা।

বিভিন্ন দেশের চালু প্রথা মোতাবেক, নিম্নকক্ষের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তবে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের হরেকরকম তরিকা আছে। আমরা মনে করি, নিম্নকক্ষের যাবতীয় আইন ও বিল পাসকে জবাবদিহির আওতায় আনতে উচ্চকক্ষে সমাজের সর্বস্তরের পেশাজীবী-নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। আর এই প্রতিনিধি নির্বাচনে বাংলাদেশে ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থাও চালু করা প্রয়োজন।

প্রদেশ, প্রাদেশিক সরকার ও উচ্চকক্ষ

ফেডারেল ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে চার-পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন উত্তরাঞ্চল (রাজশাহী-রংপুর বিভাগ), মধ্যাঞ্চল (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ), পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগ) এবং দক্ষিণাঞ্চল (খুলনা-বরিশাল-প্রস্তাবিত পদ্মা বিভাগ)। রাজধানীকে 'ইউনিয়ন ক্যাপিটাল টেরিটরি' হিসেবে পঞ্চম 'প্রদেশ' গণ্য করা যেতে পারে। প্রাদেশিক সরকার গঠন হতে পারে উপজেলাভিত্তিক আসনবণ্টনের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে উপজেলা-জেলা পরিষদ বাতিল করে স্থানীয় সরকারকে পৌরসভা ও ইউনিয়নের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পৃথিবীর বহু দেশে উচ্চকক্ষ কখনো বিলুপ্ত হয় না এবং কক্ষের একটি নির্দিষ্টসংখ্যক আসন ২ থেকে ৩ বছর পরপর শূন্য করে ফের বিধি অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। বাংলাদেশে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হবেন, তাতে ফেডারেল সরকার প্রদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

কোথাও কোথাও উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। উচ্চকক্ষ সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছেই জবাবদিহি করে। বাংলাদেশে প্রাদেশিক গভর্নর নন, প্রাদেশিক জবাবদিহির মূল কেন্দ্র হবেন রাষ্ট্রপতি। অর্থাৎ সংসদের উচ্চকক্ষের পাশাপাশি প্রাদেশিক পরিষদের প্রধানও হবেন রাষ্ট্রপতি। সব মিলিয়ে ক্ষমতাকাঠামোর এক চমৎকার ভারসাম্য ঘটতে বাধ্য।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

ওয়েস্ট মিনস্টার পদ্ধতির সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশে বিগত রেজিম সংবিধান কাটাছেঁড়া করে প্রধানমন্ত্রীকে 'হীরকরাজা' বানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে করেছে পুতুলসদৃশ। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতি কতটা ক্ষমতা পাবেন, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে ক্ষমতার ভারসাম্যের স্বার্থেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়ন জরুরি। সে ক্ষেত্রে সরকারের 'পুতুল' হিসেবে সংসদ থেকে নয়, রাষ্ট্রপতি যদি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, তাহলে কী দাঁড়াবে? আধা সংসদীয়, আধা রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা কি গ্রহণযোগ্য হবে?

সাংবিধানিক ক্ষমতা ও শেষ কথা

নিম্নকক্ষের ৫ বছর মেয়াদের বিপরীতে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ যদি ৪ বা ৬ বছর হয় এবং স্থায়ী উচ্চকক্ষ ও প্রাদেশিক পরিষদ যদি তার অধীনে থাকে, তাহলে সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমাদের আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও হয়তো প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশনাররাও যদি রাজনৈতিক সরকারের নিয়োগকৃত না হয়ে উচ্চকক্ষের ভোটে নির্বাচিত হন, তাহলে এই পুরো ব্যবস্থাটিই কি একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়? এহেন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য সংবিধান পুনর্লিখন অত্যন্ত জরুরি। এমন সংবিধান চাই, যেন রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবানের নয়, আপামর জনগণের হয়ে ওঠে।

● **ড. সৌমিত জয়দ্বীপ** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

চাই মানসিক স্বাস্থ্যসহায়ক কর্মপরিবেশ

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. আবদুল্লাহ আল-মামুন
পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস আজ ১০ অক্টোবর। এই দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি এবং কুসংস্কার কমিয়ে মানুষের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ও রোগ বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা।

মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে দরকার একটি সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ। কাজে ব্যস্ত থাকলে মানুষের মন ভালো থাকে। আবার মন সুস্থ থাকলে কর্মজীবন হয় আনন্দমুখর। কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকলে যেমন মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কর্মদক্ষতা বিঘ্নিত হয়। এ বছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর্মস্থলে মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এখনই সময়।'

মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে দরকার একটি সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ।

বেকারত্ব যেমন নানা মানসিক সমস্যার জন্য দায়ী, কর্মস্থলের নানা নেতিবাচক বিষয়ের কারণেও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। অত্যধিক কাজের চাপ, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের সমন্বয়হীনতা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ যেমন নিরাপত্তাহীনতা, সহকর্মীদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, একে অন্যকে নীচু করে দেখানোর প্রবণতা, কাজের যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়া, চাকরি হারানোর আশঙ্কা ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নারী কর্মজীবীদের জন্য নিরাপত্তাহীনতা আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। এসব সমস্যার কারণে মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও চাপজনিত রোগ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ সালে দেশে জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানসিক রোগাক্রান্তের হার ১২ দশমিক ৬।

মানসিক স্বাস্থ্যসহায়ক পরিবেশ

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসহায়ক পরিবেশ দরকার।

- কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- কর্মীদের সাফল্যকে উৎসাহিত করা এবং তাদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া। প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।
- নিয়মিত কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করে উন্নতির জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া।
- পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে, সেটার সঠিক বাস্তবায়ন করা।
- কর্মীদের প্রাপ্য ছুটি উপভোগ ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা।
- প্রত্যেকের মানসিক চাপ মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। সে জন্য কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ মোকাবিলার বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা নিয়োগ করা যেতে পারে।
- কর্মীদের মানসিক সমস্যা বা রোগ থাকলে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মীদের চিকিৎসাবিষয়ক গোপনীয়তা রক্ষার্থে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা, সেমিনার এবং অন্যান্য গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :** মুখের ইলেকট্রিক শক ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া

১৮ বছর বয়সে ১৪ পর্বত জয়ের রেকর্ড

বিচিত্র

এএফপি

পর্বতারোহীরা আজীবন যে স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়ান, মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেই স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলেছেন নেপালের নিমা রিনজি শেরপা। গতকাল বুধবার সকালে তিনি তিব্বতের ৮ হাজার ২৭ মিটার উঁচু শিশা পাংমা পর্বতের চূড়ায় পৌঁছান। এর মধ্য দিয়ে এই তরুণ সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চতার ১৪টি পর্বতের সবই জয় করলেন।

নিমা রিনজি। ছবি : এএফপি

এই ১৪টি পর্বতের সব কটির উচ্চতা ৮ হাজার মিটারের বেশি। এসব পর্বতকে একসঙ্গে 'আট হাজারি' পর্বতশৃঙ্গ বলা হয়। নিমা রিনজির বাবা তাশি শেরপা এএফপিকে বলেছেন, 'সে আজ সকালে চূড়ায় পৌঁছেছে। সে খুব ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং আমি জানতাম যে সে এটা পারবে।'

আট হাজারের বেশি উচ্চতার এসব পর্বত জয় করতে পর্বতারোহীদের 'ডেড জোন' বা ভয়ংকর এলাকা পার হতে হয়। ডেড জোনের বাতাসে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থাকে না। শিশা পাংমা পর্বত জয়ের পর এক বিবৃতিতে নিমা বলেন, 'এই জয় শুধু আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছানো নয়, বরং এই জয় ওই সব শেরপার জন্য, যাঁরা বহুদিন ধরে প্রথার নামে চাপিয়ে দেওয়া সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে স্বপ্নের পেছনে ছোটার সাহস দেখিয়েছেন। পর্বতারোহণ শুধু শ্রমসাধ্য নয়, বরং এর থেকে বেশি কিছু। এটা আমাদের দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ।'

নিমা যাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন তিনিও একজন নেপালি, নাম মিংমা গিয়াবু 'ডেভিড' শেরপা। ২০১৯ সালে ৩০ বছর বয়সে তিনি এই রেকর্ড গড়েছিলেন। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালায় অবস্থিত, যা নেপাল, চীন, ভারত ও পাকিস্তানে বিস্তৃত। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের এমন অভিযান পর্বতারোহীদের জন্য বিশাল মর্যাদার।

নিমা আগেও একাধিক রেকর্ড গড়েছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতগুলোয় আরোহণ শুরু করেন। ২০২২ সালের আগস্টে তিনি মাউন্ট মানাসলু (৮ হাজার ১৬৩ মিটার) জয় করে নিজের লক্ষ্যের পেছনে যাত্রা শুরু করেন। এরপর তিনি একে একে জয় করেন এভারেস্ট, লোৎসে, নাগা পর্বত, গাশারব্রুম ১, গাশারব্রুম ২, ব্রড পিক, কে টু, ধৌলাগিরি, চো ওয়ু, অন্নপূর্ণা, মাকালু।

চলতি বছরের জুনে নিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে নিজের লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছে যান। শিশাপাংমা জয় করে স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছান তিনি। নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিমা নুরু শেরপা বলেছেন, 'নিমার এ জয় দেশের জন্য দারুণ গর্বের। সে সব প্রথা ভেঙে এগিয়ে গেছে। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। নিমার সাফল্য এই বার্তাই দিয়েছে।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮৯

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

অ্যাসিডিটির কারণে বুকব্যথা হতে পারে?

ভয় বা আতঙ্ক থেকেও বুক চেপে আসে বা ব্যথা করতে থাকে।

হ্যাঁ, হতে পারে। খাদ্যনালির সমস্যা, পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর অ্যাসিড ওপরে উঠে আসার কারণে বুকব্যথা হয় অনেকেরই। এ ধরনের ব্যথা সাধারণত পাঁজরের নিচে হয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

	১		২			৩	৪
৫					৬		
৭		৮		৯		১০	
১১							
				১২			১৩
	১৪		১৫			১৬	
১৭					১৮		
			১৯				

বাঁ থেকে ডানে : ১. দরজা, জানালা প্রভৃতি বন্ধ করার খিল। ৩. স্তর। ৫. বাজনা। ৭. সোজা, বরাবর। ৯. সব দিক। ১১. চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। ১২. নিষ্ফল। ১৫. শৈবালজাতীয় একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ। ১৬. ৩০ দিন। ১৭. মৎস্যভুক একপ্রকার সুদর্শন পাখি। ১৯. শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বাতাসের তরঙ্গ।

ওপর থেকে নিচে : ১. ছেদন বা কর্তন করা হচ্ছে এমন। ২. অল্প পরিমাণ। ৪. ঘনীভূত। ৫. একপ্রকার সুগন্ধি চাল। ৬. জলদি। ৮. স্বামীর বোন। ৯. মেঝে, দেয়াল প্রভৃতিতে অঙ্কিত চিত্রকলা। ১০. ঘর্মাক্ত হওয়া। ১৩. আমোদ-প্রমোদ। ১৪. ভেষজ। ১৫. ট্যাংরাজাতীয় বড় মাছ। ১৮. অভিমত।

গত সমস্যার সমাধান

আ	জা	নু	ল	ম্বি	ত		সা
	না		জ্জা		হ	ন্ত	ব্য
বা	জা	র		ছ	বি		স্ত
	নি		ভো		ল	গি	
নী		নি	জ	স্ব		রি	ফু
প	রি	ধি		প্র	লা	প	
	ক		ঠ	কা		থ	ই
প্র	শা	খা		শ	সা		ষ্ট

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

বিচক্ষণতা আমাদের মধ্যে যখন আসে, তখন তা খাটিয়ে ভালো কিছু করার সময় আর থাকে না।

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
কলাম্বিয়ান লেখক (১৯২৭-২০১৪)

সুডোকু

			9	4		1	3	
1	7	6	8				9	4
	4				5		8	
			4					3
		2				9		
4					9			
	9		2				1	
3	1				6	7	2	8
	2	8		7	1			

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

7	5	1	4	8	6	3	9	2
6	2	4	1	3	9	8	7	5
3	9	8	2	7	5	1	4	6
9	1	3	8	4	2	6	5	7
4	8	2	5	6	7	9	1	3
5	6	7	3	9	1	2	8	4
8	3	9	7	2	4	5	6	1
2	7	5	6	1	8	4	3	9
1	4	6	9	5	3	7	2	8

কৌতুক

মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের লোকজন অভিযান চালাচ্ছে তেলের দোকানে দোকানে।
ভেজাল তেলের এক ব্যবসায়ীর মাথায় হাত।
কর্মচারীকে ডেকে বললেন, '৩০ টিন তেল মাটির নিচে লুকায় রাখ। জলদি!'
ঘণ্টাখানেক পর ওই কর্মচারী ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে।
হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, '৩০ টিন তেল তো মাটির নিচে লুকাইলাম, এখন তেলের খালি টিনগুলা কোথায় রাখব?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

টিচাররা তো আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওনারা আমাকে আবার ডাস্টার পরিষ্কার করতে দিয়েছেন।

এটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার!
ঠাস ঠুস ঠুক ঠাক

বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা | বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আদালতের। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

এবি পার্টি

পদত্যাগ করেননি বললেন সোলায়মান

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি) আহ্বায়কের পদ ছেড়ে দেওয়া এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেননি। এবি পার্টির চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আহ্বায়কের পদ ছেড়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সোলায়মান চৌধুরী প্রথম আলোকে এ কথা বলেন। আগামী ডিসেম্বরে এবি পার্টির কেন্দ্রীয় সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। সোলায়মান চৌধুরী বলেন, 'আমি এবি পার্টির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করব। নির্বাচনকে পক্ষপাতমুক্ত রাখার জন্য আহ্বায়কের পদ ত্যাগ করেছি। এখন কাউন্সিলররা আমাকে ভালো মনে করলে ভোট দেবেন।' গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে সোলায়মান চৌধুরী নিজের ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট একটি স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগের কথা জানান।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঝুঁকি চলন্ত গাড়ির মাঝ দিয়ে সড়ক পার হচ্ছে একটি পরিবার। এ সময় বাসচালকের দিকে হাত উঁচিয়ে থামতে ইশারা দিচ্ছে শিশুটি। গতকাল বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে। ছবি : জাহিদুল করিম

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

মাসখানেকের মধ্যে বিচার শুরুর আশা আইন উপদেষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সম্ভবত এক সপ্তাহের মধ্যে পুনর্গঠন হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, 'এখানে বিচার করার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করছি, ফুল স্কেলে বিচার হয়তো মাসখানেকের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে।'

প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের বিচারপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন আইন উপদেষ্টা। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেগুলোর বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্তের কথা এর আগেই জানিয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা।

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে আসেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সাক্ষাৎ শেষে বিকেলে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'বিচার বিভাগের যেসব সমস্যা হচ্ছে, আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতার প্রয়োজন, সেগুলো নিয়ে কথা হয়েছে। আর অভিযোগ যেগুলো আসছে, কিছু কিছু বিচারকের বিরুদ্ধে এটি অবগত করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা অবগত আছি। ওনারাও অবগত আছেন।'

শপথ নিলেন নতুন ২৩ জন বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নতুন নিয়োগ পাওয়া ২৩ জন অতিরিক্ত বিচারক শপথ নিয়েছেন। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। নতুন ২৩ বিচারপতির শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াল ১০১ জনে।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞার সঞ্চালনায় শপথ অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে ২৩ জনের নিয়োগ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ২৩ জনের মধ্যে ৬ জন সিনিয়র জেলা জজ (অবসরপ্রাপ্ত) ছিলেন। তাঁরা হলেন মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, মো. মনসুর আলম, সৈয়দ জাহেদ মনসুর, কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা ও মো. যাবিদ হোসেন। সিনিয়র জেলা জজ মো. আবদুল মান্নান অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। সাতজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁরা হলেন কাজী ওয়ালিউল ইসলাম, আইনুন নাহার সিদ্দিকা, নাসরিন আক্তার, সাথিকা হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন, শেখ তাহসিন আলী ও ফয়েজ আহমেদ। অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন আইনজীবী। তাঁরা হলেন মুবিনা আসাফ, তামান্না রহমান, মো. শফিউল আলম মাহমুদ, মো. হামিদুর রহমান, মো. তৌফিক ইনাম, ইউসুফ আবদুল্লাহ সুমন, মো. সগীর হোসেন, শিকদার মাহমুদুর রাজী ও দেবাশীষ রায় চৌধুরী।

সংস্কার কমিশনের প্রধানরা পাবেন আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মর্যাদা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছয় সংস্কার কমিশনের প্রধানেরা আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন। বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

এ ছাড়া এসব কমিশনের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত নেই, তাঁরা কমিটির প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ হাজার টাকা সম্মানী পাবেন। আর যাঁরা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত, তাঁরা কমিটির প্রতিটি সভার জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে পাবেন। অবশ্য কমিশনপ্রধান বা কোনো সদস্য অবৈতনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাইলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে না চাইলে, তা প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করতে পারবেন।

৩ অক্টোবর নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এরপর ৬ অক্টোবর সংবিধান সংস্কার কমিশনের কমিশন গঠন করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শও নেওয়া হবে

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার

গতকাল নির্বাচন ভবনে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাচনসংক্রান্ত সব আইনকানুন, বিধিবিধান, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ ও প্রস্তাবও নেওয়া হবে। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করতেই এটি করা হবে।

গতকাল বুধবার দুপুরে নির্বাচন ভবনে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এ বৈঠক করে কমিশনটি। এটি এই কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠক।

এক প্রশ্নের জবাবে বদিউল আলম বলেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ ও প্রস্তাবও নেওয়া হবে। তবে কোন পদ্ধতিতে এটি হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। একাধিক পদ্ধতি থাকতে পারে বলে তিনি জানান।

এ সময় বদিউল আলম বলেন, নির্বাচনের সঙ্গে সংবিধান, অনেকগুলো আইন ও বিধিবিধান যুক্ত। সংবিধানে নির্বাচনসংক্রান্ত যেসব বিধান আছে, প্রথমে সেগুলো পর্যালোচনা করা হবে। এ ছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ (আরপিও) সব কটি বিধিবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে। সেখানে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন দরকার কি না, তা দেখা হবে। তারপর প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হবে।

নির্বাচন কমিশন ছাড়া নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে উল্লেখ করে কমিশনের প্রধান বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে নিরপেক্ষ ও কার্যকর করা যায়, সঠিক ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া যায়, এ বিষয়েও সুপারিশ করার চেষ্টা করবে সংস্কার কমিশন।

সংস্কারের বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গেও যতটুকু সম্ভব আলাপ-আলোচনা করা হবে জানিয়ে বদিউল আলম বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনপদ্ধতিও পর্যালোচনা করবে কমিশন। পার্শ্ববর্তী দেশের কিছু অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের ৪১৬ কোটি টাকা লেনদেন

ব্যাংক হিসাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের ৬০ কোটি ৫৫ লাখ ৯৯ হাজার ১৫৬ টাকার অবৈধ সম্পদের খোঁজ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পাশাপাশি তাঁদের নামে ৩৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪১৬ কোটি ৭৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯ টাকা লেনদেনেরও তথ্য পাওয়া গেছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও লেনদেনের অভিযোগে মামল করেছে দুদক।

দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, অনুসন্ধানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান, তাঁদের ছেলে সাফি মুদ্দাসির খান, মেয়ে সাফিয়া তাসনিম খানের অবৈধ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে।

এদিকে দুদকের অনুসন্ধানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব মো. মনির হোসেনের ১৮ কোটি ৮২ লাখ ৫৬ হাজার ১৪২ টাকার অবৈধ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১২টি ব্যাংক হিসাবে ৩১ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ৮৩৪ টাকা অবৈধ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধেও মামলা করেছে দুদক।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে আসাদুজ্জামান আত্মগোপনে রয়েছেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউয়ের নির্দেশে গত ১৩ আগস্ট আসাদুজ্জামান খান কামাল, তাঁর স্ত্রী, পরিবার ও তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত আরও একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রমজান মিয়া

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রাজধানীর গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন রমজান মিয়া জীবন (২৬) নামের এক তরুণ। এর পর থেকে তিনি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল বুধবার তিনি মারা গেছেন।

রমজান মিয়ার চাচা মো. রোমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫ আগস্ট সকালে গুলিস্তান এলাকায় রমজান আহত হন। ওই দিন দুপুরে তাঁর মুঠোফোন থেকেই পরিবারকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন একজন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে রমজানকে আহত অবস্থায় পান। তাঁর মাথায় গুরুতর জখম ছিল। আহত হওয়ার পর থেকেই তাঁর জ্ঞান ছিল না। সর্বশেষ হাসপাতালের আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রোমান আরও বলেন, রমজান পুরান ঢাকার আলুবাজার এলাকায় একটি জুতা তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর পরিবার থাকত মিরপুর এলাকায়। সেদিনও বাসায় যাওয়ার কথা বলে কারখানা থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। রমজানের স্ত্রী সাহারা খাতুন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, রমজান মিয়ার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

পরিদর্শনে গিয়ে নাগরিক কমিটি

পূজামণ্ডপ মনে হচ্ছে না, দলীয় কার্যালয় বলে মনে হচ্ছে

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

রাজধানীর শ্রীশ্রী রমনা কালীমন্দির ও শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমে দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যরা। পরিদর্শন শেষে কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আজকে রমনা কালীমন্দিরে এসে এটিকে কোনো পূজামণ্ডপ মনে হচ্ছে না। এটিকে একটি দলীয় কার্যালয় বলে মনে হচ্ছে।'

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসংলগ্ন রমনা কালীমন্দিরে আসেন জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে প্রথমে মন্দিরের পরিচালনা পরিষদের কার্যালয়ে যান তাঁরা। সেখানে এই মন্দিরের পূজা পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক অপর্ণা রায় দাসের সঙ্গে মতবিনিময় করেন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র সামান্তা শারমিনসহ অন্য সদস্যরা।

ঢাকার দিয়াবাড়ি থেকে সাবেক সংসদ সদস্য সোহরাব গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কিশোরগঞ্জ-২ (পাকুন্দিয়া-কটিয়াদী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোহরাব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র‍্যাব।

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানানো হয়, সোহরাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার নির্দেশ, হামলা ও অর্থ জোগানের অভিযোগে রয়েছে।

র‍্যাব আরও জানায়, সংসদ সদস্য সোহরাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ সদর ও পাকুন্দিয়া থানায় চারটি মামলা রয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হয়েছেন সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিক। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

১১ কোটি নাগরিকের তথ্য ২০ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি : ডিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ডেটা সেন্টারে সংরক্ষিত ১১ কোটির বেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য দেশি-বিদেশি ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ২০ হাজার কোটি টাকায় বিক্রির অভিযোগে করা মামলায় তারেক বরকতউল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। তিনি ইসির ডেটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর কাফরুলের উত্তর কাজীপাড়া থেকে বরকতউল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে ডিএমপির গণমাধ্যম শাখা থেকে জানানো হয়েছে।

১১ কোটির বেশি নাগরিকের ৪৬ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্যের অনুলিপি বিক্রির ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাজধানীর কাফরুল থানায় সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, তারেক বরকতউল্লাহসহ ১৯ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, এনআইডির তথ্য ব্যবহার করে ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসেস লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার অনুমতি দেন আসামিরা। জাতীয় নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে এনআইডির তথ্য দেশ-বিদেশের প্রায় ১৮২টি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে ডিজিকন। এতে জনগণের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। তথ্য বিক্রি করে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

ডিএমপির গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর এনআইডি (জাতীয় পরিচয়পত্র) যাচাইসেবা গ্রহণ বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ অনুসারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নির্বাচন কমিশনের তথ্য-উপাত্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিনিময় বা বিক্রি করতে পারবে না।

বিভাজন সৃষ্টি না করার আহ্বান সারজিসের

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

'আমাদের মধ্যে বিভাজন দূর না হলে ফ্যাসিবাদ গোষ্ঠী সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।' নারায়ণগঞ্জের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় শিক্ষার্থী ও সংগঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলম এ কথা বলেন।

গতকাল বুধবার শহরের মাসদাইরে বাংলা ভবন কমিউনিটি সেন্টারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই সভা হয়। ওই সভায় নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সারজিস আলমের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন।

সভায় সারজিস আলম নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি না করে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। এ ছাড়া আন্দোলনে যাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তাঁদের সমন্বয়ে নারায়ণগঞ্জে একটি সমন্বিত কমিটি গঠনের জন্য উপস্থিত সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের অন্যতম সংগঠক ফারহানা মানিক বলেন, সমন্বয়ক সারজিস একটা ইন্টারনাল মিটিংয়ের জন্য নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন। সেখানে নারায়ণগঞ্জের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় শিক্ষার্থী ও সংগঠকদের সঙ্গে তিনি বসেছিলেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মিটিংটা হয়। সভার কোনো ধরনের ছবি, ভিডিও, অডিও করা রেস্ট্রিক্টেড ছিল।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সামিয়া মাসুদ মমো, কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তরিকুল ইসলাম, ছাত্র মজলিস নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি জাহিদ হাসান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, তোলারাম কলেজের শিক্ষার্থী নিরব রায়হান, ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গাফারিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

সীমান্তে হত্যা বন্ধ ও পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে মিছিল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা বন্ধ ও নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে মশালমিছিল করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বুধবার রাতে কলা ও মানবিকী অনুষদের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি কয়েকটি সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত সীমান্তে ভারত যত মানুষ হত্যা করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ ছাড়া আর কোথাও এত মানুষ হত্যার শিকার হয়নি।'

গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী আবদুল হাই বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে থাকা ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।'

সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন বলেন, 'ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৭০০ বাংলাদেশিকে সীমান্তে হত্যা করেছে। পৃথিবীর আর কোথাও এমন নজির নেই।'

যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে অগ্রগতি হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। রয়টার্স

সংক্ষেপে

যুক্তরাষ্ট্র

গুগলকে ভেঙে দেওয়ার হুমকি

বিশ্বের বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন গুগল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই একে ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে দেশটির সরকার। গত আগস্ট মাসে আদালতের এক যুগান্তকারী রায়ে বলা হয়, গুগল অবৈধভাবে অনলাইন অনুসন্ধান বা সার্চের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়টি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারাই একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এর সম্ভাব্য সমাধান বের করার কথা বিবেচনা করছে। তা করা হলে প্রযুক্তি খাতের বড় প্রতিষ্ঠানে এটিই হবে বৃহত্তম নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপের ঘটনা। বিচার বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে গুগলের দাবি, গুগলকে নিয়ন্ত্রণ করা হলে ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও ডেভেলপারদের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
বিবিসি

রাশিয়া

যোগাযোগ হয়নি ট্রাম্প-পুতিনের

প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পরও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুতিন ও ট্রাম্প সাতবার যোগাযোগ করেছেন। সম্প্রতি বর্ষীয়ান সাংবাদিক বব উডওয়ার্ডের লেখা একটি বইতে এ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এ দাবি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে ক্রেমলিন। ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ রুশ গণমাধ্যম আরবিকে বলেছেন, এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। বব উডওয়ার্ডের লেখা নতুন বইটির নাম ওয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সাড়া জাগানো 'ওয়াটারগেট কেলেংকারির' ঘটনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কারণে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।
এএফপি, *মস্কো*

প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল আইনের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ের মিলেই। তারই প্রতিবাদে সড়কেই ক্লাস করে প্রতিবাদ বুয়েনস এইরেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। গতকাল দেশটির রাজধানী বুয়েনস এইরেসে। ছবি : রয়টার্স

মোজাম্বিক

প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ

আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্যের উচ্চ হার ও ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের কারণে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দেশটিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলো। গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছে দেশটি। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী কেউ দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ফিলিপ এনইয়ুসির এটাই ছিল দ্বিতীয় মেয়াদ। তাঁর পরিবর্তে এবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন ৪৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা ফ্রেলিমো পার্টির নেতা ড্যানিয়েল চাপো।
এএফপি, *মাপুতো*

হারিকেন মিল্টন আঘাত হানার আগে সমুদ্রসৈকতে পরিস্থিতি দেখতে গেছেন কয়েকজন। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ফোর্ট মেয়ার্সে। ছবি : এএফপি

হারিকেন মিল্টন সতর্কতা

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি করে জরুরি প্রস্তুতি শেষ করছেন। কেউ আবার এরই মধ্যে ঘর ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে গেছেন। কারণ, সেখানে ধেয়ে আসছে বিপজ্জনক ঘূর্ণিঝড় হারিকেন মিল্টন।

হারিকেন মিল্টন ৫ মাত্রার শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। এটির কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬৫ মাইল বা ২৭০ কিলোমিটার। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে ঘূর্ণিঝড়টি পূর্ণ শক্তিতে ফ্লোরিডায় আঘাত হানতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হারিকেন হেলেনের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্গরাজ্যটি আবারও দুর্যোগের মুখে পড়ল।

ব্রাডেনটন শহরের বাসিন্দা জেরাল্ড লেমাস বলেন, '৫ মাত্রা মানে আপনার দিকে দৈত্যাকার একটি ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে।' বর্তমানে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন লেমাস। তিনি বলেন, 'আমি এখানে থাকতে চাই না। যেখানেই আঘাত করুক না কেন, এটি হতে যাচ্ছে জীবন তছনছ করে দেওয়া ঝড়।'

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত মঙ্গলবার ফ্লোরিডার বাসিন্দাদের ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সতর্ক করেছেন। কারণ, এটি 'জীবন-মৃত্যু'র ব্যাপার। স্থানীয় প্রশাসন এরই মধ্যে সাধারণ মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

হারিকেন মিল্টনের প্রস্তুতি এবং হেলেনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বাইডেনের জার্মানি ও অ্যাঙ্গোলা সফর বাতিল করেছে হোয়াইট হাউস। গতকাল হোয়াইট হাউসে বাইডেন বলেন, ফ্লোরিডায় গত এক শতকের মধ্যে এটি হতে যাচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। তিনি ফ্লোরিডার বাসিন্দাদের উদ্দেশে বলেন, 'এখনই এলাকা খালি করুন, এখনই, এখনই।'

দুই সপ্তাহের কম সময় আগে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বে তাণ্ডব চালায় হারিকেন হেলেন। ২০০৫ সালে ক্যাটরিনার পর এটি ছিল মূল ভূখণ্ডে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়।

মারা গেছেন রতন টাটা

রয়টার্স

রতন টাটা

ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান টাটা গ্রুপের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান রতন টাটা ৮৬ বছর বয়সে গতকাল বুধবার মারা গেছেন। মুম্বাইয়ের একটি হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। টাটা গ্রুপ এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে।

এ শিল্পপতির স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে সম্প্রতি নানা কথা শোনা যাচ্ছিল। গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি নিজেই জানান, বয়সের কারণে তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। গতকাল তাঁকে মুম্বাইয়ের ওই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিও) ভর্তি করা হয়। ১৯৯১ সালে রতন টাটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হন। এই প্রতিষ্ঠানের ইস্পাত থেকে সফটওয়্যার পর্যন্ত নানা ব্যবসা রয়েছে।

গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়াল

ইসরায়েলি আগ্রাসন

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৩০ জন।

এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আহত হয়েছেন সাড়ে ৯৭ হাজারের বেশি। গতকাল বুধবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য দিয়েছে। এদিকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৩০ জন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজায় ৪২ হাজার ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৯৭ হাজার ৭২০ জন।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এলাকায় নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ৩০০ সেনাসহ প্রায় ১ হাজার ১৪০ জনকে হত্যা করেন হামাসের যোদ্ধারা। গাজায় বন্দী করে নিয়ে আসেন প্রায় ২৪০ জনকে।

হামাসের হামলার জবাবে ওই দিন থেকেই অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ২৩ লাখ বাসিন্দার এই উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় এক বছরে নিহত হয়েছেন অন্তত ৪১ হাজার ৬১৫ জন। জনসংখ্যার হিসাবে গাজার প্রতি ৫৫ জনের একজনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৬ হাজার ৭৫৬। গত দুই দশকের মধ্যে কোনো সংঘাতে এক বছরে শিশু নিহতের এ সংখ্যা সর্বোচ্চ। ১৭ হাজারের বেশি শিশু মা-বাবার একজনকে বা উভয়জনকে হারিয়েছে।

নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য দুই উত্তরসূরিকে 'হত্যা'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় নিহত হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য দুই উত্তরসূরিকেও হত্যার দাবি করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

গত মঙ্গলবার নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে তাঁর একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি বলেন, তাঁরা হিজবুল্লাহর হাজারো সদস্যকে হত্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে নাসরুল্লাহ আছেন। আছেন তাঁর উত্তরসূরি। এমনকি আছেন এই উত্তরসূরিরও উত্তরসূরি। নেতানিয়াহু অবশ্য নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরির নাম উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া তিনি উত্তরসূরির উত্তরসূরি—এ কথার মাধ্যমে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তবে এ বিষয়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, হিজবুল্লাহর নেতা হাশেম সাফিউদ্দিন খুব সম্ভবত নিহত হয়েছেন।

এদিকে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে পড়া ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ের কথা জানিয়েছে হিজবুল্লাহ। তাঁরা ইসরায়েলি বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার দুটি চেষ্টা প্রতিহত করার দাবি করেছেন। এ ছাড়া ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর কিরাইয়া শোমনা শহরে হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় দুই ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের একজন নারী।

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ থামাতে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান

আসিয়ান সম্মেলন

এএফপি, *ভিয়েনতিয়েন*

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জান্তা ও জান্তাবিরোধীদের আহ্বান জানিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা। পাশাপাশি রক্তপাত বন্ধে ব্যর্থ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আবার শুরু করা হবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে গতকাল বুধবার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোটের (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে এ আহ্বান জানান জোট নেতারা।

মিয়ানমারে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর অব্যাহত হামলার নিন্দা জানিয়ে নির্বিচার হামলা ও সহিংসতা বন্ধে বিবদমান সব পক্ষকে জোরালো ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এর কয়েক সপ্তাহ পর ১০ সদস্যের এই আঞ্চলিক জোটের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব সফলতার মুখ দেখেনি।

শান্তিতে নোবেল ঘোষণা কাল, সম্ভাব্য দাবিদার যাঁরা

এএফপি, *অসলো*

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে আগামীকাল শুক্রবার। এ বছর পুরস্কারটির জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে), জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) এবং জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেসকে এগিয়ে রাখা হচ্ছে। বিশ্বশান্তির জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি বছরে এবারের পুরস্কারটিকে বিবেচনা করা হচ্ছে আলোর মশাল হিসেবে।

চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ, সুদানে দুর্ভিক্ষ, জলবায়ু পরিবর্তন সংকটসহ অনেক বিষয় সামনে এসেছে। এ কারণে নোবেল পর্যবেক্ষকেরা শেষ মুহূর্তে এসে এবারের বিজয়ী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

চলতি বছর মোট ২৮৬ প্রার্থীর মধ্যে ১৯৭ ব্যক্তি ও ৮৯টি প্রতিষ্ঠান মনোনীতদের তালিকায় আছে বলে জানা গেছে।

নরওয়ের নোবেল কমিটি ৫০ বছর ধরে প্রার্থীদের নাম গোপন রেখে আসছে। তবে যাঁরা মনোনয়ন দিতে পারেন, তাঁদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম প্রকাশ করার অনুমতি আছে।

নরওয়েজীয় পিস কাউন্সিল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ফিলিস্তিনে জাতিসংঘ পরিচালিত শরণার্থী সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারে। তবে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে সংস্থাটিকে স্বীকৃতি দিলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে ক্ষুব্ধ হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের বিষয়টি আমলে নেওয়ার আরেকটি উপায় হতে পারে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে (আইসিজে) পুরস্কৃত করা।

নোবেল শান্তি পুরস্কার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন নোবেল বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদ এসলি সিভিন। অন্য সম্ভাব্য প্রার্থীর মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি), দ্য ক্যাম্পেইন টু স্টপ কিলার রোবট, ওএসইসির অফিস ফর ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (ওডিআইএইচআর), সুদানের ইমার্জেন্সি রেসপন্স রুমস এবং আফগান নারী অধিকারকর্মী মাহবুবা সিরাজ।

মাওবাদীদের অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আসতে হবে

ভারতের মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘাত নিয়ে *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

আকস্মিক বন্যা

ত্রাণ বরাদ্দ বাড়ান ও পুনর্বাসনে নজর দিন

আগস্ট থেকে অক্টোবরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দেশজুড়ে থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি এবং দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার বন্যা-ভাটির দেশ বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এল। এ রকম বন্যা, খরা ও ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে আগামী দিনে এ ভূমির মানুষেরা কীভাবে নিজেদের আত্মস্থ করে নিতে পারবে, সেই চিন্তাকে কেন্দ্রে রেখে যৌথ নদীর পানি ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার নীতি ও কৌশল ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে।

এর জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও পরিকল্পনা দরকার। কিন্তু এ মুহূর্তে বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়ার বিকল্প নেই। কেননা, আকস্মিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যেমন ব্যাপক, তার প্রভাবও বহুমাত্রিক। সরকারি খাতে যোগাযোগ অবকাঠামো থেকে শুরু করে ব্যক্তি খাতে কৃষি, মৎস্য থেকে শুরু করে হাজারো মানুষের ঘরবাড়ি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এত বড় দুর্যোগে যেভাবে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই তুলনায় সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ে ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। একটা বিষয় সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে, ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক খাতের সংস্কার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে তাদের প্রচেষ্টার অনেকটা ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে বন্যার ত্রাণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন নিয়ে শৈথিল্যের কোনো সুযোগ নেই।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় বর্তমানে যে বন্যা চলছে, তাতে এ পর্যন্ত আটজন মারা গেছেন। এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ লাখ ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। বুধবার পর্যন্ত কোথাও কোথাও বন্যার উন্নতি হলেও বেশির ভাগ জায়গায় অবনতি হয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুকনা ও রান্না করা খাবার বিতরণ করা হলেও চাহিদার তুলনায় সেটা অপ্রতুল। অনেক এলাকায় চার দিন পরও ত্রাণ পৌঁছায়নি। ফলে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, এ তিন জেলায় আমনের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এর আগে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বন্যার সময়ও ত্রাণ বরাদ্দে অপ্রতুলতা ও বিতরণ নিয়ে সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে। পূর্বাঞ্চলে বন্যার সময় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যাগে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেও পরের দুই বন্যার ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগ সীমিত হয়ে গেছে। আগস্ট মাসে পূর্বাঞ্চলের ১১টি জেলায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন নিয়ে তাৎক্ষণিক একটা গবেষণা করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির গবেষণায় উঠে এসেছে ত্রাণসহায়তার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার চিত্র। বন্যায় মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালী জেলায়, অথচ বেশি ত্রাণসহায়তা গেছে সিলেট জেলায়।

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণের বরাদ্দ বাড়ানোর বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি। এসব অঞ্চলে ঘরবাড়ির যে ক্ষতি হয়েছে, তা মেরামতে ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। আমন ধান ও অন্যান্য কৃষি এবং মৎস্য ও পোলট্রি খাতে যে ক্ষতি হয়েছে, পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও খামারিরা যাতে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করতে পারেন, সে জন্য সহায়তা দিতে হবে। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। বন্যাদুর্গত এলাকায় হিন্দুধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে পূজা-অর্চনা করতে পারেন, সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ লাঘব ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো অসম্ভব নয়।

শিশুর জন্মনিবন্ধন

প্রয়োজনে হাসপাতালে নিবন্ধক রাখুন

দেশে নাগরিক সেবা পেতে জন্মনিবন্ধন সনদ অপরিহার্য। স্কুলে ভর্তি থেকে শুরু করে ব্যাংক হিসাব খোলা, চাকরিতে যোগদান, বিয়ে, জমি রেজিস্ট্রি, পাসপোর্ট করাসহ জীবনের ক্ষেত্রে এ সনদ দরকার হয়। কিন্তু জন্মনিবন্ধন সনদ জোগাড় করতে গিয়ে পড়তে হয় সীমাহীন ভোগান্তিতে। জন্মের এক বছরের মধ্যেই জন্মনিবন্ধনকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নে পিছিয়ে আছি আমরা।

জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের বিষয়ে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক না কেন, এ দুই সনদ নিতে বাংলাদেশের মানুষ এখনো অনেক পিছিয়ে। এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কারিগরি ত্রুটি, আন্তরিকতার অভাব ও সেবাদানে অবহেলা, অনিয়মসহ নানা কারণে মানুষ ভুক্তভোগী হয়। ফলে সহজে সনদ পাওয়ার বিষয়টি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মের এক বছরের মধ্যে শতভাগ জন্মনিবন্ধন ও ৫০ শতাংশ মৃত্যুনিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলাফল হতাশাজনকই বলা যায়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর জন্য সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস) দশক (২০১৫-২৪) ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখান থেকেই এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়। আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধন শতভাগ এবং মৃত্যুনিবন্ধন ৮০ শতাংশ করতে হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন করাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সেটি এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের প্রথম আট মাসে এক বছর বয়সী মাত্র ৪৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়েছে।

৬ অক্টোবর জাতীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দিবস পালন উপলক্ষে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিষয়গুলো উঠে আসে। সেখান থেকে আরও জানা যাচ্ছে, দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনে জন্মের এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। বিলম্বিত জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৬০ শতাংশ। মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে ২১ শতাংশ এবং বিলম্বিত নিবন্ধন হয়েছে ৭৯ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিবন্ধন বাড়াতে হাসপাতালগুলোয় নিবন্ধক রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন।

শুধু নাগরিক সেবা পাওয়ার বিষয় নয়, শিশুর জন্য জন্মসনদ নাগরিকত্বের আইনগত প্রমাণ। দ্রুত জন্মসনদ না হলে শিশু পাচার ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। কেউ প্রাপ্তবয়স্ক কি না, সেটা নির্ধারণের জন্য জন্মসনদ অত্যন্ত জরুরি নথি। তাই শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য জন্মনিবন্ধন জরুরি। এ ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিবন্ধক রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হোক। কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানো হলেও সেটি যেন ত্রুটিমুক্ত থাকে এবং যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়, তা নিশ্চিত করা হোক।

চিঠিপত্র

সেমিনার লাইব্রেরি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদভুক্ত অন্যতম একটি বিভাগ আল ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ। বিভাগটিতে ইসলামি শরিয়াহ আইন এবং বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ আইন—দুটি বিষয় একসঙ্গে পড়ানো হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাসের সঙ্গে এই বিভাগের আইনের সিলেবাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এর বাইরেও শরিয়াহ আইনের সিলেবাসটি বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ বিভাগের আদলে নির্ধারণ করা হয়েছে। তুলনামূলক আইনি এ বিষয়ে অধ্যয়ন করতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে একাডেমিক সব বই নিজের সংগ্রহে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যার জন্য শিক্ষার্থীদের একমাত্র সহায়ক আশ্রয়স্থল হলো সেমিনার লাইব্রেরি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিভাগটির সেমিনার লাইব্রেরি জনবলের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত একাডেমিক বই না থাকায় এবং সেমিনার লাইব্রেরি বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞান অর্জনে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেমিনার লাইব্রেরি বন্ধ থাকায় ক্লাসের মাঝে অবসর সময় শিক্ষার্থীরা অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আড্ডা দিয়ে নষ্ট করেন। এমন অবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে দক্ষ জনবল নিয়োগ করে বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি আবার চালু করা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। বিভাগটির সেমিনার লাইব্রেরি চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে সহায়ক হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষার্থী, আল ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আর্থিক দুর্নীতি

চোরতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা ছাড় পাবে না তো?

কামাল আহমেদ

এখন প্রতিদিনই খবরের তালিকায় কোনো না কোনো রাজনীতিক এবং সাবেক আমলার গ্রেপ্তারের খবর ছাপা হয়। *প্রথম আলোর* হিসাবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে (১ থেকে ৭ অক্টোবর) সারা দেশে মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭ হাজার ১৮ জন। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছেড়ে পলায়নের দুই মাসে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত, তা জানা সম্ভব না হলেও একটা ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় অক্টোবরের আগে ধরপাকড় ছিল খুবই সীমিত। পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়াই মূলত তার কারণ। বিধ্বস্ত থানাগুলোর বিকল্প খোঁজা অথবা সেগুলো মেরামত করে ব্যবহারোপযোগী করার জন্যও কিছুটা সময় কেটে গেছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কতজন রাজনীতিক, কতজন আমলা কিংবা কতজন অর্থনৈতিক অপরাধী, তার কোনো বিশদ হিসাবও জানা যায়নি। অন্তত কোনো সংবাদমাধ্যমে সে রকম বিশ্লেষণ চোখে পড়েনি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেসব সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আছে, তাঁদের চিহ্নিত করার কাজটি শেষ হয়েছে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয়। শুরুর দিকে পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন এবং সশস্ত্র বাহিনীর জনা তিনেক পদস্থ কর্মকর্তাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু তাতে যে এসব বাহিনীর ভেতরের অন্য অপরাধীরা পার পাবে না, তা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারে না। বিশেষত কাজে যোগ না দেওয়া এবং পলাতক কর্মকর্তাদের সংখ্যা এখন সরকারি হিসাবেই শ দুয়েকের কাছাকাছি।

স্বৈরশাসনের আমলে অপরাধের অনেক রকমফের আছে, আছে মাত্রাভেদ। ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের অপরাধগুলো মূলত সবই চরম সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার। আন্দোলন দমনে নির্বিচার মানুষ হত্যা এবং গণহারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো অতীতের ১৫ বছরের দুঃশাসন থেকে অনেকটাই আলাদা। এ সময়ে যা ঘটেছে, তাকে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে অনেকেই অভিহিত করেছেন এবং সে অভিযোগেই তার বিচার হওয়া প্রয়োজন।

অতীতের ১৫ বছরের নির্যাতন-নিপীড়নের ধরন ও প্রকৃতি কিছুটা আলাদা হলেও গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অনেকগুলোই মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দমন-পীড়নের অন্যান্য অপরাধের বিচারও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সব ভুক্তভোগীরই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

রাজনীতিকদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দায় বহন করতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। বেআইনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টায় তাঁরা যেসব খুন-জখম ও নির্যাতনের মতো অপরাধ করেছেন, সেগুলোর জবাবদিহির জন্য তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জরুরি হচ্ছে তাঁদের অবৈধ কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের বেআইনি হুকুম প্রতিপালনে নিষ্ঠুর ও অমানবিক অপরাধ করেছেন, তাঁদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এই অপরাধে অপরাধী মূলত আমলা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতি উৎসাহী ও দলবাজ সদস্যরা।

তাঁদের অপরাধের তদন্ত ও বিচারের প্রক্রিয়া দুঃখজনকভাবে খুবই শ্লথ এবং অনেকটাই হতাশাজনক। ক্ষমতার দাপট দেখানো এবং নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করা কর্মকর্তাদের অধিকাংশই রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছেন। কেউ কেউ দেশান্তরি হয়েছেন বলেও শোনা যায়। গত ১৫ বছরে নৃশংসতার জন্য দেশ ও দেশের বাইরে বহুল সমালোচিত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এখন দাবি করেছে, ‘ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন ছিল, সেটার সঙ্গে আমরা ছিলাম, সেটার সঙ্গে আমরা আছি এবং এই যে অভ্যুত্থান, এটাকে সফল করার জন্য এখন আমাদের যা যা করণীয়, সবই করে যাচ্ছি।’ ছাত্র-জনতার ওপর কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি দাবি করে র‍্যাবের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁদের বাহিনীর কেউ পালিয়েও যাননি।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধানী দলের প্রতিবেদন পেলে র‍্যাবের দাবির যথার্থতা কতটুকু, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে। তবে বিক্ষোভ দমনে র‍্যাবের নাম লেখা হেলিকপ্টার ব্যবহারের যেসব ভিডিও চিত্র সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেছে, তা কিন্তু নতুন নজির তৈরি করেছে। সেনাবাহিনীর যেসব সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলোর তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিতের বিষয়ে সেনাপ্রধান যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আশা করি তার ফলাফলও জানানো হবে।

স্বৈরশাসনের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী ও সহযোগী আরেকটি গোষ্ঠীর অপরাধের ধরন অবশ্য একেবারেই আলাদা। তাঁরা হলেন অর্থনৈতিক অপরাধী। রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে অর্থনৈতিক অপরাধীদের কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও দেশের সম্পদ লুট কিংবা তা বিদেশে পাচারের মতো অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারের সংখ্যা খুবই কম। অর্থনৈতিক অপরাধের যেসব বিবরণ সরকারিভাবে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিধি ও ব্যাপকতা আমাদের অনেকেরই কল্পনার বাইরে। ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অল্প কিছু ব্যবসায়ী যেভাবে দেশের অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে বাংলাদেশ চোরতন্ত্রের (ক্লেপ্টোক্র্যাসি) একটি প্রামাণ্য নজির (টেক্সটবুক কেস) হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সব ধরনের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে একটি ব্যবসায়ী পরিবার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগানোর মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ অপব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে একের পর এক ব্যাংক দখল করেছে এবং দখলকৃত অর্ধডজনের বেশি ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত থেকে ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে বের করে নিয়েছে, তার নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি মিলবে না। ব্যাংক লুটের এই কৃতিত্বের অধিকারী এস আলম গ্রুপের অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধের তালিকাও দীর্ঘ, যার মধ্যে আছে কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচার। এসব অপরাধে গ্রুপটির কর্ণধার একা নন, তাঁর পরিবারের সদস্যরা তো বটেই, জ্ঞাতিগুষ্টির বাইরে বেতনভোগী কর্মচারীরাও যুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁরা দেশে আছেন, নাকি বিদেশি নাগরিকত্বের সুবাদে বিদেশে চলে গেছেন, তার কোনো হদিস সংবাদমাধ্যমেও মেলে না।

এদিকে কর ফাঁকিসহ গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এস আলম গ্রুপ ছাড়াও বসুন্ধরা গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাসা গ্রুপ ও থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের (নগদ লিমিটেড) শেয়ার স্থানান্তর (কেনাবেচা ও দান) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এসব গ্রুপের পরিচালকদের অনেকের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ব্যাংক হিসাব স্থগিতের আগে যে কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, তার মধ্যে তাঁদের হিসাব খালি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আর্থিক অপরাধের সুবিধাভোগীদের অনেকের বিরুদ্ধে দেশত্যাগেরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। তবে বিদেশে শত শত বাড়ি কেনা একজন ব্যবসায়ী-রাজনীতিক ক্ষমতার পালাবদলের পর নিরাপদে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারায় আল-জাজিরা টেলিভিশনে যে বুড়ো আঙুল দেখানো হাসি দিয়েছেন, সেটি প্রচারের তিন সপ্তাহ পর তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ কী অর্থ বহন করে, তা আমরা বুঝতে অক্ষম।

এসব অর্থনৈতিক অপরাধে যাঁরা আইন উপেক্ষা করে সহায়তা দিয়েছেন, সেসব আমলা ব্যাংকারও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন। ব্যাংকিংয়ের মতোই শেয়ারবাজারেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লাগামছাড়া লুণ্ঠনের ধারা। সেখানেও অপরাধের সহায়ক ছিলেন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকায় কর্তাব্যক্তিরা। তাঁরাও মনে হচ্ছে নাগালের বাইরে।

ছাত্র-জনতা যেমন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তপনার জবাবদিহি চায়, তেমনি চায় চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর বিচার। কিন্তু তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ায় লুটপাটকারীদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ আছে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

● **কামাল আহমেদ** সাংবাদিক

শিক্ষাব্যবস্থা

মানসম্পন্ন শিক্ষার সন্ধানে

আবুল মোমেন

বাংলাদেশে মানসম্পন্ন শিক্ষার তাগিদ অনুভব হয়েছে। এটি দেশের জন্য ইতিবাচক। কারণ, যেকোনো লক্ষ্য পূরণ টেকসই হতে হলে মানসম্পন্ন শিক্ষা একটা পূর্বশর্ত। এই তাগিদের পেছনে এসডিজি পূরণের বাধ্যবাধকতা ভূমিকা রেখেছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকার শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু অভীষ্ট অর্জিত হয়নি। আমরা বদলাতে পারিনি পরীক্ষানির্ভর মুখস্থবিদ্যার কাঠামো। এটি আসলে মৌলিক সংস্কারের বিষয়। তাই এ রকম কাজের জন্য সব অংশীজনের মতামত ও সহযোগিতা জরুরি বিষয়। যে ব্যবস্থাটি ২০২১ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল (ও বর্তমানে বাতিল হলো), সেটি সরকারের অনুমোদনে হলেও (শুনেছি অনেক মন্ত্রী ও আমলার সায় ছিল না) অংশীজনদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিভ্রান্তি, বিতর্ক, ভিন্নমত আছে। অন্তর্বর্তী সরকার আগের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। একটি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এটাই হয়তো স্বাভাবিক।

সুদীর্ঘকালের ব্যবস্থাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কেউই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি জরিপ, গবেষণা ও মূল্যায়নে বারবার এ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা (বা ব্যর্থতা) উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কী ঘটে গেল যে সেখান থেকে আর বিদ্যাসাগর থেকে আনিসুজ্জামান, জগদীশচন্দ্র বসু থেকে জামাল নজরুল ইসলামের মতো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে না?

গত শতকের ষাটের দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিই চলমান ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক চাপ তৈরির মূল কারণ। আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে ব্যবস্থাটি অকার্যকর হতে শুরু করে। শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও তাতে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কোনো সরকারই তা নিরসনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে শ্রেণিকক্ষে স্থান সংকুলান সমস্যা, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অকার্যকর অনুপাত, শিক্ষকদের দারিদ্র্য ও মর্যাদার অবনমন পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে।

বাস্তবতা ও চাহিদার এই তারতম্যের ফলে শিক্ষার এক অদ্ভুত রূপান্তর হয়েছে। পড়াশোনার চেয়ে পরীক্ষা, পাঠ্যবইয়ের চেয়ে নোট-গাইড বই, স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টার, শিক্ষকের চেয়ে কোচ-টিউটরই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আমাদের শিক্ষাযাত্রায়। এভাবে শিক্ষার পণ্যায়ন হলো, শিক্ষার্থীরা পরিণত হলো পরীক্ষার্থীতে এবং শিক্ষার অর্থ হলো জিপিএ-৫ অর্জন! একজন শিক্ষার্থীর পঠনপাঠন কেবল পাঠ্যবইতেও নয়, তার থেকে বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল! এ রকম সীমিত পঠনপাঠনে আর যা-ই হোক জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। ব্যবস্থাটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কারও জন্যই তৃপ্তিদায়ক ছিল না।

শিক্ষার এ পরিণতি কাম্য নয়। ফলে অনেকেরই মনে হয়েছে, একটা বড় ঝাঁকুনি বা বিপ্লবী পরিবর্তন দরকার। যে ব্যবস্থাটি এখন বাতিল হতে চলেছে, তার মধ্যে শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আনার উপাদান ছিল বলেই মনে হয়েছে। কেবল একটু সময় নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদেরও সঙ্গে নিয়ে কাজে নামা উচিত ছিল। এতে কী ধরনের গুণগত পরিবর্তনের উপাদান ছিল, স্বল্পকথায় তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যায়।

এত কালের চলমান শিক্ষাব্যবস্থাটিতে শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়েছিল প্যাসিভ লার্নার বা নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী। তাদের মূল কাজ হয়ে ওঠে অন্যের প্রশ্নের অন্যের তৈরি উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় ঠিকঠাক লিখে ভালো নম্বর আদায় করা। অভিজ্ঞতাভিত্তিক যে শিক্ষাপদ্ধতিটি চালুর চেষ্টা হয়েছিল, তা শিক্ষককেন্দ্রিক না হয়ে ছিল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের হতে হয় অ্যাকটিভ লার্নার বা সক্রিয় জ্ঞানান্বেষী। তারা গোড়া থেকেই জ্ঞানচর্চার মৌলিক দুটি প্রক্রিয়ায় ধাতস্থ হয়ে যায়—পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান। জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবেই তাদের বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। তারা বুঝতে পারে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বাড়তি বই পড়ার মাধ্যমে জানার ভিত শক্ত ও পরিসর বাড়ানো যায়।

> এখন আর যোগাযোগ বা জ্বালানি খাতের বড় অবকাঠামোতে নয়, মেগা প্রকল্প প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়নে, যার মূলভিত্তি হবে শিক্ষা, বিশেষত স্কুলশিক্ষা

এ ব্যবস্থায় শিক্ষার আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, গুণাবলি চর্চা ও অর্জনের সুযোগ পায়। এর মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা বা দলবদ্ধ কাজের উদ্দীপনা সহজেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা হয়ে ওঠে ছোট ছোট উদ্যোগী মানুষ। এভাবে একটি নিষ্প্রাণ ব্যবস্থায় প্রাণের সঞ্চার হয়। একটি নিরানন্দ পরিবেশ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনায় এত কালের ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের সামগ্রিক মানবিক বিকাশে ব্যর্থতা-বন্ধ্যাত্বের কথা উঠে আসে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষায় পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের সুযোগ ছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এ ব্যবস্থা ছিল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, লেখক প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য নতুন। এ ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হয়ে তাঁদের কাজ বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চার অগ্রগামী হিসেবে তাঁকে হতে হয় সৃজনশীল, সার্বক্ষণিক বুদ্ধি-পরামর্শদাতা, বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে সব রকম বাধা দূর করার সহায়তাকারী ইত্যাদি। জ্ঞানের দিক থেকেও তাঁকে সচল থেকে অগ্রসর হওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। কারণ, এ ব্যবস্থায় তামাদি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দু-তিন বছরের মধ্যেই নোট-গাইড বই ও কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ে এ পদ্ধতির প্রভাব পড়া শুরু হয়েছিল। বোঝা যায়, পদ্ধতিটি শিক্ষক-অভিভাবক সবার অংশগ্রহণে সচল হলে এসবের প্রয়োজন আর থাকত না। তবে বর্তমান কাঠামো ও মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া এ রকম পদ্ধতি সফল হবে না। শ্রেণিকক্ষের পরিসর বাড়াতে ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমাতে হবে। এক শ্রেণি-শাখায় ৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী রাখা যাবে না। মেধাবী তরুণদের স্কুলশিক্ষকের পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে।

প্রয়োজন প্রতিটি স্কুলে সমৃদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণাগার। দিতে হবে শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য স্কুলভিত্তিক বরাদ্দ। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের কাজটি আদতে একটি চলমান কাজ। এ কাজ কেবল দপ্তর-অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দিয়ে সার্থকভাবে করা যাবে না। তাই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশনের সদস্যরা অংশীজনদের মতামত নিয়ে জাতির শিক্ষাযাত্রাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ করবেন। প্রতি দু-তিন বছরে কমিশন নবায়ন হতে পারে। এভাবে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা ও ফলাফলকেন্দ্রিক যে সামাজিক ধারণা, তা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে।

শেষে আবার বলতে হয় যে এখন আর যোগাযোগ বা জ্বালানি খাতের বড় অবকাঠামোতে নয়, মেগা প্রকল্প প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়নে, যার মূলভিত্তি হবে শিক্ষা, বিশেষত স্কুলশিক্ষা। এ খাতে বাজেট বরাদ্দ না বাড়ালে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

● **আবুল মোমেন**, কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

আদতে গাজায় মানুষ মারছে যুক্তরাষ্ট্র

জাহিদ হুসাইন

‘কোনো প্রশাসনই ইসরায়েলকে আমার চেয়ে বেশি সহায়তা করেনি। কেউ না, কেউই না’—সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই মন্তব্য করেছেন। তিনি যখন এ কথা বলছিলেন, তখন গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে পা রেখেছে। তিনি যখন এই মন্তব্য করছিলেন, তখন গাজায় নিহতের সংখ্যা প্রায় অর্ধলাখে পৌঁছে গেছে, যাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। নিজেকে ‘জায়নবাদী’ হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন অবশ্য ভুল কিছু বলেননি।

এটি সত্য, পূর্ববর্তী সব মার্কিন প্রশাসন ইসরায়েলকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে এসেছে। তবে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তেলআবিবের যুদ্ধাপরাধকে সমর্থন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক মদদ শুধু বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারকে দীর্ঘতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তাই করেনি, বরং তা সংঘাতটিকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতে ছড়িয়েও দিয়েছে।

এক বছরের ধ্বংসাত্মক বিমান হামলায় ও স্থল আক্রমণে জায়নবাদী বাহিনী গাজাকে একটি মৃত্যুকূপে পরিণত করেছে। তারা গাজার সব জনগণকে বাস্তুচ্যুত করেছে। অন্যদিকে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে শত শত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ দেখা যায়নি। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু পশ্চিমা দেশের সমর্থন ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি দিয়ে বসে আছে।

বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ায় অনেক পর্যবেক্ষক আমেরিকাকে যুদ্ধাপরাধের দোসর বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গাজা যুদ্ধকে এখন আমেরিকার যুদ্ধ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ‘কস্টস অব ওয়ার’ প্রজেক্টের হিসাব অনুযায়ী, গত এক বছরে বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলে ১৭ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েছে, যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বেড়ে গেছে। এটি ইসরায়েলের জন্য এক বছরে দেওয়া আমেরিকার সর্বাধিক সামরিক সহায়তা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন প্রশাসন এই সহায়তার প্রকৃত পরিমাণ গোপন করার চেষ্টা করেছে।

এর বাইরে এই অঞ্চলে সামরিক অভিযানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৪ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এই অর্থ ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গত এক বছরে আমেরিকান সহায়তা মূলত সামরিক অর্থায়ন, অস্ত্র বিক্রি এবং মার্কিন মজুত থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যেসব অস্ত্র দিয়েছে, তার একটি বড় অংশে রয়েছে আর্টিলারি শেল এবং ২ হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা। এসব বোমা ইসরায়েল গাজার জনগণের ওপর নির্বিচার ফেলে যাচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

যদিও ওয়াশিংটন মাঝেমধ্যে ইসরায়েলের বেসামরিক মানুষদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং কিছু ভারী বোমার চালান অস্থায়ীভাবে স্থগিত করেছে; তবে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ বাড়তে থাকলেও মার্কিন সামরিক সহায়তার জন্য ইসরায়েলের ওপর কোনো ধরনের শর্ত আরোপ করতে তারা অস্বীকার করেছে। লেবাননে বর্তমানে চলমান নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াশিংটন নীরব রয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা বোমা ফেলে ইসরায়েলের বিধ্বংসী বিমান এক হাজারের বেশি মানুষ মেরে ফেলেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে ইসরায়েল ১৯৫৯ সাল থেকে ইতিহাসের সর্বাধিক মার্কিন সামরিক সহায়তা পেয়েছে। বর্তমান প্রশাসনের বিশাল সামরিক সহায়তার পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেসে জায়নবাদী শাসনের পক্ষে ব্যাপক দ্বিদলীয় সমর্থন রয়েছে। কোনো মার্কিন প্রশাসনই ইসরায়েলি লবির বিরোধিতা করার সামর্থ্য রাখে না, কারণ এই লবি কার্যত কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই গণহত্যামূলক যুদ্ধের শীর্ষ পর্যায়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে (যাঁর বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছিলেন) গত জুলাই মাসে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে যখন তিনি তাঁর গণহত্যাকে ন্যায্যতা দিয়ে এই যুদ্ধকে ‘বর্বরতা ও সভ্যতার সংঘর্ষ’ বলে অভিহিত করেন, তখন উভয় পক্ষের আইনপ্রণেতারা বারবার দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র দৃশ্যত নেতানিয়াহুর এই অবস্থানকে সমর্থন দিচ্ছে। তবে তাদের সমর্থন নিয়ে ইসরায়েল যেভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তা তাদের জন্য কঠিন পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

● **জাহিদ হুসাইন** পাকিস্তানের লেখক ও সাংবাদিক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ভার্নিয়ার স্কেল
বৃত্ত, চাপ বা কোনো সরলরেখার ওপর অঙ্কিত স্কেলের পার্শ্বদেশ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র সহকারী স্কেলকে 'ভার্নিয়ার স্কেল' বলা হয়।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

 # এক কথায় প্রকাশ করো

প্রশ্ন : মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম কী?
উত্তর : মুখের ভাষা।
প্রশ্ন : আজকের পৃথিবী কিসের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে?
উত্তর : যোগাযোগের উৎকর্ষের ওপর।
প্রশ্ন : স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কী বলে?
উত্তর : পরিস্থিতি।
প্রশ্ন : একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করাকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগ।
প্রশ্ন : যোগাযোগ কত ধরনের ও কী কী?
উত্তর : দুই ধরনের—ক. ভাষিক, খ. অভাষিক।
প্রশ্ন : ভাষিক যোগাযোগ কত ধরনের ও কী কী?
উত্তর : দুই ধরনের— ক. মৌখিক খ. লিখিত।
প্রশ্ন : যে যোগাযোগ ভাষার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর : ভাষিক যোগাযোগ।
প্রশ্ন : ইশারা-অঙ্গভঙ্গি কোন ধরনের যোগাযোগ?
উত্তর : অভাষিক যোগাযোগ।
প্রশ্ন : চিত্র কোন ধরনের যোগাযোগ?
উত্তর : অভাষিক।
প্রশ্ন : সব যোগাযোগের কয়টি পক্ষ থাকে?
উত্তর : দুটি পক্ষ থাকে।
প্রশ্ন : পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য, চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা যোগাযোগের কী?
উত্তর : যোগাযোগের উপাদান।
প্রশ্ন : স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কী বলে?
উত্তর : পরিস্থিতি।
প্রশ্ন : কিসের ওপর ভিত্তি করে যোগাযোগের প্রয়াস তৈরি হয়?
উত্তর : পরিস্থিতির ওপর।
প্রশ্ন : পরিবেশ-পরিস্থিতি কয় ধরনের হতে পারে ও কী কী?
উত্তর : দুই ধরনের— ক. পরিচিত খ. অপরিচিত।
প্রশ্ন : কোনো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে মূল বিষয়টি উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হয় বা বিষয়টির প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগের উদ্দেশ্য।
প্রশ্ন : কোনটি ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়?
উত্তর : অনুভূতি।
প্রশ্ন : আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম কী?
উত্তর : ভাষা।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ : অনুক্রম ও ধারা

 # এক কথায় উত্তর দাও।

১৮. $2-4+8-16+\ldots\ldots-256$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।
১৯. $11+9+7+\ldots$ ধারাটির প্রথম nসংখ্যক পদের সমষ্টি -133 হলে, n-এর মান কত?
২০. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}, \ldots$ অনুক্রমটির সাধারণ পদ নির্ণয় করো।
২১. $7x+2, 5x+12, 2x-1$ একটি সমান্তর অনুক্রম হলে, x-এর মান নির্ণয় করো।
২২. $1, 0.5, 0, -0.5, \ldots$ সমান্তর অনুক্রমটির সাধারণ নির্ণয় করো।
২৩. ধ্রুবক অনুক্রমের দুটি উদাহরণ দাও এবং প্রতিটির n-তম পদ লেখো।
২৪. পর্যায়ক্রমিক অনুক্রমের দুটি উদাহরণ দাও এবং প্রতিটির n তম পদ লেখো।
২৫. দেখাও যে, $1^3+2^3+3^3+\ldots\ldots+10^3 = (1+2+3+\ldots\ldots+10)^2$
২৬. $1-1+1-1+\ldots$ ধারাটির $(2n+1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।
২৭. একটি সমান্তর অনুক্রমের সাধারণ পদ নির্ণয় করো, যার 7তম পদ -1 এবং 16 তম পদ 17।
২৮. দুটি সসীম ও দুটি অসীম গুণোত্তর অনুক্রমের উদাহরণ দাও।
২৯. $2-5-12-\ldots$ সমান্তর ধারার সাধারণ পদ বা n তম পদ নির্ণয় করো।
৩০. সাধারণ পদ $\frac{n^2}{2n^2-1}$ হলে অনুক্রমটি নির্ণয় করো।
৩১. 'ধ্রুবক অনুক্রম' কাকে বলে?
৩২. অনুক্রমের পদসংখ্যা কী হতে পারে?
৩৩. গণিতবিদ ফিবোনাচ্চির বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লেখো?

সঠিক উত্তর
১৮. -170, ১৯. 19, ২০. $\frac{1}{2^n}$ ২১. $x=-23$, ২২. $1.5-0.5n$, ২৩. উদা-১ : 2, 2, 2….. n তম পদ 2 উদা-২ : a, a, a,…… n তম পদ a, ২৪. উদা-১ : 2, -2, 2, -2,….. n তম পদ $= 2(-1)^{n+1}$ উদা-২ : 2, 0, 2, 0….. n তম পদ $= 1+(-1)^{n+1}$, ২৫. নিজে করো, ২৬. 1, ২৭. $2n-15$, ২৮. সসীম অনুক্রম : i) 2, 4, 8,…..512, ii) $2, \frac{2}{7}, \frac{2}{40}, \ldots \frac{2}{16807}$ অসীম অনুক্রম : i) $12, 6, 3, \frac{3}{2}, \ldots$ ii) $5, 1, \frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}, \ldots$, ২৯. $9-7n$, ৩০. $\frac{1}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$, ৩১. এই অনুক্রমের প্রতিটি পদ একই। এর কোনো পরিবর্তন নেই, ৩২. সসীম ও অসীম উভয়ই হতে পারে, ৩৩. Liber Abaci

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

কবিতা : সোনার তরী

৪০. 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে' কথাটি বলার কারণ কী?
ক. মাঝিকে তরী ভেড়ানোর জন্য কৃষকের সনির্বন্ধ অনুনয়
খ. নির্বিকার মাঝিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষকের চেষ্টা
গ. মাঝির তরীতে কবির কর্ম তুলে দেওয়ার জন্য
ঘ. মাঝির তরীতে কবির ঠাঁই পাওয়ার আকুল ইচ্ছা

৪১. 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. তরীর স্থানাভাব
খ. অর্জিত ফসল বহন করার জন্যই ব্যবহৃত
গ. মহাকাল শুধু সৃষ্টিকর্মকে স্থান দেয়, ব্যক্তিকে নয়
ঘ. তরীটি খুবই ছোট ছিল

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২. 'নদী' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক. নেতা   খ. সলিল
গ. সৈকত   ঘ. তটিনী

৪৩. 'সোনার তরী' কথাটির প্রয়োগ ঘটেছে কোন অর্থে?
ক. প্রতীকী অর্থে   খ. রং অর্থে
গ. কল্পনা অর্থে   ঘ. বাস্তব অর্থে

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মূল সুর হিসেবে সমর্থনযোগ্য—
i. মানবধর্মের জয়
ii. সৌন্দর্যতৃষ্ণা
iii. প্রকৃতিপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪৫. 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।' এখানে 'মেঘ' শব্দের অর্থ—
i. বিপদের সংকেত
ii. জীবনের অন্ধকার
iii. মৃত্যুর পূর্বাবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪৬. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছি ভরি' চরণটির তাৎপর্য—
i. কবির সৃষ্টিকর্ম মহাকাল ধারণ করেছে
ii. কৃষকের ফসলে সোনার তরী পরিপূর্ণ
iii. কৃষকের আনন্দ-উচ্ছলতাময় পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
সোনার তরী : ৪০. খ ৪১. গ ৪২. ঘ ৪৩. ক ৪৪. ঘ ৪৫. ক ৪৬. খ

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

খন্দকার আতিক, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১৪. রেডিয়াম দেওয়া টেবিলঘড়িতে জ্বলজ্বল করা সংখ্যাটি কত?
ক. পাঁচটা   খ. ছয়টা
গ. সাতটা   ঘ. আটটা

১৫. রাজ্যের জ্যান্ত লোক সব কোথায় গেছে?
ক. নদীর পেটে   খ. রাক্ষসের পেটে
গ. পাহাড়ে   ঘ. বনে

১৬. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, গানটি কোথায় বাজছিল?
ক. টেলিভিশনে
খ. হেডফোনে
গ. রেডিওতে
ঘ. ইউটিউবে

১৭. ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ যেতেই রক্ত গরম হয়ে গেল? ক্যালেন্ডারে কত তারিখ ছিল?
ক. ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
খ. ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
গ. ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
ঘ. ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৮. পানির অতল থেকে হঠাৎ কী উঠে এল?

ক. তিনটি নৌকা   খ. মুক্তিযোদ্ধা
গ. মাছ   ঘ. কুমির

১৯. যোগাযোগে বাংলা ভাষায় কয় ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়?
ক. ১ ধরনের   খ. ২ ধরনের
গ. ৩ ধরনের   ঘ. ৪ ধরনের

২০. মর্যাদা অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ কয় ধরনের হয়?
ক. ২ ধরনের   খ. ৩ ধরনের
গ. ৪ ধরনের   ঘ. ৫ ধরনের

২১. ও দাদি, তোমার হলো কী? বাক্যটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক. 'অপারেশন কদমতলী'
খ. যাত্রা
গ. রেলের পথ   ঘ. রবীন্দ্রনাথ

২২. সামিয়ার যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. মিলাদের দাওয়াত দেওয়া
খ. জন্মদিনের দাওয়াত দেওয়া
গ. বিলের দাওয়াত দেওয়া
ঘ. সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া

২৩. শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে পাঠাগার তৈরির জন্য কার কাছে আবেদন করেছে?
ক. অধ্যক্ষের কাছে
খ. প্রধান শিক্ষকের কাছে
গ. সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে
ঘ. শাখা প্রধানের কাছে

২৪. অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের?
ক. ফুলঝুরি উচ্চবিদ্যালয়
খ. ফুলকমল উচ্চবিদ্যালয়
গ. ফুল বাহার উচ্চবিদ্যালয়
ঘ. ফুলপাতা উচ্চবিদ্যালয়

২৫. 'বেগতিক' শব্দের অর্থ কী?
ক. গতিহীন   খ. সোজাসুজি
গ. উপায়হীন   ঘ. উপায় আছে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১৪. ঘ ১৫. খ ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. গ ২০. খ ২১. ক ২২. খ ২৩. খ ২৪. ক ২৫. গ

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

৪১. 'সারা গায়ে দেয় হাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মৃদু শাসন   খ. সোহাগ
গ. সান্ত্বনা   ঘ. দোয়া

৪২. স্রষ্টার সাহায্য প্রত্যাশায় মা কোন কাজটি করেছেন?
ক. পীরের দোয়া কামনা
খ. রোজা মানত
গ. নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত
ঘ. চোখের জলে মোনাজাত

৪৩. 'পল্লিজননী' কবিতায় কয়টি পাখির নাম রয়েছে?
ক. ৪টি   খ. ৫টি
গ. ৬টি   ঘ. ৭টি

৪৪. কানাকুয়ো বাঁশবনে বসে ডাকে কেন?
ক. অন্য পাখিদের ভয়ে
খ. স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বলে
গ. সাপখোপের ভয়ে
ঘ. ওখানেই তার বাস বলে

৪৫. 'যে কথা ভাবিতে পরান শিহরে'—কোন কথা?
ক. সংসারের   খ. ছেলের মৃত্যুর
গ. আয়-রোজগারের
ঘ. নিঃসঙ্গ জীবনের

৪৬. ছেলে কার সঙ্গে খেলতে যাওয়ার বায়না ধরে?
ক. করিমের   খ. রহিমের
গ. আবীরের   ঘ. মাসুদের

৪৭. ছেলে কোনটিকে যতন করে রাখার আবদার তুলেছে?
ক. ঘুড়ি   খ. লাটাই
গ. বাঁশি   ঘ. বড়শি

৪৮. 'পল্লিজননী' কবিতায় কোন সিকার নাম করা হয়েছে?
ক. সমুদ্রকলি   খ. ফুলঝুরি
গ. সাতনরি   ঘ. বসন্তবাহার

সঠিক উত্তর
পল্লিজননী : ৪১. খ ৪২. গ ৪৩. ক ৪৪. ঘ ৪৫. খ ৪৬. ক ৪৭. খ ৪৮. গ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** বাংলা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** পৌরনীতি ও নাগরিকতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড :** বাউবিতে মাস্টার্স অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে ভর্তি তথ্য

ভূগোল ও পরিবেশ | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২৭. পৃথিবীর আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য কয়টি প্রধান ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়?
ক. ২টি   খ. ৩টি
গ. ৪টি   ঘ. ৫টি

২৮. বায়ুর ক্ষয়কাজ কোথায় বেশি দেখা যায়?
ক. মরুভূমিতে   খ. সমভূমিতে
গ. বনভূমিতে   ঘ. মালভূমিতে

২৯. কোন অবস্থায় নদীর স্রোতের গতিবেগ বেশি থাকে?
ক. সমভূমি   খ. মালভূমি
গ. পার্বত্য   ঘ. বিস্তীর্ণ

৩০. প্রবাহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে কী বলে?
ক. ব-দ্বীপ   খ. খাঁড়ি
গ. দোয়াব   ঘ. পলল পাখা

৩১. নদীর অধিক বিস্তৃত মোহনাকে কী বলে?
ক. খাঁড়ি   খ. সঞ্চয়
গ. প্রস্রবণ   ঘ. জলাশয়

৩২. কোনটি নদীর প্রাথমিক অবস্থা?
ক. ঊর্ধ্বগতি   খ. মধ্যগতি
গ. নিম্নগতি   ঘ. সমগতি

৩৩. ঊর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ কোনটি?
ক. ক্ষয়সাধন   খ. পলি সঞ্চয়
গ. নদীভাঙন   ঘ. পলি পরিবহন

৩৪. নদীর জীবনচক্রের শেষ পর্যায় কোনটি?
ক. সমগতি   খ. ঊর্ধ্বগতি
গ. মধ্যগতি   ঘ. নিম্নগতি

৩৫. সেন্ট লরেন্স নদী কোন মহাদেশে অবস্থিত?
ক. উত্তর আমেরিকা
খ. দক্ষিণ আমেরিকা
গ. আফ্রিকা   ঘ. এশিয়া

৩৬. নদী কয় ভাগে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে?
ক. ২ ভাগে   খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে   ঘ. ৫ ভাগে

৩৭. নদীর ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা ইংরেজি কোন অক্ষরের মতো হয়?
ক. 'C' এর মতো   খ. 'D' এর মতো
গ. 'O' এর মতো   ঘ. 'V' এর মতো

৩৮. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত?
ক. মেক্সিকোতে   খ. কানাডায়
গ. জাপানে   ঘ. বলিভিয়ায়

৩৯. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোন নদীর বিখ্যাত জলপ্রপাত?
ক. আমাজান   খ. সেন্ট লরেন্স
গ. ভলগা   ঘ. নীলনদ

৪০. দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই কোন সমভূমির অন্তর্গত?
ক. প্লাবন সমভূমি
খ. ব-দ্বীপ সমভূমি গ. পলল পাখা
ঘ. পাদদেশীয় পলল সমভূমি

৪১. 'ডেলটা' কোন ভাষার শব্দ?
ক. গ্রিক   খ. বাংলা
গ. হিন্দু   ঘ. স্প্যানিশ

৪২. পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২টি   খ. ৩টি
গ. ৪টি   ঘ. ৫টি

৪৩. পর্বত সমুদ্রতল থেকে কত মিটার উঁচু হয়?
ক. ৩০০ মিটার   খ. ৫০০ মিটার
গ. ৮০০ মিটার   ঘ. ১০০০ মিটার

৪৪. পাহাড়ের উচ্চতা কত মিটার?
ক. ৩০০-৫০০ মিটার
খ. ৪০০-৭০০ মিটার
গ. ৫০০-৯০০ মিটার
ঘ. ৬০০-১০০০ মিটার

৪৫. উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠন-প্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত কয় প্রকার?
ক. ২ প্রকার   খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার   ঘ. ৫ প্রকার

৪৬. নিচের কোনটি ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ?
ক. হেনরি পর্বত   খ. লবণ পর্বত
গ. সাতপুরা পর্বত
ঘ. আল্পস পর্বত

৪৭. রকি পর্বত কোথায় অবস্থিত?
ক. এশিয়ায়
খ. উত্তর আমেরিকায়
গ. দক্ষিণ আমেরিকায়
ঘ. ইউরোপে

৪৮. আল্পস পর্বত কোথায় অবস্থিত?
ক. এশিয়ায়   খ. দক্ষিণ আমেরিকায়
গ. ইউরোপে
ঘ. উত্তর আমেরিকায়

৪৯. কোন পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির হয়ে থাকে?
ক. আগ্নেয় পর্বত   খ. ভঙ্গিল পর্বত
গ. স্তূপ পর্বত
ঘ. ল্যাকোলিথ পর্বত

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ২৭. খ ২৮. ক ২৯. গ ৩০. গ ৩১. ক ৩২. ক ৩৩. ক ৩৪. ঘ ৩৫. ক ৩৬. ক ৩৭. ঘ ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. ঘ ৪১. ক ৪২. খ ৪৩. ঘ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. ডিজিটাল কনটেন্ট কী আকারে প্রেরিত ও গৃহীত হয়?
ক. অ্যানালগ উপাত্ত আকারে
খ. ডিজিটাল উপাত্ত আকারে
গ. তথ্য আকারে
ঘ. পোস্টার আকারে

২. কোনো কনটেন্ট যদি ডিজিটাল উপাত্ত আকারে প্রকাশিত হয়, তাকে কী বলে?
ক. প্রতিলিপি   খ. ডিজিটাল কনটেন্ট
গ. উপাত্ত   ঘ. ডেটাবেজ

৩. ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত যেকোনো তথ্যকে কী বলে?
ক. ডিজিটাল কনটেন্ট
খ. ডিজিটাল লাইব্রেরি
গ. অ্যানিমেশন
ঘ. ই-বুক

৪. ডিজিটাল কনটেন্ট কী আকারে সম্প্রচারিত হতে পারে?
ক. অ্যানালগ আকারে
খ. অ্যানালগ ফাইল আকারে
গ. কম্পিউটারের ফাইল আকারে
ঘ. ই-লার্নিং প্রক্রিয়ায়

৫. ডিজিটাল কনটেন্টকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে   খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে   ঘ. ৫ ভাগে

৬. ডিজিটাল কনটেন্টে যুক্ত হতে পারে—
i. শব্দ, অডিও, ভিডিও
ii. লিখিত কনটেন্ট, ছবি, ভিডিও
iii. ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭. ডিজিটাল কনটেন্ট হলো—
i. ই-বুক, ব্লগপোস্ট ও ই-নিবন্ধ
ii. ইনফো গ্রাফিকস ও অ্যানিমেটেড ছবি
iii. অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৮. লিখিত তথ্য কী?
ক. কার্টুন   খ. সিনেমা
গ. ডিজিটাল কনটেন্ট
ঘ. অ্যানিমেশন

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. গ

নোটিশ বোর্ড

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের সুযোগ

■ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ/ইনস্টিটিউটে এবং জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে এমফিল/পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য (গবেষণা বৃত্তিসহ ও গবেষণা বৃত্তি ছাড়া) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা :
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা নিচের যেকোনো একটি শর্ত পূরণ করে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের ডিগ্রিধারী প্রার্থীরাও এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এবং তাঁদের ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে সমতা নিরূপণের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে জমা করা সিনোপসিসের ওপর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

 # পিএইচডি প্রোগ্রামে (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন) ভর্তির যোগ্যতা :
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা ভর্তি প্রোগ্রামে দেওয়া যেকোনো শর্ত পূরণ করলে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। গবেষণাকাজের ধরন অনুযায়ী খণ্ডকালীন পিএইচডি গবেষক হিসেবে অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি নির্ধারণ করবে।
আবেদন ফি : এক হাজার টাকা।
আবেদন জমার শেষ তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.cu.ac.bd

'জেড' শ্রেণিতে রানার অটোমোবাইলস

ঘোষিত লভ্যাংশ পুরোপুরি বিতরণ না করায় শেয়ারবাজারে রানার অটোমোবাইলসকে 'জেড' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

তৌফিক-ই-ইলাহীসহ দুই জনের ব্যাংক হিসাব তলব

সাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিনের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গত মঙ্গলবার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে। এ ছাড়া সংস্থাটি আ ফ ম বাহাউদ্দিনের স্ত্রী সুলতানা শামীমা চৌধুরী এবং তাঁদের সন্তান এ বি এম সিদ্দিক ও নুজহাত তাবাসসুমের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে। ব্যাংক হিসাব তলবের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি, লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।
অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

এমআরএর নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন

হেলাল উদ্দিন

দেশের বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যানই হচ্ছে এমআরএর প্রধান পদ। পদাধিকারবলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। সংস্থাটির আগের নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ গত সোমবার পদত্যাগ করেন।
বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সিঙ্গারের ক্যাম্পেইনে তুর্কি সুপারস্টার বুরাক ওজচিভিত

তুরস্কের কচ গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ প্রতিষ্ঠান আর্চেলিকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিঙ্গার বাংলাদেশ সম্প্রতি 'সিঙ্গার বাংলাদেশের রূপান্তর যাত্রা' নতুন ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেছে। প্রতিষ্ঠানের নতুন লক্ষ্যের সঙ্গে মিল রেখে একটি অত্যাধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বা কারখানা, নতুন কনসেপ্ট স্টোর, ওয়ার্কস্পেসসহ বেশ কিছু রূপান্তর সম্পন্ন করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ। এই রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে কচ গ্রুপ ও আর্চেলিকের বৈশ্বিক দক্ষতা ও মান নিয়ে আসা হয়েছে। এটি ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করবে। সিঙ্গার বাংলাদেশের এই পরিবর্তন যাত্রায় পাশে থাকছেন তুর্কি সুপারস্টার বুরাক ওজচিভিত, যা শুধু ব্র্যান্ডের উন্নতির পাশাপাশি একটি টেকসই ও গ্রাহককেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তৈরির রূপকল্পেরও প্রতিফলন ঘটাবে। বুরাক ওজচিভিত এই ক্যাম্পেইনে সিঙ্গার বেকোর পণ্যদূত হিসেবে কাজ করছেন।
বিজ্ঞপ্তি

তিন মাসে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে

ইপিবির তথ্য প্রকাশ

পণ্য রপ্তানির হিসাবে গলদ ধরা পড়ার চার মাস পর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল রপ্তানির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

> এখন থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে রপ্তানি তথ্য প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে রপ্তানি তথ্য প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।
> **মো. আনোয়ার হোসেন,** ভাইস চেয়ারম্যান, ইপিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কোটা সংস্কার আন্দোলন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও শিল্পাঞ্চলে শ্রম অসন্তোষ—গত তিন মাসে এ রকম চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি থাকার পরও দেশের পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় আছে। এই সময়ে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৫ শতাংশ বা ৫৫ কোটি ডলার।

পণ্য রপ্তানির হিসাবে গলদ ধরা পড়ার চার মাস পর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল বুধবার রপ্তানির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে মোট ১ হাজার ১৩৭ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৮২ কোটি ডলারের পণ্য।

সর্বশেষ সেপ্টেম্বর মাসে ৩৫২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ বেশি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রপ্তানি হয়েছিল ৩২৯ কোটি ডলারের পণ্য।

ইপিবির সর্বশেষ গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করেছিল। তখন সংস্থাটি বলেছিল, ওই অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৫ হাজার ১৫৪ কোটি ডলার। তবে গতকাল প্রকাশিত হিসাবে সংস্থাটি জানায়, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলার। তার মানে গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসেই পুরো বছরের চেয়ে ৭০৭ কোটি ডলার বেশি দেখিয়েছিল ইপিবি।

তবে ইপিবি এখন যে হিসাব দিয়েছে, সেটি প্রকৃত রপ্তানি নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, গত অর্থবছরে প্রকৃত রপ্তানি ছিল ৪ হাজার ৮১ কোটি ডলার। তার মানে পুরো বছরের হিসাবে ইপিবি প্রকৃত রপ্তানির চেয়ে ৩৬৬ কোটি ডলার বেশি দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে হঠাৎ করে প্রকৃত পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে লেনদেনের ভারসাম্যের তথ্য প্রকাশ করে। এর ফলে পণ্য রপ্তানির হিসাবে বড় ধরনের গরমিল দেখা যায়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছিল, ইপিবি দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করলেও সে অনুযায়ী দেশে আয় আসছে না। এ নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা থেকেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে একই পণ্যের তথ্য একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এত বড় গরমিল হয়েছে। তাই বেশি অর্থ আসার যৌক্তিকতা নেই। প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। তারপর থেকে ইপিবি পণ্য রপ্তানির হিসাব প্রকাশ বন্ধ রাখে।

এদিকে ইপিবির প্রকাশিত রপ্তানির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যদিও এই সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্য, হোমটেক্সটাইল ও হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি কমেছে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট পণ্য রপ্তানির প্রায় ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। এই সময়ে ৯২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮৮২ কোটি ডলার। অর্থাৎ এবার তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২৭৮ কোটি ডলারের। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বেড়েছে ৬ শতাংশ।

আলোচ্য তিন মাসে ২৮ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। শুধু সেপ্টেম্বরে ৮ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আবার ঘুরে একটু দাঁড়িয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে ২৬ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ দশমিক ১৮ শতাংশ বেশি। আলোচ্য সময়ে হোমটেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি কমেছে। গত তিন মাসে ১৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের হোমটেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। এই খাতের রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ২১ শতাংশ। এ ছাড়া পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে ১৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১৮ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

নতুন করে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ইপিবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সংস্থাটি। এতে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করে ইপিবি। তবে কিছু কারণে সেখানে একই রপ্তানির তথ্য একাধিকবার হিসাব করা হয়েছিল। ইপিবি, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে অসংগতিগুলো ঠিক করা হয়েছে। তারপর এনবিআর থেকে নেওয়া সঠিক তথ্যের আলোকে ইপিবি সংশোধিত রপ্তানি তথ্য প্রকাশ করেছে।

আনোয়ার হোসেন আরও জানান, এখন থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে রপ্তানি তথ্য প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে রপ্তানি তথ্য প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারে পরামর্শক কমিটি গঠন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন

পরামর্শক কমিটির সবাই এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা। এর মধ্যে দুজন সংস্থাটির সাবেক চেয়ারম্যান, বাকি তিনজন সাবেক সদস্য।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংস্কারে পাঁচ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করেছে সরকার। গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এই কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়েছে।

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই পরামর্শক কমিটির সবাই এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা। সদস্যদের মধ্যে দুজন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান। তাঁরা হলেন মো. আবদুল মজিদ ও নাসিরউদ্দিন আহমেদ। কমিটির অন্য সদস্যরা সাবেক সদস্য। তাঁরা হলেন মো. দেলোয়ার হোসেন (কর), ফরিদ উদ্দিন (শুল্ক) ও আমিনুর রহমান (কর)।

এই পরামর্শক কমিটি এনবিআরের সংস্কারে সরকারকে পরামর্শ দেবে। যেমন রাজস্ব নীতি, রাজস্ব প্রশাসন, এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ও আধুনিকায়ন, শুদ্ধাচার ও সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রণয়ন, নাগরিক যোগাযোগ ও অংশীজন সম্পৃক্ততার কার্যক্রম ও রাজস্ব সংস্কার-সংশ্লিষ্ট যেকোনো নীতিগত পরামর্শ দেবে এই কমিটি।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এই সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে এবার এনবিআর সংস্কারে পরামর্শক কমিটি গঠন করা হলো।

এদিকে চলতি মাসে আয়কর আইন পর্যালোচনা করতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। কর কমিশনার ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন এই টাস্কফোর্সের প্রধান। সাত সদস্যবিশিষ্ট এই টাস্কফোর্স পুরো আয়কর আইনটি পর্যালোচনা করবে।

জানা গেছে, এই টাস্কফোর্স আয়কর আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনগুলোর খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। এ ছাড়া রাজস্ব আদায়ে নতুন আইনের প্রভাবও বিশ্লেষণ করবে টাস্কফোর্স। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে যে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, এসব করছাড়ের প্রভাব ও যৌক্তিকতা নিয়েও কাজ করবে এই টাস্কফোর্স। করছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ থাকবে টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে।

অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে আইসিবির বৈঠক, বড় উত্থান সূচকের

শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যাংকসহ ভালো মৌলভিত্তির শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে সূচকের বড় উত্থান হয়েছে শেয়ারবাজারে। টানা তিন দিনের দরপতনের পর সূচকের এই উত্থান হয়েছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল বুধবার ৬৯ পয়েন্ট বা প্রায় ২ শতাংশ বেড়েছে। এর আগে তিন দিনের টানা পতনে ডিএসইএক্স সূচকটি কমেছিল ১৪০ পয়েন্টের বেশি।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, গত কয়েক দিনে ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দামও অনেক কমে গিয়েছিল। তাতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। দরপতনের প্রতিবাদে একদল বিনিয়োগকারী রাজধানীর মতিঝিলে ডিএসই ভবন ও আগারগাঁওয়ে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি ভবনের সামনে বিক্ষোভও করেন। এ অবস্থায় গতকালও বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ বিএসইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।

এদিকে গতকাল দুপুরের পর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে বাজারকে সহায়তা করতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) প্রণোদনা দিতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ খবরকে কেন্দ্র করে দুপুরের পর সূচকের দ্রুত উত্থান ঘটে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শেয়ারবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে আইসিবির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ৩ হাজার কোটি টাকার অর্থসহায়তা চাওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠকও করেন আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবুল হোসেন। ওই বৈঠকে ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণসহায়তা চাওয়া হয়।

বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, 'গত মঙ্গলবার অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি। সেখানে শেয়ারবাজারের সহায়তায় ৩ হাজার কোটি টাকার সহায়তা চাওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি, এ অর্থসহায়তা পেলে আইসিবি বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। উপদেষ্টা আমাদের জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি দেখবেন।'

আইসিবির শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে অর্থ উপদেষ্টার এই বৈঠকের খবরেই মূলত গতকাল বাজারে সূচকের বড় উত্থান হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে শীর্ষস্থানীয় একটি ব্রোকারেজ হাউসের প্রধান নির্বাহী প্রথম আলোকে জানান, আইসিবি সরকারের কাছ থেকে অর্থসহায়তা পেতে যাচ্ছে, মূলত এমন খবরেই বাজারে কিছুটা গতি সঞ্চার হয়েছে। বাজারে কয়েক দিন ধরে দরপতন চললেও শেয়ারের দাম বাড়ায় গতকাল বিক্রির চাপ কমে যায়। তবে সূচকের বড় উত্থান হলেও লেনদেন খুব একটা বাড়েনি।

ব্রোকারেজ হাউস লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার বাজারে গতকাল সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি (বিএটিবিসি), ব্র্যাক ব্যাংক, গ্রামীণফোন ও স্কয়ার ফার্মার। এই চার কোম্পানির শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে সম্মিলিতভাবে ডিএসইএক্স সূচক বেড়েছে ৩০ পয়েন্টের বেশি। ঢাকার বাজারে এদিন বিএটিবিসির শেয়ারের দাম ১৮ টাকা, ব্র্যাক ব্যাংকের দাম ২ টাকা ৪০ পয়সা, গ্রামীণফোনের দাম ৯ টাকা ও স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের দাম প্রায় ২ টাকা বেড়েছে।

ডিএসইতে গতকাল লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৭৭ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১২ কোটি টাকা বেশি।

দুর্নীতিবাজদের দৃশ্যমান শাস্তি না হলে দুর্নীতি বন্ধ হবে না : দেবপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রাজশাহী*

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সভাপতি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আগামী দিনের যেকোনো সমস্যা নিরসনে দুর্নীতি দূর করতে হবে। দুর্নীতি দূর করতে না পারলে অনেক সম্ভাবনা কার্যকর হবে না। এ জন্য পাচার হওয়া অর্থ যেমন ফেরত আনতে হবে, দেশের ভেতরে যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের দৃশ্যমান শাস্তি না হলে দুর্নীতি বন্ধ হবে না। আবার মূল্যবোধভিত্তিক যে নজরদারির কথা আমরা বলছি, তা-ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

রাজশাহীতে জনশুনানিতে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সভাপতি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজশাহী নগরীর গ্র্যান্ড রিভারভিউ হোটেলে এ জনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। জনশুনানিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ২৪০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে জনশুনানির আলোচনায় অংশ নেন ১২৫ জন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান ও উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি এবং গবেষণা সংস্থা সিপিডির জ্যেষ্ঠ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

এক কার্গো এলএনজি ও ১০ হাজার টন মসুর ডাল আসছে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সিঙ্গাপুরের কোম্পানি গানভোর সিঙ্গাপুর থেকে এ সপ্তাহেও এক কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এতে কর ও মূল্য সংযোজন করসহ (ভ্যাট) মোট ব্যয় হবে ৬৫৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

গতকাল বুধবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। একই বৈঠকে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) জন্য ১০ হাজার টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। প্রতি কেজির দাম পড়বে ৯৬ টাকা ৩৯ পয়সা এবং সরকারের মোট ব্যয় হবে ৯৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

'ইআরএফ সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী। গতকাল ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) ঢাকার পুরানা পল্টনের কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ব্যবসায়ীরা স্থিতিশীলতা চান

ইআরএফে তপন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যবসায়ীরা দেশে স্থিতিশীলতা দেখতে চান বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো এরই মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কে দেশ চালাবে, সেটি ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তবে আমরা দেশের স্থিতিশীলতা দেখতে চাই।'

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) আয়োজনে 'ইআরএফ সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গতকাল বুধবার এসব কথা বলেন তপন চৌধুরী। রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইআরএফের সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সঞ্চালনা করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অনুষ্ঠানে স্কয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরে আসছে বলে মন্তব্য করেন তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। ৫ আগস্টের পর যে ধরনের ভাঙচুর ও অসন্তোষ শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। ফলে আমরা আশাবাদী।' সরকারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংলাপ হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দেশের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিমুখী খাত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তপন চৌধুরী বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পে অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে ইতিমধ্যে কিছু ক্রয়াদেশ অন্য দেশে চলে গেছে। এটা হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি না। ফলে ব্যবসা সরতে বেশি সময় লাগে না। একসময় শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের কারণে এই ব্যবসাটি বাংলাদেশে এসেছিলেন। এখন আমাদের দেশে অস্থিতিশীল হওয়ায় আবার ক্রেতারা শ্রীলঙ্কার দিকে নজর দিচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। তবে উত্তরণের বিষয়ে ধীরে গেলে ভালো। কারণ, এলডিসি হিসেবে আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, সেটি একসঙ্গে চলে গেলে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হবে।

স্কয়ার গ্রুপের নতুন কোনো কোম্পানি শেয়ারবাজারে আসবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তপন চৌধুরী বলেন, 'পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি চালানো চ্যালেঞ্জিং। কারণ, জবাবদিহি। জবাবদিহি এত সোজা নয়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির লাভ-লোকসান যা-ই হোক, কোনো সমস্যা নেই। তবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে হাজার হাজার শেয়ারধারী থাকেন। তাঁদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নিতে হয়।' তবে স্কয়ারের আজকের অবস্থানে আসার পেছনে পুঁজিবাজারের অবদান রয়েছে বলে স্বীকার করেন তপন চৌধুরী।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ব্যবসা পরিচালনার খরচ কমছে কি না, জানতে চাইলে তপন চৌধুরী বলেন, 'আমরা স্বস্তিবোধ করছি। সরকারি দপ্তরে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে এনবিআরের চেয়ারম্যান কিংবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন লক্ষণীয়। আমরা আশাবাদী। অন্তর্বর্তী সরকারকে কম সময়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। দুর্ভাগ্য হবে যদি পরিবর্তন না করতে পারি।'

জানালেন চেয়ারম্যান

ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোকাম্মেল হক চৌধুরী

ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী গতকাল বুধবার ব্যাংকে যাননি। নানা কারণে আলোচনায় থাকা শীর্ষ এই ব্যাংক নির্বাহীর বাসায় গিয়েও দেখা পাননি ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মো. ফরিদউদ্দীন আহমদ নিজেই এমডি 'নিখোঁজ' বলে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে গতকাল বুধবার ইউনিয়ন ব্যাংকের পর্ষদের এক সভায় মোকাম্মেল হক চৌধুরীকে নিয়ে আলোচনা হয়। এতে জানানো হয়, পূর্বনির্ধারিত এ সভায় যোগ দেওয়ার জন্য এমডিকে পাওয়া যায়নি। সভার একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, এমডি নিখোঁজের ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংককে থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন কাউকে ভারপ্রাপ্ত এমডি হিসেবে দায়িত্ব দিতে বলা হয়েছে। আমানতকারীদের স্বার্থে ব্যাংকটির পরিচালকদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে সভায় পরিচালকেরা জানান, তাঁরা দায়িত্ব নিলেও ব্যাংকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এখনো জানতে পারেননি।

আরও কয়েকটি ব্যাংকের মতো ইউনিয়ন ব্যাংকের মালিকানা ছিল বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের হাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ব্যাংকটির মোট ঋণের মধ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা বা ৬৪ শতাংশই নিয়েছে এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় পরিচালকেরা জানান, এমডি গতকাল অফিসে যাননি। তাঁর বাসায় লোক পাঠিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি। বাসাটি তালাবদ্ধ পাওয়া গেছে।

এর আগে গতকাল সকালেই এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নাজনীন আকতারের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ দিনের জন্য এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে হিসাব স্থগিতের এ নির্দেশনা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

ইউনিয়ন ব্যাংকের অনেক গ্রাহক হিসাব থেকে টাকা তুলতে না পারলেও মোকাম্মেল হক তাঁর বেতনের পুরো টাকা তুলে নিয়েছেন।

করপোরেট সংবাদ

ওয়ালটন পণ্য কিনে ২০ লাখ টাকা জেতার সুযোগ

ওয়ালটনের 'ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২১' শীর্ষক ডাবল মিলিয়ন অফার শুরু হয়েছে। ঢাকার বসুন্ধরায় ওয়ালটনের করপোরেট কার্যালয়ে গতকাল বুধবার এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন ওয়ালটনের পণ্যদূত চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা সাহা মিম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন প্লাজার এমডি মোহাম্মদ রায়হান; ওয়ালটন হাইটেকের অতিরিক্ত এমডি ইভা রিজওয়ানা, চিফ মার্কেটিং অফিসার গালীব বিন মোহাম্মদ; ওয়ালটনের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক আমিন খান প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

জিপিএইচ ইস্পাত ও ওয়েজলির চুক্তি সই

জিপিএইচ ইস্পাত কর্মীদের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গতকাল বুধবার ওয়েজলির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে ওয়েজলির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর এলাহি, এভিপি অব সেলস জামশেদ হাসান এবং জিপিএইচ ইস্পাতের পরিচালক সালেহীন মুসফিক সাদাফ ও চিফ পিপল অফিসার শারমিন সুলতান উপস্থিত ছিলেন। ওয়েজলি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যারা কর্মচারীদের আর্থিক সুস্থতা ও উন্নতি নিয়ে কাজ করে থাকে। **বিজ্ঞপ্তি**

ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্সের নতুন সিইও হাসান তারেক

সম্প্রতি ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়ুক্ত হয়েছেন হাসান তারেক। তাঁর নিয়োগ অনুমোদন করেছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরও)। ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্সের পরিচালনা পর্ষদ ও ইস্টার্ন পরিবারের পক্ষ থেকে কোম্পানির চেয়ারম্যান আ স ম ওয়াহিদুজ্জামানসহ অন্যরা হাসান তারেককে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। **বিজ্ঞপ্তি**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
www.railway.gov.bd

জলাশয় ব্যবহারের নিমিত্ত ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে লাইসেন্স প্রদানের

"দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা ভূ-সম্পত্তি বিভাগের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত স্টেশন/এলাকায় তফসিলভুক্ত রেলভূমি মৎস্য চাষের নিমিত্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য (চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে) লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সীলমোহরযুক্ত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রতিটি দরপত্র দলিল ('এ চালান' কোড নং-১৪২২৩২৮, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নামে) এর মাধ্যমে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম, প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম (যে দপ্তরের জন্য যেটা প্রযোজ্য) হতে ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম এবং প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম দপ্তরে রক্ষিত বাক্সে দরপত্র দাখিল করা যাবে। দরপত্র দাখিলের দিন কোনো দরপত্র দলিল বিক্রয় করা হবে না। নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী আগ্রহী দরপত্রদাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র দলিল খোলা হবে। সরকারি দরের নিচে কোনো দর গ্রহণযোগ্য হবে না। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেলওয়ের প্রয়োজনে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে-কোন দরপত্র গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

তফসিল

ক্রঃ নং	স্টেশন এলাকা	লাইসেন্সযোগ্য জলাশয়ের তফসিল অবস্থান/কিঃ মিঃ নং	লাইসেন্সযোগ্য ভূমির পরিমান	সরকারি দর (৩ বছরের জন্য)	দরপত্র দলিল ক্রয়ের শেষ তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়
১	জামালপুর জেলা-সদর	মৌজা-সাহাপুর, খতিয়ান নং-৭৪, জেএল নং-৩৮, বিআরএস দাগ নং-৪৪৮ এর অংশে	০.৬৪ একর	৪৮,০০০/-	২২/১০/২০২৪ (১ম বার) ০৩/১১/২০২৪ (২য় বার) ১২/১১/২০২৪ (৩য় বার) অফিস চলাকালীন (১ম টেন্ডারে নিস্পত্তি হলে ২য় ও ৩য় টেন্ডার অনুষ্ঠিত হবে না)	২৩/১০/২০২৪ (১ম বার) ০৪/১১/২০২৪ (২য় বার) ১৩/১১/২০২৪ (৩য় বার) বেলা ০২.০০ ঘটিকায়।	২৪/১০/২০২৪ (১ম বার) ০৫/১১/২০২৪ (২য় বার) ১৪/১১/২০২৪ (৩য় বার) বেলা ০২.০০ ঘটিকায়।
২	জামালপুর জেলা-সদর	মৌজা-সাহাপুর, খতিয়ান নং-৬, জেএল নং-৩৮, বিআরএস দাগ নং-৪৪৮ এর অংশে	০.৯০ একর	৬৭,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩	জামালপুর জেলা-সদর	মৌজা-সিংহজানি, খতিয়ান নং-৭৪, জেএল নং-৫, বিআরএস দাগ নং-১২৭৭ এর অংশে	০.৬৬ একর	৪৯,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪	জামালপুর জেলা-সদর	মৌজা-সাহাপুর, খতিয়ান নং-৬, জেএল নং-৩৮, বিআরএস দাগ নং-৪৪৮ এর অংশে	০.৯০ একর	৬৭,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫	দেওয়ানগঞ্জ জেলা-জামালপুর	মৌজা-বাদেশ শারিয়া বাড়ী, খতিয়ান নং-১৬, জেএল নং-৪২, বিআরএস দাগ নং-১০০৯ এর অংশে	২.৪৪ একর	১,৮৩,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬	বারহাট্টা জেলা-নেত্রকোণা	কিঃ মিঃ নং-৩৭৩/৬-৭এর মধ্যে, মৌজা-গোবিন্দপুর, জেএল নং-৭৬, খতিয়ান নং-০২, বিআরএস দাগ নং-৪৬৪ এর অংশে	০.৫৪ একর	৪০৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৭	বারহাট্টা জেলা-নেত্রকোণা	কিঃ মিঃ নং-৩৭৩/৩-৫এর মধ্যে, মৌজা-ইস্পিঞ্জারপুর, জেএল নং-৩৯, খতিয়ান নং-৩৪, বিআরএস দাগ নং-৯৪৪ এর অংশে	০.৬৮ একর	৫১,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৮	শ্যামগঞ্জ জেলা-ময়মনসিংহ	কিঃ মিঃ নং-৩৪০/০-১ এর মধ্যে, মৌজা-মাইলাকান্দা, খতিয়ান নং-৯৮, জেএল নং-২, বিআরএস দাগ নং-২৫৭৬ এর অংশে,লাইনের পূর্বে	১.২২ একর	৯১,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৯	শ্যামগঞ্জ জেলা-ময়মনসিংহ	কিঃ মিঃ নং-৩৯৭/০-১৬ এর মধ্যে, মৌজা-মাইলাকান্দা, খতিয়ান নং-৯৮, জেএল নং-২, বিআরএস দাগ নং-২৫৭৭ এর অংশে,রেললাইনের পূর্ব পার্শ্বে।	১.৩৪ একর	১,০০,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১০	গৌরিপুর জেলা-ময়মনসিংহ	কিঃ মিঃ নং-৩৩২/১ এর মধ্যে, মৌজা-ভালুকা, খতিয়ান নং-১২, জেএল নং-১৩, বিআরএস দাগ নং-১৬২,১৬৪,১৬৫ এর অংশে	১.১২ একর	৮৪,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১১	জারিয়া জেলা-নেত্রকোনা	মৌজা- জারিয়া, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-৮৫, বিআরএস দাগ নং-৩০৮,৩০৯,১৮৫ এর অংশে কিঃ মিঃ নং-৩৬১/১-৪ এর মধ্যে	০.৬৬ একর	৪৯,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১২	নেত্রকোনা কোর্ট জেলা-নেত্রকোণা	কিঃ মিঃ নং-৩৫৬/৯ হতে ৩৫৭/২ এর মধ্যে, মৌজা-সাতপাই, খতিয়ান নং-৯৮, জেএল নং-১১৬, বিআরএস দাগ নং-৩৪১০ এর অংশে।	০.৯৩ একর	৬৯,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৩	নেত্রকোনা জেলা-নেত্রকোণা	কিঃ মিঃ নং-৩৫৬/৪ হতে ৬ এর মধ্যে, মৌজা-সাতপাই, খতিয়ান নং-৯৮, জেএল নং-১১৬, বিআরএস দাগ নং-৩৩০২,৩৩০৯ এর অংশে।	০.৯৮ একর	৭৩,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৪	পূর্বধলা জেলা-নেত্রকোণা	কিঃ মিঃ নং-৩৫১/৫ হতে ৩৫১/৭ এর মধ্যে, মৌজা-পূর্বধলা, খতিয়ান নং-৬১, জেএল নং-৮৮, বিআরএস দাগ নং-২২৫১ এর অংশে।	০.৫২ একর	৩৯,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৫	আশুগঞ্জ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ মালগুদাম সাইডিং লাইনের উত্তর পার্শ্বে, পুরাতন রেলওয়ে স্টেশনের পিছনে, মৌজা-সোনারামপুর, খতিয়ান নং-৫/১, জেএল নং-১৩, বিএস দাগ নং-৮২/৮৩ এর অংশে।	০.৬০ একর	৪৫,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৬	আশুগঞ্জ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে কিঃ মিঃ নং-২৩০/২-৪ এর মধ্যে, মৌজা-সোনারামপুর, জেএল নং-১৩, খতিয়ান নং-৫/১, বিএস দাগ নং-১৮৯৮ এর অংশে	১.০০ একর	৭৫,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কিঃ মিঃ নং-২১৭/৪-৭ এর মধ্যে, আখাউড়া-ঢাকা সেকশনের ডাউন রেললাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-মৌড়াইল, জেএল নং-৬৮, খতিয়ান নং-৩, সাবেক দাগ নং-১৪৩ এবং বর্তমান বিএস দাগ নং-২০০৮ ও ২০২৩ এর অংশে।	৩.৬৭ একর	২,৭৫,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-পুনিআউট, জেএল নং-২৭৫, খতিয়ান নং-৩, বিএস দাগ নং-৯৪ এর অংশে, কিঃ মিঃ নং-২১৭/৮-১২ এর মধ্যে।	১.৬৯ একর	১,২৬,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, উপজেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, স্টেশন এলাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে কিঃ মিঃ নং-২১৬/৯ হতে ২১৭/১ এর মধ্যে, মৌজা-মোড়াইল, জেএল নং-২৭১, এসএ দাগ নং-২৯৭ এর অংশে	০.৬৩ একর	৪৭,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-পুনিয়াউট, জেএল নং-২৭৫, খতিয়ান নং-৩, বিএস দাগ নং-৯৪ এর অংশে, কিঃ মিঃ নং-২১৮/১-৩ এর মধ্যে।	০০.৮৫ একর	৬৩,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-পৈরতলা, জেএল নং-৬৩, খতিয়ান নং-৪, বিএস দাগ নং-৬৫১ এর অংশে, কিঃ মিঃ নং-২১৮/৬-৮ এর মধ্যে।	০০.৫২ একর	৩৯,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-পাঘাচং সেকশন এবং মালগুদাম সাইডিং লাইন এর মধ্যে, কিঃ মিঃ নং-২১৬/৮-৯ এর মধ্যে, মৌজা- মৌড়াইল, জেএল নং-৬৮, খতিয়ান নং-০৩, বিএস দাগ নং-৯৩০ ও ৯২৯ এর অংশে	০.৬৭ একর	৫০,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৩	তালশহর জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-তালশহর, জেএল নং-৩১, খতিয়ান নং-৩, বিএস দাগ নং-৬২১৩ এর অংশে, কিঃ মিঃ নং-২২৬/৯ হতে ২২৭/৩ এর মধ্যে।	০.৮০ একর	৬০,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৪	পাঘাচং জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-দক্ষিণ চান্দপুর, জেএল নং-২৬২, বিএস খতিয়ান নং-৩, বিএস দাগ নং-৩৩৮ এর অংশে, কিঃ মিঃ নং-২১০/১-৩ এর মধ্যে।	০.৬৬ একর	৪৯,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৫	আজমপুর জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কিঃ মিঃ নং-২০২/৯-২০৩/৩ এর মধ্যে, যার মৌজা-দুর্গাপুর, জেএল নং-৩৭, খতিয়ান নং-০২, বিএস দাগ নং- ৭০ এর অংশে।	০.৮৫ একর	৬৩,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৬	আজমপুর জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মৌজা-কাওরাতলী, জেএল নং-৩৩, খতিয়ান নং-২, বিএস দাগ নং-১৭৭ এর অংশে, রেললাইনের পূর্ব পার্শ্বে।	০.৯৪ একর	৭০,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৭	ময়মনসিংহ জেলা-ময়মনসিংহ	মৌজা-বলাশপুর, জেএল নং-৯৯, খতিয়ান নং-৫, বিআরএস দাগ নং-২০৯৫ ও ২৫৪০ এর অংশে।	০১.৯৪ একর	১,৪৫,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৮	ময়মনসিংহ জেলা-ময়মনসিংহ	মৌজা-ময়মনসিংহ টাউন, জেএল নং-৭৬, খতিয়ান নং-০৩, বিআরএস দাগ নং-১৩২৯৬ ও ১৫৩০৫ এর অংশে।	১.২৫ একর	৯৩,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
২৯	শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর	মৌজা-শ্রীপুর, জেএল নং-৪৩, আরএস খতিয়ান নং-০৫, আরএস দাগ নং-৪৩৪৬ এর অংশে।	০০.৬৪ একর	৪৮,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩০	ময়মনসিংহ জেলা-ময়মনসিংহ	মৌজা-বলাশপুর, জেএল নং-৯৯, খতিয়ান নং-০৫, বিআরএস দাগ নং-২০০৪ এর অংশে।	১.০৬ একর	৭৯,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩১	কাওরাইদ জেলা-ময়মনসিংহ	মৌজা-কাওরাইদ, জেএল নং-১৬, খতিয়ান নং-০২, আরএস দাগ নং-১৩৬২ এর অংশে	০০.৭৭ একর	৫৭,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩২	ছাতক বাজার জেলা-সুনামগঞ্জ	মৌজা-বাগবাড়ী, জেএল নং-২১৬, খতিয়ান নং-০২, এসএ দাগ নং-৯৬ ও ৯৭ এর অংশ।	০.৫৫ একর	৪১,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৩	ছাতক বাজার জেলা-সুনামগঞ্জ	মৌজা-বাগবাড়ী, জেএল নং-২১৬, খতিয়ান নং-০৩, এসএ দাগ-৯৬ ও৯৭ এর অংশ।	১.০৯ একর	৮১,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪	ছাতক বাজার জেলা-সুনামগঞ্জ	মৌজা-কুমনা, জেএল নং-২১৭, খতিয়ান নং-০২, বিআরএস দাগ নং-৩৬ এর অংশ।	১.১৬ একর	৮৭,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫	আফজলাবাদ জেলা-সুনামগঞ্জ	মৌজা-পূর্বচান্দপুর, জেএল নং-২৪৪, খতিয়ান নং-০২, এসএ দাগ-১৭১ এর অংশ, ৩৩ নং ব্রীজ এর উভয় পার্শ্বে।	০.৮২ একর	৬১,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬	ফেঞ্চুগঞ্জ জেলা-সিলেট	রেল ব্রীজ-৪৩ এর উভয় (নতুন+পুরাতন), সীট-১, জেএল নং-১, মৌজা-বাড়ুয়া, দাগ ১২৬৮৪, ১২৭২৭, ১২৭২৯, ১২৭৩৪, ১২৭৪০ এর অংশ এবং ১২৭৩০, ১২৭৩১, ১২৭৩২, ১২৭৩৩।	৩.৫০ একর	২,৬২,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭	শায়েস্তাগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ	মৌজা- বড়চর, জেএল নং- ১৫২, খতিয়ান নং-০২, এস এ দাগ নং- ৪১৮৯ (অংশ)	০.৫৫ একর	৪১,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮	শায়েস্তাগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ	মৌজা- বড়চর, জেএল নং- ১৫২, খতিয়ান নং-০২, এস এ দাগ নং- ৪১৮৯ (অংশ)	০.৭৮ একর	৫৮,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯	শায়েস্তাগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ	মৌজা- চরনূর আহমদ ও বড়চর, জেএল নং- ১৫৭ ও ১৫২, খতিয়ান নং-০২, এস এ দাগ নং- ৩৩০ও ৪১৫৪	২.৫৬ একর	১,৯২,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪০	আসামপাড়া জেলা-হবিগঞ্জ	মৌজা- গাজীপুর, জেএল নং- ১৬২, খতিয়ান নং-০৩, এস এ দাগ নং- ৬৫ (অংশ) ও ৬৬	০.৬৫ একর	৪৮,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪১	শায়েস্তাগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ	মৌজা- বড়চর, জেএল নং- ১৫২, খতিয়ান নং-০২, এস এ দাগ নং- ৪১৮৯ (অংশ)	০.৫১ একর	৩৮,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪২	মানিকখালী জেলা-কিশোরগঞ্জ	মৌজা-চাঁদপুর, জেএল নং-৮৭, খতিয়ান নং-৮০, বিআরএস দাগ নং-১৭৫৮৫ এর অংশে	০.৫৬ একর	৪২,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩	গচিহাটা জেলা-কিশোরগঞ্জ	মৌজা-আতরতুপা, জেএল নং-৬৯, খতিয়ান নং-০২, বিআরএস দাগ নং-৪৮০ এর অংশে	০.৬৯ একর	৫১,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪	গচিহাটা জেলা-কিশোরগঞ্জ	মৌজা-সহশ্রাম ধুলদিয়া, জেএল নং-৬৮, খতিয়ান নং-০৩, বিআরএস দাগ নং-৩১১৫ এর অংশে	০.৬৩ একর	৪৭,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫	কিশোরগঞ্জ জেলা-কিশোরগঞ্জ	মৌজা-কিশোরগঞ্জ, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং-০৭, বিআরএস দাগ নং-২৩৬৮৭ এর অংশে	৩.১০ একর	২,৩২,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬	কিশোরগঞ্জ জেলা-কিশোরগঞ্জ	কিঃ মিঃ নং-১৭৫/৭-১০, স্টেশনের উত্তর দিকে মালগুদাম সংলগ্ন, মৌজা-কিশোরগঞ্জ, খতিয়ান নং-০২, এসএ দাগ নং-৯২৭৪ এর অংশে	২.০৪ একর	১,৫৩,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭	কুলিয়ারচর জেলা-কিশোরগঞ্জ	কিঃ মিঃ নং-২৪৮/৩-৫ এর মধ্যে, রেল লাইনের পূর্ব পার্শ্বে, মৌজা-গাইলকাটা বেথিয়ারকান্দি, জেএল নং-২৩, দাগ নং-১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫ এর অংশে।	১.৪৮ একর	১,১১,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮	ঈশ্বরগঞ্জ জেলা-ময়মনসিংহ	কিঃ মিঃ নং-৩২০/৯-১০ এর মধ্যে, রেল লাইনের পূর্ব পার্শ্বে, মৌজা-ধামদী, খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২১৯, বিআরএস দাগ নং-৯৭০ এর অংশে।	০.৯২ একর	৬৯,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৪৯	নিলগঞ্জ জেলা-কিশোরগঞ্জ	কিঃ মিঃ ২৯০/৭-৯ এর মধ্যে, রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে, মৌজা-বড়কাপন, খতিয়ান নং-৩৪, জেএল নং-২৫, বিআরএস দাগ নং-৪৩৭ এর অংশে	০০.৯৪ একর	৭০,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫০	আড়িখোলা জেলা-গাজীপুর	মৌজা-তুমুলিয়া, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-৬৮, আরএস দাগ নং-৩৪৮, কিঃ মিঃ নং-২৮১/৭-৯ এর মধ্যে।	১.১৯ একর	৮৯,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫১	আড়িখোলা জেলা-গাজীপুর	মৌজা-তুমুলিয়া, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-৬৮, আরএস দাগ নং-৩৪৫, কিঃ মিঃ নং-২৮১/৪-৭ এর মধ্যে।	২.০০ একর	১,৫০,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫২	আড়িখোলা জেলা-গাজীপুর	মৌজা-তুমুলিয়া, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-৬৮, আরএস দাগ নং-৩৪৫, কিঃ মিঃ নং-২৮১/২-৫ এর মধ্যে।	১.২০ একর	৯০,০০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৩	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	কিঃ মিঃ ২৬৪/৮ হতে ২৬৫/১ এর মধ্যে, রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে, মৌজা-বিলাশদী, খতিয়ান নং-০৩, জেএল নং-৪৫, আরএস দাগ নং-৩০০ এর অংশে	০১.৩৯ একর	১,০৪,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৪	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	মৌজা-সাটিরপাড়া, জেএল নং-৪৮, আরএস দাগ নং-২১২০ ও ১২৪৬ এর অংশে, রেল লাইনের দক্ষিন পার্শ্বে।	০০.৯৫ একর	৭১,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৫	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	কিঃ মিঃ নং-২৬৩/১২ হতে ২৬৪/৫ এর মধ্যে রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-বিলাশদী, জেএল নং-৩২, খতিয়ান নং-৩, আরএস দাগ নং-৩০১ ও ৩০২।	০১.৫৪ একর	১,১৫,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৬	শ্রীনিধি জেলা-নরসিংদী	কিঃ মিঃ ২৪৩/১-৩ এর মধ্যে, রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে, মৌজা-শ্রীনিধী, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-৫০, আরএস দাগ নং-১১৬৩, ১১৬৪, ৭৩৬৮ এর অংশে	০০.৭৭ একর	৫৭,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৭	খানাবাড়ী জেলা-নরসিংদী	কিঃ মিঃ ২৫৩/৪-৬ এর মধ্যে, রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-উত্তর মির্জানগর, খতিয়ান নং-০৩, জেএল নং-৮৬, আরএস দাগ নং-১০৯৪, ৩৭৯৫ এর অংশে	০০.৫৩ একর	৩৯,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৮	খানাবাড়ী জেলা-নরসিংদী	কিঃ মিঃ ২৫৩/৩-৫ এর মধ্যে, রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-উত্তর মির্জানগর, খতিয়ান নং-০৩, জেএল নং-৮৬, আরএস দাগ নং-৬৯৫ এর অংশে	০০.৫১ একর	৩৮,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৫৯	দৌলদকান্দি জেলা-নরসিংদী	মৌজা-বেগমাবাদ, খতিয়ান নং-০২, জেএল নং-২৯, আরএস দাগ নং-৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০ এর অংশ	০.৫৯ একর	৪৪,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬০	কুড়িপাড়া জেলা-নরসিংদী	মৌজা-কুড়িপাড়া, খতিয়ান নং-০৩, জেএল নং-১৬, আরএস দাগ নং-২০৯, ২১১ এর অংশ	২.৭৪ একর	২,০৫,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬১	কুড়িপাড়া জেলা-নরসিংদী	মৌজা-কুড়িপাড়া, খতিয়ান নং-০৩, জেএল নং-১৬, আরএস দাগ নং-৭০৬ এর অংশ	১.৮৯ একর	১,৪১,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬২	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-বাদুয়ারচর, জেএল নং-৪২, খতিয়ান নং-১/১, বিআরএস দাগ নং-৯২৪ এর অংশে।	০.৯৭ একর	৭২,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬৩	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে, মৌজা-বাদুয়ারচর, জেএল নং-৪২, খতিয়ান নং-১/১, বিআরএস দাগ নং-৯২০, ৯২১ এর অংশে।	০.৬১ একর	৪৫,৭৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬৪	নরসিংদী জেলা-নরসিংদী	রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে, মৌজা-বাদুয়ারচর, জেএল নং-৪২, খতিয়ান নং-১/১, বিআরএস দাগ নং-৮৮৬ এর অংশে	০.৫৫ একর	৪১,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬৫	বন্দর জেলা-নারায়ণগঞ্জ	মৌজা-গোবিন্দমন্ডলী, জেএল নং-২৩৩, এসএ দাগ নং-১২১, ১২২, ১২৮ এবং মৌজা-বন্দর, জেএল নং-২২৯, এসএ দাগ নং-১, ২, ৩ এর অংশে ২ খন্ডে।	১.০৬ একর	৭৯,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬৬	নবীগঞ্জ জেলা-নারায়ণগঞ্জ	মৌজা-কুশিয়ারা, জেএল নং-৪১, খতিয়ান নং-০৩, এসএ দাগ নং-১৭। মৌজা-নবীগঞ্জ, জেএল নং-১৭, আরএস দাগ নং-৩৮৮ এর অংশে।	৩.৫৮ একর	২,৬৮,৫০০/-	ঐ	ঐ	ঐ
৬৭	ভৈরব জেলা-কিশোরগঞ্জ	মৌজা-কমলপুর, জেএল নং-১৭, খতিয়ান নং-০৬, আরএস দাগ নং-২৯৯৪। মৌজা-নবীগঞ্জ, জেএল নং-১৭, আরএস দাগ নং-৩৮৮ এর অংশে।	৮.৯৫ একর	৬,৭১,২৫০/-	ঐ	ঐ	ঐ

৭.১০.২০২৪

(মো. আব্দুস সোবহান)
বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৭১১৬৯১৬১১
deodhaka10@gmail.com

এস (২৪) (২০১)

ডিমের বিকল্প নেই

ফয়েজ রেজা

আজকে তুমি আস্ত খাবে নাশতায়
আগামীকাল থালা হাতে, রাস্তায়।
প্রতিবেশী দেখবে—'অবাক চিত্র'
বলবে তুমি 'ফ্যাসিবাদের মিত্র'।

দিনে ডজন ডিম খেয়েছ আগেও
ডিম থেরাপি জুটবে তোমার ভাগেও।
নাটক করো? অভাব পড়ল থিমের?
সবার মুখে গল্প গরম ডিমের।

ডিমের ওপর চড়াও ছিল আপাও
তুমিও দোষ ডিমের ওপর চাপাও।
আপা গেল ঢাকা ছেড়ে দিল্লি
বলল—কটি ডিমের কুসুম গিললি?

তারকাদের ভাতের হোটেল বন্ধ
নেতার মুখে পচা ডিমের গন্ধ।
এরা কারা? কোত্থেকে ডিম ছুড়ছে?
ডিম বাতাসে খাঁচি থেকে উড়ছে?

উড়তে উড়তে ভাঙছে ডগা নাকের
উচিত শিক্ষা হচ্ছে না তাও কাকের।
ডিম প্রতিদিন সর্বজনীন খাবার
ডিমের দামে নাস্তানাবুদ আবার
দাম কমেনি রিসেট বাটন টিপেও
অভিযানে ডিম মেলে না ডিপেও।

পরিবর্তন হয়েছে কি দেশের?
ডিম ছাড়া কি 'মিল' জুটেছে মেসের?
পদে থাকলে জলে চুবাই
পদ হারালে দিল্লি, দুবাই
ফিরে এলে ডিমথেরাপির
গল্প আছে মনেই
তাঁর বিকল্প আছে দেশে
ডিমের বিকল্প নেই।

ডিমের বাজার

আহমেদ সাব্বির

ডিমের বাজার অস্থিতিশীল
ডিম কী করে কিনি!
মুরগি অবাক! ডিম নিয়ে কে
খেলছে ছিনিমিনি?

অল্প খেয়ে টুপুস করে
ডিম পেড়ে দেয় তারা
আর এদিকে দাম বাড়িয়ে
লাফায় লাফাঙ্গারা।

ডিমের এমন অস্থিরতায়
জ্বলছে মাথার তালু
ফ্রিজের ভেতর ডিমের কেসে
পাচ্ছে শোভা আলু।

এক হালি ডিম কিনতে গেলে
চোখ হয়ে যায় ট্যারা
ডিম না পেলে ব্যাচেলরদের
জীবন ছ্যাড়াব্যাড়া।

আমদানিতেও দাম কমে না
ডিম জোটে না পাতে
মুরগি মহল উদ্বিগ্ন
ডিম যায় কোন খাতে?

ডিমের ডিমান্ড বাড়ছে যতই
পাকাচ্ছে গ্যাঞ্জাম
ডিম বয়কট করলে সবাই
কমবে ডিমের দাম?

অলংকরণ : আপন জোয়ার্দার

কার্টুন : সব্যসাচী চাকমা

যতই 'আন্ডা' বলে ডাকেন, একে আন্ডারেস্টিমেট করার কোনো সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে যদি ডিম নিয়েই বেধে যায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কী ঘটতে পারে সেই যুদ্ধে?

ডিম নিয়ে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে

যুক্তরাষ্ট্রের মুরগিবট

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ডিমের মজুত নিয়ে বসে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তারা ডিম পাড়া মুরগিবটও (রোবট মুরগি) আবিষ্কার করে ফেলতে পারে, বলা যায় না! এরপর যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধুরাষ্ট্রগুলোতে ডিম পাঠাবে। পাশাপাশি রাশিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়ায় ডিম দিয়ে হামলা চালানোর হুমকিও দিতে থাকবে।

রাশিয়ার পারমাণবিক ডিম

যুক্তরাষ্ট্রের ডিম-হুমকির জবাবে পারমাণবিক ডিম আবিষ্কার করে ফেলবে রাশিয়া। বড় আকারের একটা পারমাণবিক ডিম যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাক করে রাখবে তারা।

যুক্তরাজ্যে হাঁস-মুরগির আন্দোলন

যুক্তরাষ্ট্রের ডিম নীতিকে সমর্থন জানিয়ে মাঠে নামবে তারা। নিয়মিত ডিম না পাড়লে দেশের সব হাঁস-মুরগিকে আফ্রিকার কোনো দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিতে পারে। এই হুমকি শুনে ডিম পাড়া-না পাড়ার অধিকার আদায়ে আন্দোলনের ডাক দেবে ইংরেজ হাঁস-মুরগিরা।

উত্তর কোরিয়ায় অন্তত ৫টি ডিম পাড়ার নির্দেশ

ডিম দিয়ে একের পর এক মিসাইল বানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ছুড়তে থাকবেন কিম জং-উন। আরও বেশি ডিমের জোগানের জন্য দেশের সব হাঁস-মুরগিকে দিনে অন্তত পাঁচটি ডিম পাড়ার নির্দেশ দেবেন তিনি। এই আদেশ অমান্যকারী হাঁস বা মুরগিকে বিনা শর্তে বারবিকিউ করা হবে, এমন হুঁশিয়ারিও আসবে সরকারিভাবে।

জাপানের বিশাল কড়াই

শত্রুপক্ষের পারমাণবিক কিংবা অমানবিক যেকোনো প্রকার ডিমের আঘাত থেকে বাঁচতে দেশের আকাশসীমায় জাপান নির্মাণ করে ফেলবে বিশাল এক কড়াই, যেন কোনো দিক থেকে ডিমের আঘাত এলেই সেটা তৎক্ষণাৎ অমলেট হয়ে যায়। যুদ্ধেও খাদ্যব্যবস্থার এই টেকসই সমাধান দেখে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে যাবে।

চীনে ঘরে ঘরে ডিম তৈরি

নিজেদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম আছে বোঝাতে প্লাস্টিকের ডিমের উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে চীন। কুটিরশিল্পের মতো বাড়ি বাড়ি ছেলে-বুড়োরা মিলে ডিম তৈরি করবেন। ডিমশিল্পের এমন অবনতি দেখে চীনের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবে 'নিখিল ডিমপাড়া পশুপাখিকল্যাণ সমিতি'।

ফ্রান্সে ডিমের বিকল্প

ডিমের ওপর চাপ কমাতে ফরাসিরা ডিমের পরিবর্তে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়া শুরু করবে। সুযোগ বুঝে দুর্বল কোনো আফ্রিকান দেশে গিয়ে ওদের সব হাঁস-মুরগি নিয়ে আসবে তারা। অন্যদিকে ডিম নিয়ে বই লিখে নোবেল পেয়ে যাবেন ফরাসি কোনো লেখক।

ভারতে ডিম নিয়ে সিনেমা

ডিম-যুদ্ধে নিঃসন্দেহে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাকিস্তানের ডিমাগারে হামলা চালিয়ে কীভাবে ভারতের দুর্ধর্ষ এজেন্টরা ডিমের বিরাট চালান উদ্ধার করে নিয়ে এল, তা নিয়ে বলিউডে তৈরি হয়ে যাবে একাধিক সিনেমা। যাতে অভিনয় করবেন ডিম্পল কাপাডিয়া। 'ইলিশের ডিম দাও, মুরগির ডিম নাও'—বাংলাদেশের সঙ্গে এমন চুক্তিও করতে পারে তারা।

বাংলাদেশ

সারা দেশে ডিমের খরা চললেও দেখা যাবে, কতিপয় ব্যবসায়ী, মজুতদার আগে থেকেই লাখ লাখ ডিম স্টক করে রেখেছেন। তাঁদের খাটের নিচে ডিম, বালিশের ভেতরে ডিম। এ ছাড়া 'আজ বিকেল পাঁচটায় আকাশ থেকে ডিম পড়বে', ফেসবুকে এমন এক পোস্ট ভাইরাল হয়ে যেতেও পারে। দেখা যাবে, দলে দলে মানুষ ছাদের ওপর জাল বিছিয়ে বসেছে ডিম ধরবে বলে।

● রম্যগল্প

ডাক্তার হয়েছি বলে

রাফিয়া আলম

হাসপাতালের পাশের হোটেলে একটা খাবারই শুধু মুখে দেওয়া যায়। চা। মামা চায়ের সঙ্গে বিনা মূল্যে একটু কফিও মেশায়। আরও কী মেশায় জানি না। পরোটা আর আলুভাজি খেয়ে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ফোনটা টুং করে উঠল তখনই। হোয়াটসঅ্যাপে একটা ছবি এসেছে। দেখেই মেজাজ খারাপ হলো। চা খাওয়ার ইচ্ছাটাও মরে গেল।

'কিরে রাফসান, কোনো সমস্যা?' পাশ থেকে বন্ধু সাঈদ জানতে চায়।

'নাহ। বাদ দে।' এড়িয়ে গেলাম।

দুই বন্ধু যখন লাইব্রেরির দিকে এগোচ্ছি, তখনই কলটা এল। একটু আগে যে নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসেছে, সেই একই নম্বর। রিসিভ করতে না করতেই ওপাশ থেকে ছুটে এল একগাদা অভিযোগ। 'বড় ডাক্তার' হয়ে কাছের মানুষদের ভুলে গেছি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফোন করেছে ছোটবেলার সহপাঠী মাইদুল। একটু আগেই বাচ্চার তরল পটির ছবি পাঠিয়েছে সে। লিখেছে, 'সকাল থেকে বাবু তিনবার এ রকম পটি করেছে। কী খাওয়ালে বন্ধ হবে রে?' নম্বরটা সেভ করা ছিল না। তাই উত্তরে লিখেছিলাম, 'স্যালাইন খাওয়ান। আর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।' কেন নম্বর সেভ করে রাখিনি, কেন ওষুধপথ্য না দিয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলাম, এই হলো অভিযোগ।

ক্লান্ত স্বরে জানালাম, ডিউটিতে খুব চাপ গেছে কাল রাতে। কে শোনে কার কথা! একগাদা গালাগাল করে ফোন রেখে দিল।

চা খাওয়ার ইচ্ছা মরেছিল আগেই, এবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার ইচ্ছাটারও অকালমৃত্যু হলো। মেডিকেল কলেজে ঢোকার লড়াই থেকেই শুরু করে সেই তো পড়েই যাচ্ছি। মাইদুল ফোন করেছিল বাচ্চার অসুস্থতার জন্য। আর আমি বাচ্চার মায়ের দেখাই পেলাম না এখনো! এমবিবিএসের পর এফসিপিএস, এমডি, এমএস...এসব করতে করতেই জীবন পার। ট্রেনিং বা কোর্সে নামকাওয়াস্তে একটা ভাতা দেওয়া হয়। তাতে আবার শর্ত জুড়ে দেওয়া থাকে, অন্য কোথাও কাজ করা যাবে না। দুনিয়ার লোক 'কসাই' উপাধি দিয়ে বসে আছে, অথচ একটা পরিবার চালানোর মতো আয়ও একজন উঠতি ডাক্তারের নেই, সে কথা কে বুঝবে! পরিবার তো

কার্টুন : লতিফ হোসাইন/এআই আর্ট

দূর, বিয়ের আগে কারও সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন একটা সম্পর্ক এগিয়ে নেব, সেই উপায়ও নেই। সময় কোথায়?

আমার মতো ডাক্তারদের ঠিকানা হলো আজিজ মার্কেট। ঘুপচি ঘর, বেঁচে থাকার জন্য দুমুঠো খাবার, আর মোটকা মোটকা বই—এই নিয়েই সংসার। একই ঘরে আমার মতো আছে আরও তিনজন। একদিক থেকে ভালো। এই সংসারে বাচ্চা নেই, বাচ্চার পটি নিয়ে দুশ্চিন্তাও নেই!

বিছানায় শুয়ে সাতপাঁচ ভাবছিলাম। আবার ফোন। এবার ওপাশে বাবার এক চাচাতো চাচা। ফোন ধরতেই তাঁর অভিযোগের বন্যায় ভেসে গেলাম। 'ডাক্তার হইসো, মুরুব্বিদের খোঁজ রাখো না কেন?'

'সরি দাদু, ব্যস্ত থাকি তো...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই বললেন, 'এত ব্যস্ততা দেখাইবা না। বিয়েশাদিও তো করো নাই। তোমার বউ-বাচ্চার মুখ দেখব না?' এইটুকু কুশল বিনিময়ের পর শুরু হলো তাঁর শারীরিক সমস্যার ফিরিস্তি। সব শুনে কিছু ওষুধের নাম বলে দিলাম, কী কী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে তা-ও বললাম। তিনি বললেন, 'তোমরা ছোট মানুষ, এত সমস্যার কী বুঝবা? তুমি আমারে বলো এই সব সমস্যার জন্য কারে দেখাইলে ভালো হইব?' একজন বিশেষজ্ঞের নামও বলে দিলাম।

শুনে বললেন, 'অ, তোমার হাসপাতালেই বসে? তোমার নাম কইলে কিছু কমায়-সমায় রাখবে না?'

মেজাজটা যদিও চড়ে গেছে ততক্ষণে। তা-ও শান্ত স্বরে বললাম, 'এ রকম নিয়ম নাই।' বললেন, 'আরে রাখো তোমার নিয়মকানুন! তুমি আমার লগে যাইবা ওই ডাক্তারের কাছে। গিয়া নিজে বলবা তোমার দাদুরে নিয়া আসছ।' আবদারের পালা শেষে ফোন রাখলেন তিনি।

এই দীর্ঘ আলাপের মধ্যে আরেকটা ফোন ঢুকছিল। এই ফোনটা করেছে আমার খালার দেবরের ছেলের বন্ধু। জীবনে একবারই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। বুদ্ধি করে নম্বর রেখে দিয়েছে সে। কল ব্যাক করলাম।

সে অবশ্য কোনো অভিযোগ করল না। কুশল বিনিময়ের ঝামেলায়ও গেল না। সরাসরি জানতে চাইল, 'মেডিসিনের কোন ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো হবে?' ডাক্তারের নাম-ঠিকানা বলে দিলাম। এবার জানতে চাইল, 'উনি প্রফেসর তো?'

'কেন? তুমি কি ওনার আন্ডারে ট্রেনিং করবা?' ছেলেটা অবশ্য আমার খোঁচাটা গায়ে মাখল না। আহ্লাদি ঢঙে বলল, 'একটু সিরিয়ালটা নিয়ে দেন না ভাই।'

● ছবির ধাঁধা ৬২

প্রিয় ফফর

বাংলাদেশের খেলা দে । আমার কাছে একপ্রকার টক্সিক রিলেশন -এর মতো হয়ে গেছে। জানি, শেষমেশ কষ্ট পাব, তারপরও ছাড়তে পারি না। বা ধোঁকা খেয়েও আমার শিক্ষা হয় না। তা ছাড়া, একটা জিনিস লক্ষ করেছিস? এমনিতে এদের খারাপ খেলার ক থামানো যায় না। কিন্তু তুই যখনই খেলা দেখা বাদ দিতে চাইবি, তখনই এরা দু-একটা অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড কিংবা সাউথ আফ্রি মতো খেলে ফেলবে! তারপর তুই আশাবাদী হয়ে আরও কিছুদিনের জন্য খেলা দেখা চালিয়ে যাবি। এই চক্র থেকে এবার পা । কিভাবে বের হয়ে আসতে চাই। দোয়া করিস।

ইতি, ন

আইডিয়া : **আশফাকুর রহমান**

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ১৪ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথা com, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

ছবির ধাঁধা ৬১ বিজয়ী

১.**সুমাইয়া**, রংপুর
২. **আসিফ আল-মেহেদী হাসান**, খুলনা

ছবির ধাঁধা ৬১-এর উত্তর

মই, চাল, নেট, কই, ফাইল, পলো, গোল, বুক, পদ, টুল

● রসমসাময়িক

তাপস যেভাবে কোটি টাকা বাঁচালেন

রিয়াদ হাসান

সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের জন্য প্রতিদিন ভাত আনার কাজে নিয়োজিত ছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একটি গাড়ি। সেই গাড়ির জন্য আবার দিনে ২০ লিটার তেলও বরাদ্দ ছিল। সব মিলিয়ে এই ভাতবাহী গাড়ির পেছনেই মাসে সরকারের খরচ হতো ৫৫ হাজার টাকা।

সামান্য এই কয়টা টাকা নিয়ে সুধীমহলে বেশ তোলপাড় শুরু হয়েছে। অথচ তাপস সাহেব যে দেশের কত টাকা বাঁচিয়ে দিলেন, সেই হিসাব কেউ করছেন না। আসুন, একটু পাটিগণিত করা যাক—

- এত বড় পদে বসেও মানুষটি বাসা থেকে ভাত আনিয়ে খেতেন, শুনেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি তো প্রতিদিন সিঙ্গাপুর থেকে চাওমিন আনিয়েও খেতে পারতেন। থাইল্যান্ড থেকে আনাতে পারতেন থাই ফ্রায়েড রাইস। সে ক্ষেত্রে মেয়র স্যারের জন্য একটা আলাদা উড়োজাহাজ কিনতে হতো, পাইলট নিয়োগ দিতে হতো। উড়োজাহাজের জ্বালানি বাবদও খরচ হয়ে যেত কোটি টাকা। মেয়র তাঁর ক্ষমতাবলে অনায়াসেই এই বন্দোবস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। একজন পাক্কা দেশপ্রেমী বলেই ভাতের ওপর আস্থা রেখেছেন। আজ লোকটা পদে নেই বলে শেষ পর্যন্ত আপনারা তাঁকে ভাতের খোঁটা দিচ্ছেন! ছি!
- মনে করিয়ে দিই, গত বছর ঢাকায় যখন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হচ্ছিল, সেই সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ১৭ দিনের বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন সাবেক মেয়র তাপস। মশকনিধনে মেয়রের গাফিলতির প্রতিবাদে অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন তখন। অথচ একবার ভেবে দেখুন, বিদেশে থাকা অবস্থায়ও তো তিনি প্রতিদিন বনানীর বাসা থেকে ভাত নেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারতেন, তাহলে কত টাকাই-না খরচ হতো! তা না করে বিদেশে বেচারা কি-না-কি খেয়ে দিন পার করেছেন, কে জানে!
- শুধু শহরের নাগরিকদের কথা ভেবে ফজলে নূর তাপস তাঁর বাড়ি থেকে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে অফিস যেতেন। কাজের প্রতি কতটা সিরিয়াস হলে একজন মেয়র এমন করতে পারেন, ভাবেন! অফিসে না গিয়ে তিনি অফিসটা বাসার কাছে নিয়ে আসতে পারতেন, কিংবা বাসা নিতে পারতেন অফিসের কাছে। তখন আবার নতুন একটা ফ্ল্যাট সাজাও রে, আসবাব কেনো রে, কত খরচ! এসব না করে তাপস সাহেব দেশের কত টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেই হিসাব তো আপনারা করছেন না।
- মেয়র তাপস যদি বাসার ভাত না খেতেন, তাহলে হয়তো হোটেলের অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে তাঁর পেটে পীড়া দেখা দিত। রোগবালাইয়ের চিকিৎসার জন্য তাঁকে যেতে হতো সিঙ্গাপুর, দুবাই কিংবা যুক্তরাজ্যে। এই চিকিৎসার খরচও তো সরকারের কোষাগার থেকেই যেত। বিপুল অঙ্কের এই টাকা বাঁচাতেই তাপস কষ্ট করে বাসা থেকে ভাত আনিয়ে খেয়েছেন।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২ ব.ফু., মেরুল-বাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৫, ০১৭৩০০৮৮০০৬। এসবি-৬০১২১২

✱ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭ ব.ফু., ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১ ব.ফু., পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩ ব.ফু. ও শ্যামলী রিং রোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭২৯২০২০০৭, ০১৭০৮১৪৬৩৭৫। এসবি-৬০১২১৪

✱ বসুন্ধরা, খিলগাঁও, ধানমন্ডিতে নিরিবিলি পরিবেশে বিডিডিএল এর প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৮, ০১৭৫৫৫১১০১৯। ডি-৬০১২১৭

✱ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০১০৩৫

✱ গুলবাগ, মালিবাগে অবস্থিত ১৫৮৬ ব.ফু. ৩য় তলায় (১.৫ কোটি টাকা) ও ৮৩২ ব.ফু. ৪র্থ তলায় (৫০ লক্ষ টাকা) আয়তনে (দুটি গাড়ি পার্কিংসহ) ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ক্রেতাগণ। ০১৭১১-৩৬০৮৭৪। ডি-৬০১০৭২

✱ বিশেষ ছাড়ে বিক্রয় রেডি ফ্ল্যাট- মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বারিধারা জে-ব্লক ও যশোরে বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৩১৬৮১৪৮২৩। সি-৬০১০৭৬

✱ মোহাম্মদপুর রেসিডেনসিয়াল স্কুলের সন্নিকটে রেডি ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস সংযোগসহ সুলভমূল্যে দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। সি-৬০১০৭৭

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৩২৯৬৯৩০৬৪। টিবু-৬০১১৩০

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে কে-ব্লকে ৫ ও ১০ কাঠা, এম-ব্লকে ২০০ ফিটের পাশে ৮ কাঠা দক্ষিণ-পূর্বমুখী এবং এন-ব্লকে ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় হইবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭৪০০৫০০৩২। যাবু-৬০১১৭৯

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৭৯। টিবু-৬০১১৩৩

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-২৪৩৮৬০। টিবু-৬০১১১৭

✱ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার ওপর, খেলারমাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০১১০৮

✱ আর্মি হাউজিং/ জলসিঁড়ি/ মাদানি এভিনিউ সংলগ্ন রেডি প্লটে এককালীন ও কিস্তিতে বুকিং দিন। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-৯৯২২১২। ডি-৬০১১৩৭

✱ "ঢাকার সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা বসুন্ধরায়" ৬০ ফিট সড়ক, ব্লক-এন, দক্ষিণমুখী ১০ কাঠা প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৪২২৩৬১, ০১৭০৮৪২২৩৩৭। ডি-৬০১১২৮

পাত্র চাই

✱ বিএসসি সিএসই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, আইটি ফার্মে কর্মরত গুলশান। বাবা সরকারি কর্মকর্তা (২৫-৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য দেশে/প্রবাসে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০১১০১

✱ ঢাকায় সেটেল্ড শিক্ষিত পরিবারের কন্যা, এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল (ইন্টার্নিরত) (২৪-৫´-৩´´) সুন্দরী হিজাবি পাত্রীর ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০১১০২

✱ সদ্য পাসকৃত ইউকে গ্র্যাজুয়েট ট্যালেন্টেড সুদর্শনার ইউকে/ ইউএসএ সেটেল্ড উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া", বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান ১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০১১৯৪

আবশ্যক

✱ সর্বশেষ এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী চিনাইর আঞ্জুমান আরা উচ্চবিদ্যালয়, ভাতশালা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিধিমোতাবেক ১ জন করে প্রধান শিক্ষক, অফিস সহায়ক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নৈশপ্রহরী আবশ্যক। প্রধান শিক্ষক পদে ১৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সভাপতি বরাবর ৩০/১০/২০২৪ইং মধ্যে আবেদন করুন। প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), ০১৭১৬-৯৫৯৩৬০। ডি-৬০১১৩৫

বিবিধ

✱ **রিসোর্ট শেয়ার :** ঢাকার সন্নিকটে ১০ লাখ টাকায় ২ শতক জমি মাসে ভাড়া পান ১২ হাজার টাকা। আলোকিত জহির রিসোর্ট-০১৭০৬০৩৫২৩৩। টিবু-৬০১১৭২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮ ব.ফু., বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯ ব.ফু., বারিধারায় ২০৩৯ ব.ফু. ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৩০০৮৮০০৬, ০১৭২৯২০২০০৭। এসবি-৬০১২১৩

✱ বসুন্ধরা আফতাবনগর সাভার ডিওএইচএস-এর আকর্ষণীয় লোকেশনে প্রায় রেডি ১১৭৫-২১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। (এনপিএল) ০১৩২৯৭০৭৭২৬, ০১৯৬৬৬১১৮৫৫। সি-৬০০১১৪

✱ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে স্বনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলার সামনে কর্নার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। সি-৬০১১১৯

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৬ তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। সি-৬০১১২০

✱ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ ব.ফু. রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০১০৯৫

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় স্বপ্ন সুপার শপ এর বিপরীতে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৩০২৫৩৫৫২২। ডি-৬০১১৩১

প্লট বিক্রয়

✱ রাজউকের পূর্বাচলে ১১/১৫/১৬নং সেক্টরে বড় ও বড় রোডের কর্ণার ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৬১১-১০২০৪৪, ০১৭১৩-৬০৮৩৩৩। ডি-৬০১১৭০

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৯নং সেক্টরে ৩ কাঠা প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০১১৭১

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এল-ব্লকে ৪ কাঠা সামনে ৪০ ফুট রাস্তা ও ৩ কাঠা, পি ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০১১৮৩

✱ বারিধারা বসুন্ধরা পি এক্সটেনশন ব্লকে প্লট ৩৮৯৫ রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন করা ৪ কাঠা দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার। মোবা : ০১৭৩৭৫১২১৪৬, ০১৭১১২২৪১০২। যাবু-৬০১১৮৪

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬ কাঠা রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন ও বাউন্ডারি করা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭১৩৬১৪৮৯৪, ০১৭১৫৫৯৫০৭৬। যাবু-৬০১১৮১

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিকে আই-ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৭৯২১৪১৩২, ০১৯৭৯২১৪১৩২। যাবু-৬০১১৮২

✱ জাপান ইকোনোমিক জোনের পাশে বাংলাদেশের সবচেয়ে নান্দনিক লোকেশনে যদি হয় আপনার বসবাস, সাথে আপনার বিনিয়োগ হবে স্বল্প সময়ে কয়েক গুণ। উন্নয়নকাজ দেখে আজই বুকিং করুন। ০১৪০১-১৪৪১৫৩। ডি-৬০১১৯৮

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ পাইলট, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, সিটিজেন, শিল্পপতি ও এমবিএ সুন্দরীসহ সকল পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। সোনিয়া আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০১২১০

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টি ভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৮-৮৭০৬৮০। ডি-৬০১২১১

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০১০৯৮

ভাড়া হবে

✱ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৭টি রুম-সংবলিত লিফট, জেনারেটর ও কারপার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০১১৬২

✱ **ভাড়া হবে :** ফ্যাক্টরি শেড/গোডাউন, সাভার হেমায়েতপুর ৭৫০০ বর্গফুট আধুনিক সুবিধাসহ শেড তিন দিকে প্রশস্ত রাস্তা সার্বক্ষণিক আনসার দ্বারা সুরক্ষিত। ০১৭৯৯৬৬৯৪৪৭। ডি-৬০১১৮৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সাভার ডি ও এইচ এস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮১৪৬৩৮১, ০১৭০৮১৪৬৩৮২। এসবি-৬০১২১৫

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। মোবা : ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০১১২৭

✱ বনশ্রী জি-ব্লক ৩নং রোডে দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ভবনে সর্বোচ্চ মূল্য ছাড়ে ৪ বেডরুমের ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে। যোগাযোগ : ০১৮৯৬০৮৮৮০৪, ০১৮৯৬০৮৮৮০৫। ডি-৬০১১৯২

✱ আফতাবনগরের ডি-ব্লকে ৩ বেডরুমের প্রায় রেডি ১৬০০ বর্গফুটের ও বনশ্রীর এম-ব্লকে ১৬৫০ বর্গফুটের ৩ বেডরুমের ১০০% রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭৩১৫২৯৪৬৮। ডি-৬০১১৭৪

✱ ফ্ল্যাট শেয়ার : মোহাম্মদপুর থেকে মাত্র ৩.২ কিলোমিটার দূরত্বে ফ্ল্যাট শেয়ার কিনুন মাত্র ১৪ লক্ষ টাকায়। যোগাযোগ : ০১৭৯১০৪৮১২২। মহাবু-৬০১১৯৫

পাত্রী চাই

✱ এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল, এফসিপিএস পার্ট-টু, বিসিএস ৩৯তম (৩৪-৫´-১০´´) ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী (আর্জেন্ট) ০১৭৮২৫৫৬৫৯০। যাবু-৬০১২০৯

✱ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬´-০´´+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৬´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০১১৪৭

✱ ভার্জিনিয়া, আটলান্টা, নিউইয়র্ক টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া বোস্টন ফ্লোরিডা, ডালাস ও ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৬০১১৩৯

✱ কানাডার মন্টিয়ল অটোয়া টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভার ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মেলবোর্ন ক্যানবেরা ও পার্থে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৬০১১৪০

✱ নিউইয়র্কে বসবাসরত সরকারি চাকরিরত পাত্রের (২৮-৫´-৮´´)-এর জন্য লক্ষ্মী ও সুন্দরী (২৪-৫´-৪´´) দেশি/ আমেরিকান পাত্রী। মোবা : ০১৭৭২২১০২০১। ডি-৬০১০৭১

✱ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিনাউন ইউনিভার্সিটি আমেরিকা, বিএসসি সিএসই বুয়েট, পিএইচডি আমেরিকা (৩৪-৫´-১০´´) ডিভোর্স পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০১১০৪

✱ বিসিএস স্বাস্থ্য, এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল, এফসিপিএস পার্ট-২ কোর্সে আছেন, ঢাকায় সেটেল্ড (৩০-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০১১০৭

✱ আমেরিকার সিটিজেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফটে কর্মরত সিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং- বুয়েট পিএইচডি, এমএস কম্পিউটার সায়েন্স-আমেরিকা সুদর্শন (৩২-৫´-১১´´) পাত্রের +৮৮০১৭৬৭০০১৯৮৬। ডি-৬০১১০০

✱ ও লেভেল, এ লেভেল, বিএসসি (এনএসইউ), মাস্টার্স কানাডা। কানাডায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত (৩১-৬) পাত্রের জন্য পাত্রী। +৮৮০১৩১৭৮০১৭১১। ডি-৬০১০৯৯

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, ব্যাংক কর্মকর্তার কনিষ্ঠ পুত্র (৫´-৮´´+৩২) বিএসসি বুয়েট এমএসসি জাবি। ম্যানেজার রবি লিমিটেড। শর্ট ডিভোর্স পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০১১৭৫

জমি বিক্রয়

✱ জরুরি প্রয়োজনে রাজউক পূর্বাচল সেক্টর ১০, রোড ৪১৪ পূর্বমুখী ক্যাটাগরি প্রবাসী জমি ১০ কাঠা বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯১৪-৭৭৬৬৪৪। টিবু-৬০১১২৫

✱ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লিঃ.। ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। ডি-৬০১১২৪

✱ জমির শেয়ার : মধুসিটি আ/এ, মোঃপুর-বসিলা ১০০´ সংযোগ রোডের সাথে ১০ কাঠার কর্নার রেডি প্লটের শেয়ার। মূল্য ১০,০০,০০০/-। ০১৭১৪৯৭৩০৮৮, ০১৭০৭০০৯৭০৯। মহাবু-৬০১১৯৬

Board of Intermediate & Secondary Education, Cumilla

Kandirpar, Cumilla, Phone: 02334406328
www.comillaboard.gov.bd

Notice No. 259/2024 Date-08/10/2024

e-Tender Notice

This is an online tender where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, Registration in the National e-GP System portal (www.e-procure.gov.bd) is required.

Tender ID	Procurement Title	Type, Method	Closing Date & Time
1022230	Two size Question paper Envelopes by Aluminum foil 3 layer mate lamination	NCT OTM	23/10/2024 12:00PM

(Professor Noor Mohammad)
Secretary
Board of Intermediate & Secondary Education
Cumilla
Phone: 0233446470

Bangladesh Election Commission
Election Commission Secretariat
Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 2nd Phase (1st Revised) Project
8th floor, Nirbachan Bhaban
Agargaon, Dhaka-1207.

Memo No.: 17.14.0000.240.07.176.2024-3092 Date: 08/10/2024

Corrigendum

e-Tender Notice (OTM)

All intended tenderers are to be notified that the following modification if the e-GP tender notice no 176/2024-2718 have been made due to unavoidable circumstances. Such changes shall be part and parcel of the tender document.

Tender ID & Package No.	Package name	Description	Old Date & Time	New Date & Time
1008034 GD-14.1 /07.176.2024	Purchase of necessary hardware for the Data Center to establish an archive	Document Last Selling Date & Time	09-Oct-2024; 17.00 pm	20-Oct-2024; 17.00 pm
		Closing Date & Time	10-Oct-2024; 11.30 am	21-Oct-2024; 11.30 am
		Opening Date & Time	10-Oct-2024; 11.30am	21-Oct-2024; 11.30 am

Other terms and conditions of the tender shall remain same.

Abul Hasnat Mohammad Sayem
Brigadier General
Project Director
IDEA Project (2nd Phase)
Phone: 55007594
Email: pd.idea2.bd@gmail.com

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Project Director
Strengthening Operational Capacity of the Department of Land Records and Surveys (DLR&S) for Digital Survey Project (1st Revised)
Department of Land Records and Surveys
98, Bhumi Bhaban (Level-11), Shaheed Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208
Website: www.dlrs.gov.bd, E-mail: pd_socdigs@dlrs.gov.bd, Phone- 02-41024901

Request for Expressions of Interest (REoI)

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

1.	**Ministry/Division**	Ministry of Land
2.	**Agency**	Department of Land Records and Surveys (DLR&S)
3.	**Procuring Entity Name**	Project Director, Strengthening Operational Capacity of the Department of Land Records and Surveys (DLR&S) for Digital Survey Project (1st Revised)
4.	**Procuring Entity Code**	Not used at present
5.	**Procuring Entity District**	Dhaka
6.	**Expression of Interest for Selection of**	Consulting Firm (National, Lump Sum)
7.	**Title of Service: (4 Packages)**	(see packages below)

Package No.	Name of Package
SD-18	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 8,76,205 Acres of Land in 8 Upazilas of Patuakhali District
SD-19	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 6,03,433 Acres of Land in 6 Upazilas of Barguna and 2 Upazilas of Other District
SD-20	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 5,37,458 Acres of Land in 9 Upazilas of Pabna District
SD-21	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 4,65,526 Acres of Land in 7 Upazilas of Sirajganj District

8.	**EoI Ref No.**	**31.03.0000.014.07.129.24-678**
9.	**Date**	**09 October 2024**
	KEY INFORMATION	
10.	**Procurement Method**	Quality and Cost Based Selection (QCBS)
	FUNDING INFORMATION	
11.	**Budget and Source of Funds**	Development Budget (GoB)
12.	**Development Partners**	Not Applicable
	PARTICULAR INFORMATION	
13.	**Project/Programme Code**	224323200
14.	**Project/Programme Name**	Strengthening Operational Capacity of the Department of Land Records and Surveys (DLR&S) for Digital Survey Project (1st Revised)
15.	**EoI Publication Date**	**09 October 2024**
16.	**EoI Submission Closing Date and Time**	**Date: 04 November 2024; Time: 02:30 PM (Local Time)**
17.	**EoI Submission Place**	Office of the Project Director, Strengthening Operational Capacity of the Department of Land Records and Surveys (DLR&S) for Digital Survey Project (1st Revised), Room No. 1201, 98, Bhumi Bhaban (Level 11), Shaheed Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208.
18.	**EoI Opening Date and Time**	**Date: 04 November 2024; Time: 02:40 PM (Local Time) [according to the Rule: 114(2) of Public Procurement Rules-2008]**
	INFORMATION FOR APPLICANTS	
19.	**Brief Description of the Assignment**	For conducting the digital land survey (mauza) **(Coordinate Value database, Construction & Establishment of GCP Pillars, Image Capture, Ortho Mosaic Map, Georeferencing of Previous Mauza Map, Complete Digital Cadastral Mauza map with plot index and super imposed previous map and Database)** using modern equipment and technology like Survey Grade Drone/UAV with RTK, GPS/GNSS with RTK and ETS (Electronic Total Station), online database for mauza map with dynamic updating system etc. by the land survey company/firm.

Package no	Location	Tentative Start Date	Tentative Completion Date
SD-18	8 Upazilas of Patuakhali District	January 2025	February 2027
SD-19	6 Upazilas of Barguna and 2 Upazilas of Other District	January 2025	February 2027
SD-20	9 Upazilas of Pabna District	January 2025	February 2027
SD-21	7 Upazilas of Sirajganj District	January 2025	February 2027

20. Experience, Resources and Delivery Capacity Required

(a) Having minimum 5 (five) years of experience in Mauza related data collection and map creation works i.e. digital cadastral survey/topographic survey/mauza map survey/land acquisition plan/ master plan (physical feature survey with cadastral map). Years will be counted backwards from the date of publication of REOI in the newspapers.

(b) Having minimum 2 (two) years of specific practical experience with completion certificate in survey work by using drone technology for working in digital cadastral survey/topographic survey/mouza map survey/land acquisition plan/master plan (physical feature survey with cadastral map). In the case of Joint Venture, at least the lead firm must comply with this criteria. Years will be counted backwards from the date of publication of REOI in the newspapers.

(c) The firm must have standard/ modern GPS/GNSS, ETS, Survey Grade Drone /UAV with PPK/RTK and data processing software.

(d) Following valid and updated registrations, licenses and certificates should be enclosed:

i. Certificate of Incorporation, Trade License, VAT Registration, TIN Certificate, Income Tax Payment Certificate etc.
ii. The firm must be registered by the Survey of Bangladesh (SOB). In the case of Joint Venture, at least the lead firm must be registered by the Survey of Bangladesh (SOB).
iii. Drone flight and operation must comply with the Drone Registration and Flight Policy, 2020. Alongside Pilot license/certificate should be provided by CAAB or similar competent authority from home or abroad as per the above mentioned Policy.
iv. Liquid Assets as Working Capital/Credit Line facility shall be Tk. 20.00 (Twenty) crore for each package.
v. Satisfactory average annual turnover for the last 03 consecutive financial years (i.e 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021).

[Note: Firms should submit sufficient relevant documents in support of experience, financial capacity and other selection criteria.]

21. Other Details

1. (i) Interested firms may associate with other firms following the PPA-2006 & PPR-2008 to enhance their qualifications and capabilities but should indicate clearly whether the association is in the form of a "Joint Venture" and/or a "Sub-Consultancy".
   (ii) In the case of Joint Venture, all the partners shall be jointly and separately liable for the entire contract, if selected. Although the lead firm in the joint venture will provide the core expertise, each partner of the JV has to be reasonably qualified in terms of shortlisting criteria to take over the responsibilities of any of the partners that may fail to perform or withdraws.
   (iii) In case of Association, the Consultants must explain in the EOI submission the following issues:
   a. the rationale for forming the association; and
   b. the anticipated role and relevant qualifications of each member of the Joint Venture and/or of each sub-consultant for carrying out the assignment, to justify the proposed inclusion of the JV members and/or sub-consultants in the association.
   (iv) It is preferable to limit the maximum number of firms within 03 (three) in an association/JV including the Lead Firm.
2. The evaluation of EoIs and firms will be shortlisted pursuant to PPA-2006 & PPR-2008.
3. Interested firms may participate in multiple packages but should submit EoI for each package separately.
4. Firms must submit **1 (one) original hard copy, 1 (one) duplicate hard copy, and a soft copy on a CD/DVD/Pendrive of the EoIs in a sealed envelope labeled with the respective package no. and package name** to the following address.
5. The soft copy of 'Prescribed EoI Format', 'Draft ToR' and more information on this project can be obtained from the website of Department of Land Records and Surveys (DLR&S) (https://dlrs.gov.bd/), Ministry of Land (https://minland.gov.bd/) or from the Project Office during the office hours on any working day before the EoI submission closing date.

22.	**Association with foreign firms is**	**Not Encouraged**
	PROCURING ENTITY DETAILS	
23.	Name of Official Inviting EoI	Muhammed Ashraful Islam, Joint Secretary.
24.	Designation of Official Inviting EoI	Project Director
25.	Address of Official Inviting EoI	98, Bhumi Bhaban (Level 11), Shaheed Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208.
26.	Contact Details of Official Inviting EoI	Telephone: 02-41024901; Cellphone: 01979230050; E-mail: pd_socdigs@dlrs.gov.bd
27.	**The procuring entity reserves the right to accept or reject any/all EoIs without assigning any reason whatsoever.**	

9-10-2024
(Muhammed Ashraful Islam)
Joint Secretary
Project Director

শীর্ষে কমেডি সিরিজ

নেটফ্লিক্সের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে এরিন ফস্টারের রোমান্টিক কমেডি সিরিজ *নোবডি ওয়ান্ট দিস*। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

নোলানের নতুন

ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন সিনেমায় দেখা যেতে পারে ম্যাট ডেমনকে। এই নির্মাতা-অভিনেতা জুটিকে আগে *ইন্টারস্টেলার* ও *ওপেনহেইমার*-এ দেখা গেছে। চলচ্চিত্রবিষয়ক অনলাইন গণমাধ্যম ডেডলাইন জানিয়েছে, সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই। তবে ছবিটি নিয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। **বিনোদন ডেস্ক**

ক্রিস্টোফার নোলান। ছবি : রয়টার্স

মঞ্জুলিকা কে

গতকাল মুক্তি পেয়েছে *ভুল ভুলাইয়া* ৩ ছবির ট্রেলার। ভারতের জয়পুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গতকাল কার্তিক আরিয়ান ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত ছবিটির ট্রেলার প্রকাশ করেন নির্মাতারা। আনিস বাজমি পরিচালিত হরর কমেডি ছবিটিতে বিদ্যা বালান ও মাধুরী দীক্ষিতকেও দেখা যাবে। তবে ট্রেলার মুক্তির পরও ধোঁয়াশা রয়েই গেল—'মঞ্জুলিকা' কে, মাধুরী না বিদ্যা? জানতে হলে মনে হচ্ছে আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। **প্রতিনিধি, মুম্বাই**

ভুল ভুলাইয়া ৩-এ মাধুরী দীক্ষিত ও বিদ্যা বালান। ছবি : ভিডিও থেকে

এক দিনে দুই কনটেন্ট

ওটিটি

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় চার মাস পর আজ একই দিনে দুই প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে দুটি বাংলা কনটেন্ট : একটি ওয়েব সিরিজ, অন্যটি সিনেমা।

ভিকির 'অভিশপ্ত' সিরিজ

দুনিয়ার নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত সব ঘটনার খবরাখবর রাখেন ভিকি জাহেদ। তাঁর বানানো নাটক বা ওয়েব কনটেন্টেও নানা সময় সেই ছাপ পাওয়া যায়। তবে শুটিং করতে গিয়ে এবার নিজেই অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন নির্মাতা। 'এখন এই প্রোডাকশনের ফাইনাল কাট দেখলে, শরীর কেন যেন হঠাৎ করেই ভারী হয়ে যায়। ধরেই নিয়েছিলাম, হয়তো গল্পটা অভিশপ্ত, বাক্সবন্দী হয়ে থাকাটাই এর নিয়তি। অনেক দিন আটকে থাকার পর অবশেষে গল্পটা আপনাদের জন্য আসছে,' এক সপ্তাহ আগে এভাবেই প্রকল্পটি নিয়ে ফেসবুকে লিখেছিলেন ভিকি। বিস্তারিত জানতে চাইলে তরুণ এই নির্মাতা বলেন, 'গল্পটার বীজ বপিত হয়েছিল বছর তিনেক আগে। আর শুটিংও শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু এর থেকেই পদে পদে বাধা আসতে থাকে। বাধাগুলোও কেমন যেন—রহস্যময়, ব্যাখ্যাতীত! কিছুদিন পরপরই শুটিং স্থগিত হয়ে যায়। নানা কারণে টানা শুটিং করা সম্ভব হয় না। পাশাপাশি ছিল প্রিয়জনের মৃত্যু! দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যান।'

ভিকি জানান, শুটিং শুরু করার পর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান চিত্রগ্রাহক জাহিদ হোসেন। লাইন প্রডিউসার মাসুদুল মাহমুদ রোহানও চলে যান। পরে মারা যান আরও দুজন! অনেক বাধা পেরিয়ে আজ বেলা তিনটায় আইস্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে ওয়েব ধারাবাহিক *চক্র*। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব ও তাসনিয়া ফারিণ। ২০ পর্বের ধারাবাহিকটির প্রথম ৫ পর্ব বিনা মূল্যেই দেখা যাবে।

দর্শক এই ধারাবাহিক কেন দেখবেন? এমন প্রশ্নে গতকাল বিকেলে ভিকি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এটা আমার প্রথম এবং সম্ভবত শেষ ধারাবাহিক। এ ছাড়া এটা এমন এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত, যেটা খুবই অদ্ভুত; যা নিয়ে মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থাকবে। নিজেদের মতো করে গবেষণা করে সেটা আমরা পর্দায় তুলে এনেছি। এ ছাড়া আমার মিস্ট্রি ঘরানার কনটেন্টের কিছু দর্শক আছেন, তাঁদের জন্য এটা মাস্ট ওয়াচ (অবশ্য দ্রষ্টব্য)।'

১৭ বছর আগে ময়মনসিংহের একটি পরিবারের ৯ সদস্য 'আত্মহত্যা' করে। দেশজুড়ে আলোড়ন তোলা সেই ঘটনা থেকে প্রেরণা নিয়ে সিরিজটি তৈরি করেছেন ভিকি জাহেদ।

চক্র-এর দৃশ্যে তাসনিয়া ফারিণ। ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

ত্রিভুজ-এ অভিনয় করেছেন সোহেল মণ্ডল-মৌসুমী মৌ। ছবি : দীপ্ত প্লে

অদৃশ্য ত্রিকোণ

'হরর, থ্রিলার, ক্রাইম, মার্ডার মিস্ট্রি—ওটিটিতে সাধারণত এ ধরনের কাজই বেশি দেখি আমরা। আমি আবার সোশ্যাল ড্রামা ঘরানার কাজ করতে পছন্দ করি। মনে হলো, ওটিটিতে এ ধরনের কাজ খুব একটা হয় না। এটা ভেবে প্রস্তাব দিলে দীপ্ত প্লে রাজি হয়ে যায়,' আজ মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ওয়েব ফিল্ম *ত্রিভুজ* নিয়ে বলছিলেন আলোক হাসান। তাঁর কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ড্রামা ঘরানার কাজ। নির্মাতা জানান, ৮০ মিনিটের এই ওয়েব সিনেমায় সমাজের তিন স্তরের গল্প বলতে চেয়েছেন তিনি। গতকাল বিকেলে আলোক হাসান বলেন, 'সমাজের তিন স্তরের তিন ধরনের মানুষ একটা কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলে যায়। আমার এই গল্পে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধসহ নানা বিষয়ই উঠে এসেছে। এ ছাড়া আছে সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ। এক দম্পতির একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গল্প এগোবে, যার প্রভাব বাকি দুই দম্পতির জীবনেও পড়ে।'

চলতি বছরের জানুয়ারিতে শুটিং হওয়া *ত্রিভুজ*-এ অভিনয় করেছেন শাহরিয়ার নাজিম জয়-আনিকা কবির শখ, ইমতিয়াজ বর্ষণ-ফারিন খান ও সোহেল মণ্ডল-মৌসুমী মৌ। জানা গেছে, সমাজের তিন স্তরের দম্পতির চরিত্রে তাঁদের দেখা যাবে। এ ছাড়া আইনজীবীর চরিত্রে আছেন ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর।

নতুন নতুন কনটেন্ট মুক্তি শিল্পী, দর্শক সবার জন্যই স্বস্তির বলে মনে করেন *ত্রিভুজ* অভিনেতা সোহেল মণ্ডল। গতকাল বিকেলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা সবাই একধরনের ট্রমার মধ্য দিয়ে গেছি। তবে পেশাদার শিল্পী হিসেবে আমাদের কাজে ফেরাটা জরুরি। কাজে ফিরলে হয়তো অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে। বছরের শুরুর দিকে এই কনটেন্টের শুটিং করি, এত দিন হয়তো পরিস্থিতির কারণে মুক্তি পায়নি। তবে এখন সবাই যে নতুন কনটেন্ট মুক্তি দিচ্ছেন, এটা ইতিবাচক।'

এদিকে বিরতির পর আবার অভিনয়ে নিয়মিত হয়েছেন আনিকা কবির শখ। এটি তাঁর প্রথম ওয়েব ফিল্ম। নিজের প্রথম ওয়েব সিনেমা নিয়ে বলেন, 'প্রথমবার ওটিটিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি, এতটা পরিণত চরিত্রে আগে অভিনয় করিনি।'

ওয়েব ফিল্ম *ত্রিভুজ*-এর চিত্রনাট্য লিখেছেন মুনতাহা বৃত্তা।

বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ এই ঠিকানায়
binodon@prothomalo.com

জোড়া সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শাকিব ও নিশো

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলাদা করে জোড়া সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শাকিব খান ও আফরান নিশো। তবে এর মধ্যে একসঙ্গে কোনো সিনেমায় তাঁরা অভিনয় করবেন কি না, সেটা এখনই জানাতে রাজি নয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শুধু জানাল, সময়ের আলোচিত দুই নায়ক পৃথকভাবে গত সপ্তাহে তাদের দুটি করে সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সিনেমার কলাকুশলী নিয়ে শিগগিরই বিস্তারিত জানাবেন।

সিনেমাগুলো প্রযোজনা করছে আলফা আই লিমিটেড ও এসভিএফ বাংলাদেশ। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান দুটির সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন আফরান নিশো ও শাকিব খান। কাজগুলো হলো যথাক্রমে *সুড়ঙ্গ* ও *তুফান*।

আলফা আই স্টুডিওজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল বলেন, 'শাকিব ও নিশোর সঙ্গে গত সপ্তাহে চুক্তি করেছি। আগের অভিজ্ঞতা থেকে দর্শক ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সিনেমার কথা ভেবে আরও বড় পরিসরে আসছি আমরা। শীর্ষ পরিচালক ও শিল্পীদের নিয়েই আমরা কাজগুলো করব। এখন আমরা সিনেমার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত।'

সিনেমাগুলো কারা পরিচালনা করছেন, সে তথ্যও এখনই জানাতে তারা নারাজ। তবে একটি সূত্র জানায়, শিহাব শাহীন, রায়হান রাফীদের মতো আলোচিত পরিচালকেরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ সম্পর্কে শাকিল বলেন, 'এক সপ্তাহ পরই পুরো ঘোষণা দেব। যে কারণে এ মুহূর্তে সিনেমার নাম বলতে চাইছি না। তবে গল্প চূড়ান্ত। এখনো চিত্রনাট্যের কিছু কাজ চলছে। আর পরিচালকদের সম্পর্কে এখনই বলা যাবে না। তবে দেশের সেরা পরিচালকেরাই কাজ করবেন। তাঁরা কেউ হয়তো নিয়মিত সিনেমার, কেউ আবার ওটিটিতে কাজ করেন, এমন পরিচালক। কারও কারও নামে নিউজ হচ্ছে, তবে এগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে চাইছি না। *তুফান* সিনেমার সময়ও আমাদের গুজব শুনতে হয়েছে।'

এই প্রযোজক জানিয়ে রাখলেন, সিনেমাগুলো যৌথ প্রযোজনা নয়। এগুলো বাংলাদেশেরই সিনেমা। এসভিএফের বাংলাদেশ অফিস প্রযোজনা করছে। ভবিষ্যতে আরও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হবে। 'আমাদের অভিনেত্রী কে হবেন, সেটা চূড়ান্ত নয়। যে কারণে বলতে পারছি না। তবে দেশের অভিনয়শিল্পীরাই থাকবেন। এমনকি সিনেমার শুটিংও হবে দেশে,' বলেন শাকিল। তিনি আরও জানিয়ে রাখলেন, শাকিব খানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি সিনেমার কোনোটিই *তুফান*-এর সিকুয়েল নয়। *তুফান*-২ নিয়েও কাজ শুরু করবেন তাঁরা।

শাকিব খান ও আফরান নিশো। কোলাজ

দুঃস্বপ্নের দিন

বিনোদন ডেস্ক

সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার *অ্যানিমেল* দিয়ে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও একটি দৃশ্যের জন্য সমালোচিত হন তৃপ্তি দিমরি। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*কে অভিনেত্রী জানান, এই সমালোচনা তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সেটা এতটাই যে টানা কয়েক দিন কেঁদেছিলেন তিনি। সে ধকল কাটিয়ে উঠতে পুরো এক মাস লেগেছিল। অভিনেত্রীর নতুন ছবি *ভিকি অউর বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও* মুক্তি পাবে আগামীকাল।

তৃপ্তি দিমরি। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

“ রুট এরই মধ্যে ক্রিকেট-রাজন্য এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই, সে এরই মধ্যে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানও।

মাইকেল ভন
জো রুটকে নিয়ে মুগ্ধ সাবেক **ইংলিশ** অধিনায়ক

এবার থাকছেন তো কৃষ্ণা

নারী ফুটবল দলের প্রস্তুতি

নাইর ইকবাল, *ঢাকা*

কৃষ্ণা রানী সরকার

ভোরে নাকি পড়া দ্রুত মুখস্থ হয়। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ইংলিশ কোচ জেমস পিটার বাটলারের দর্শনটাও সে রকম কি না, কে জানে। নয়তো অনুশীলনসূচি কেন রাখবেন কাকডাকা ভোরে! গত জুনেও চীনা তাইপের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের আগে এ রকম সময়েই অনুশীলন রেখেছিলেন বাটলার।

সূর্য যখন পুব আকাশে উঁকিঝুঁকি মারছে, বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তখন ঘাম ঝরাচ্ছেন সাবিনা-সানজিদারা। স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি এমনিতেই একটু নির্জন এলাকায়। তবে অনুশীলন মাঠের কাছে পৌঁছাতেই শোনা যাচ্ছিল বাটলারের কণ্ঠ। চিৎকার করে মেয়েদের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন কোচ।

নেপালে ১৭ অক্টোবর শুরু হচ্ছে নারী সাফ ফুটবল। এক মাস ধরেই কাঁটায় কাঁটায় ভোর সাড়ে পাঁচটায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অনুশীলন। অন্ধকার থাকতেই মতিঝিলের বাফুফে ভবন থেকে বেরিয়ে পড়ে পুরো দল, ঘণ্টা দুয়েকের কঠোর অনুশীলন, ওয়ার্মআপ, ব্রিফিং, এরপর আবার মতিঝিলের ক্যাম্পে ফেরা। এক মাস ধরে নারী ফুটবলারদের জীবন এ রকমই কাটছে।

দুই বছর আগে নেপালেই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে দেশকে আনন্দে ভাসিয়েছিলেন মেয়েরা। ছাদখোলা বাসে দেওয়া হয়েছিল সংবর্ধনা। রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে বরণ করে নিয়েছিল তাঁদের। তবে যেকোনো অর্জনই ধরে রাখা কঠিন। সেই কঠিন মিশনটাই সামনে। প্রস্তুতিটা যেন ঠিকঠাক হয়, সে কারণেই কোচের একটু কোলাহলহীন পরিবেশ বেছে নেওয়া। ভোরের হাওয়ার স্নিগ্ধতায় সেই অনুশীলনে কাল দেখা গেল মেয়েদের চোয়ালবদ্ধ প্রত্যয়। দুই বছর আগে জেতা সাফের দলের বেশ কয়েকজন স্বাভাবিক নিয়মেই নেই দলে। যুক্ত হয়েছেন নতুন আরও কয়েকজন। সিনিয়র-জুনিয়র মিলিয়ে অনুশীলনে নিজেদের মেলে ধরার প্রতিযোগিতাটা যেমন ছিল, তেমনই ছিল একটা পরিবারের আবহও। কড়া শিক্ষক বাটলারের ক্লাসে খুনসুটি, দুষ্টুমিও হচ্ছিল।

অনুশীলনে আলাদা নজর ছিল কৃষ্ণা রানী সরকারের দিকে। ২০২২ সালে সাফ জয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ অবদান। ফাইনালে জোড়া গোলসহ টুর্নামেন্টে করেছিলেন ৪ গোল। কিন্তু সেই সাফের পর থেকে চোট পিছু নেয় তাঁর। ডান পায়ের পাতার চোট কৃষ্ণাকে ভালোই ভুগিয়েছে। বাদ পড়ে গিয়েছিলেন জাতীয় দল থেকে। হতাশ হয়ে গত মে মাসে হুট করে চিকিৎসার সমস্যা নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাফুফে তাঁর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তবে দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের অভিমানটা অনুধাবন করে পরে বাফুফে তাঁকে ভারতে চিকিৎসায় পাঠিয়েছিল।

সুস্থ হয়ে এখন আবার সাফে খেলার অপেক্ষায় এই ফরোয়ার্ড। কাল অনুশীলনে ছিলেন বেশ সপ্রতিভ। বাফুফের নির্ভরযোগ্য এক সূত্র জানাচ্ছে, বাটলারের চূড়ান্ত স্কোয়াডে তিনি থাকছেন। যদিও কাল বাটলার কৃষ্ণাকে নিয়ে রহস্যটা রেখেই দিয়েছেন, ‘আমি জানি না কৃষ্ণা চূড়ান্ত দলে থাকবে কি না, হয়তো থাকবে, হয়তো থাকবে না।’

তবে সাফে কৃষ্ণা দলে থাকলে দলে তাঁর ভূমিকা কী হবে, সেটা বলে দিয়েছেন কোচ, ‘কৃষ্ণা অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, দারুণ খেলোয়াড়। তবে এখনো পুরোপুরি ফিট, সেটি বলা যাবে না। আমি মনে করি, সে ৭৫ শতাংশ ফিট। তবে ওকে আমি এমনভাবে খেলাতে চাই, যেন সে পরে মাঠে নেমে ২০-২৫ মিনিট যা-ই হোক, দলে একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।’

গত সাফে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, কিন্তু এবার দলে থাকবেন কি না, সেই প্রশ্ন রেখে দিচ্ছেন স্বয়ং কোচই। অবশ্য দুই ঘণ্টা অনুশীলন শেষে মেয়েরা যখন বাসে উঠতে যাচ্ছেন, কৃষ্ণার মনের অবস্থাটা তখন বোঝার উপায় ছিল না। তবে একটা সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন না। স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ঠিক পেছনেই যেখানে টিম বাস দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে বিস্তীর্ণ কাশবন। শরতের ভোরে কাশফুল পেছনে রেখে ছবি তুললেন কৃষ্ণা।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১*
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	রাত ৮টা
টেনিস : সাংহাই মাস্টার্স	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
কোয়ার্টার ফাইনাল	সকাল ১০-৩০ মি.
মুলতান টেস্ট-৪র্থ দিন	*টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
উয়েফা নেশনস লিগ	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
লাটভিয়া-উত্তর মেসিডোনিয়া	রাত ১০টা
উয়েফা নেশনস লিগ	*রাত ১২-৪৫ মি.*
ইতালি-বেলজিয়াম	সনি স্পোর্টস টেন ২
ইংল্যান্ড-গ্রিস	সনি স্পোর্টস টেন ১
ইসরায়েল-ফ্রান্স	সনি স্পোর্টস টেন ৫
ফিনল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড	সনি স্পোর্টস টেন ৩

বিপর্যয়ের মুখেও দলীয় সর্বোচ্চ ৩৯ বলে ৪১ রানের ইনিংস খেলেছেন মাহমুদউল্লাহ। তবে ভারতের দেওয়া বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় তাঁর এই ইনিংস হয়ে থেকেছে শুধুই একটা সান্ত্বনা। গতকাল দিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে। ছবি : বিসিবি

‘বড় রান হওয়ায় হেরে গিয়েছি’

ম্যাচ শেষে তাসকিন

দিল্লির ব্যাটিং উইকেটেও ব্যাটিং ভালো হয়নি বাংলাদেশের। অবশ্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা তার আগেই নিজেদের নিয়ে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *দিল্লি থেকে*

অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে আছেন মায়াঙ্ক যাদব। তৃতীয় পেসারের ভূমিকায় হার্দিক পান্ডিয়া। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের সমন্বয়টা এভাবেই সাজানো। তিন পেসারের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ স্পিনার গুনতে গেলে বরুন চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দরের নাম আসবে। এই পাঁচজনের বাইরে একাদশে থাকছেন এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে অভিষিক্ত নীতিশ কুমার।

২১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের ক্রিকইনফো প্রোফাইল বলে তিনি একজন ‘ব্যাটিং অলরাউন্ডার’। কিন্তু ভারতীয় দল তাঁকে পান্ডিয়ার বিকল্প হিসেবেই দেখতে চায়। তাঁকে সেভাবে গড়ে তুলতেই কাল পান্ডিয়া এক ওভারও বোলিং করলেন না। নীতিশ করলেন পুরো ৪ ওভার। ২৩ রানে ২টি উইকেটও নিলেন। এর আগে ব্যাটিংয়ে করেছেন ৩৪ বলে ৭৪ রান। ভারতের ৮৬ রানের জয় এবং এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের দিন ম্যাচ সেরার পুরস্কারটা স্বাভাবিকভাবেই নীতিশের হাতেই উঠেছে।

তবে ‘ব্যাটসম্যান’ নীতিশের কাজটা সহজ করে দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের স্পিনাররা। স্পিনারদের চার-ছক্কায় ওড়াচ্ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে। রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ ও মাহমুদউল্লাহর ৮ ওভারে নীতিশসহ অন্য ভারতীয়রা ১১৬ রান নিয়েছেন। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের সময় হয়েছে উল্টোটা। ভারতের ৯ ওভার স্পিনে মাত্র ৪৯ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে সেখানেই।

ম্যাচ শেষে তাসকিন আহমেদও বললেন স্পিনারদের কথা, ‘আজ (গতকাল) স্পিনারদের দিনটা একটু বেশিই খারাপ গিয়েছে। আর ওদের রানটা যখন বেশি হয়ে গিয়েছে, তখন মারতে গিয়ে আউট হয়েছে। আসলে শুরুতে উইকেট পড়ে গেলে খুব কঠিন হয়ে যায়।’ টসে জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে তাসকিন বলেছেন, ‘দেখুন, পাওয়ারপ্লেতে আমরা ভালো করেছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্পিনারদের খারাপ দিন গিয়েছে। শিশির ছিল, বোলারদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হচ্ছিল। বড় রান হওয়ায় হেরে গিয়েছি। ১৮০ থেকে ১৯০-এর মধ্যে রাখা গেলেও রান তাড়া সম্ভব ছিল।’ দিল্লির ব্যাটিং সহায়ক উইকেট নিয়ে তাসকিনের কথা, ‘আমরা জানতাম, দিল্লির উইকেটে অনেক রান হবে। কিন্তু আমরা ভালো ব্যাটিং করিনি। দুটি ম্যাচেই উইকেট ভালো ছিল। আমরাই ভালো খেলিনি।’

ব্যাটিং-বোলিংয়ের বাইরে ফিল্ডিংও ছিল বাংলাদেশ দলের হারের আরেক কারণ। তানজিম হাসানের বলে ব্যক্তিগত ৫ রানে নীতিশের ক্যাচ ছাড়েন লিটন দাস। সেই নীতিশই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাসকিনও বললেন, ‘ক্যাচ ফেলা তো সব সময়ই খারাপ।’ ভারতকে প্রশংসায় ভাসিয়ে তাসকিন বলেছেন, ‘ওরা বিশ্বের সেরা দল। ওরা আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ। ওদের কন্ডিশনে তো ওরা ভালোই। উইকেট পড়লেও ওরা আমাদের বোলারদের বিপক্ষে চড়াও হয়েছে। বড় স্কোর হওয়ায় মারতে গিয়ে আমরা দ্রুত উইকেট হারিয়েছি, ছন্দ হারিয়েছি।’

আইপিএলের কারণে ভারতের টি-টোয়েন্টির যে উন্নতি হয়েছে, এসেছে সে প্রসঙ্গও, ‘এটা অবশ্যই একটা ব্যাপার। আইপিএলে বেশির ভাগ ম্যাচই হাই স্কোরিং হয়। ওদের কাছে ১৮০ রান খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জন্য যেটা ১৩০, ১৪০, ১৫০ রান।’ ভালো উইকেটে ব্যাটিং-বোলিং নিয়ে তাসকিন এ কথাও বলেছেন, ‘ওদের মতো শুয়ে-বসে খেলতে গেলে আমাদের দেশে হয়তো বল মুখে লাগবে। ওরা ছোট থেকেই ভালো উইকেটে খেলে এভাবে খেলার অভ্যাস করেছে।’ নিজের টি-টোয়েন্টি সামর্থ্য নিয়েও সোজাসাপটা কথা বলেছেন তাসকিন, ‘আমারা ৮০ শতাংশের ওপরে ভালো খেললে জিতি। এক-দুজন ভালো খেললে জিতি না। আমরা ওই রকম দল নই।’

নিজের ফেরা ও সাকিবকে নিয়ে তামিম ইকবাল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তামিম ইকবাল যেন একটা খোলা বই। যত প্রশ্ন, তত উত্তর; বলা ভালো খোলামেলা উত্তর। ভারতের ক্রীড়া সাময়িকী *স্পোর্টস্টার*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ দলের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান কথা বলেছেন নানা বিষয়ে, যাতে আছে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স থেকে জাতীয় দলের দায়িত্বে স্থানীয় কোচ নেওয়া না-নেওয়া নিয়ে।

সাকিবের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ভারত সিরিজে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় থাকা তামিম বিস্তারিতই বলেছেন গতকাল প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে। তামিমের কথায় সাকিবকে নিয়ে কোনো বিদ্বেষ নেই, উল্টো প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তাঁকে, ‘সাকিব বাংলাদেশের জন্য যা করেছে, সেটা অসাধারণ। তার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকুক আর না থাকুক, এটা অস্বীকার করা যায় না। সে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার।’ তামিম মেনে নিয়েছেন, সাকিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো থাকলে উপকার হতো বাংলাদেশের ক্রিকেটেরই।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে শীতলতা থাকলেও ক্রিকেটার সাকিবের বড় ভক্ত তামিম। সাকিব কেন সাকিব হয়েছেন, বলেছেন সেটাও, ‘অন্যভাবে ভাবতে পারার ক্ষমতাই তাকে (সাকিব) আজ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।’ ২০০৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সাকিবের ৬৯ বলে ৯২ রানের ইনিংসটি যেন এখনো জীবন্ত তাঁর কাছে। তামিমের চোখে বাংলাদেশ দলের হয়ে ওটাই সাকিবের সেরা পারফরম্যান্স, ‘ফাইনালে উঠতে আমাদের শ্রীলঙ্কাকে বোনাস পয়েন্টসহ হারাতে হতো। বৃষ্টি নামায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য ৩১ ওভারে কমিয়ে আনা হয়। বোনাস পয়েন্টসহ জিততে ২৫ ওভারের মধ্যে শ্রীলঙ্কার ১৪৭ রান তাড়া করতে হতো। বোনাস পয়েন্টসহ জয় ছিল আমাদের কল্পনার অতীত। ১১ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর সাকিব নেমে ৬৯ বলে ৯২ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে ২৩.৫ ওভারে দলকে জিতিয়ে দেয়। আমরা শুধু ম্যাচটাই জিতিনি, বোনাস পয়েন্টসহ ফাইনালেও উঠেছিলাম।’ তামিম বলেন, ‘আমি সত্যিই মনে করি, (সাকিবের) সেই অপরাজিত ৯২ রান বাংলাদেশের যেকোনো ক্রিকেটারেরই সেরা ওয়ানডে ইনিংস। আসলে এটাই সাকিব আল হাসান।’

সাক্ষাৎকারে নিজের ক্যারিয়ারের শেষাংশ নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন তামিম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ভাবনা নিয়ে এক প্রশ্নে পাল্টা প্রশ্নও করেছেন, ‘আমি যদি ফিরে আসি এবং খেলি, আমার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার থাকতে হবে। আমি এমন কেউ নই যে শুধু চার-পাঁচটা ম্যাচ খেলার জন্যই ফিরব। তাতে লাভ কী? সবাই বলছে, “ফিরে আসো, আমরা তোমাকে চাই”, কিন্তু আমি যদি মাত্র পাঁচটা ম্যাচই খেলি, সেটা কি আসলেই বাংলাদেশের ক্রিকেটকে সাহায্য করবে?’

যদি ফেরেন, সেই ফেরার ক্ষেত্র হিসেবে বলেছেন, ‘বিসিবি যদি বলে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিততে চায় বা অন্তত সেমিফাইনালে যেতে চায় এবং এমন যদি হয় যে এটা হতে পারে দলের তিন-চারজন সিনিয়র ক্রিকেটারের শেষ টুর্নামেন্ট, তাদের মধ্যে অতীতে কোনো ঝামেলা থেকে থাকলেও বিসিবি তা মেটানোর উদ্যোগ নেয়, তাহলে ভিন্ন বিষয়।’ সে রকম প্রস্তাব এলে তামিম সেটা গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছেন, তবে রেখে দিয়েছেন একটা ‘কিন্তু’, ‘প্রশ্ন হলো আমি কি ক্রিকেট বোর্ডের হয়ে খেলব, নাকি দলের হয়ে? অনুরোধটা কোথা থেকে আসা উচিত? ক্রিকেট বোর্ড আমার দেখভাল করে, তবে খেলোয়াড়দের মধ্যেও স্বাগত জানানোর মানসিকতা থাকতে হবে।’

> আমি যদি ফিরে আসি এবং খেলি, আমার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার থাকতে হবে। আমি এমন কেউ নই যে শুধু চার-পাঁচটা ম্যাচ খেলার জন্যই ফিরব। তাতে লাভ কী?
>
> তামিম ইকবাল

তামিমের কথায় পরিষ্কার, তিনি চান ফেরার আহ্বানটা আসুক দল থেকে, ‘আমি যদি অধিনায়ক হতাম এবং কিছু অর্জন করতে চাইতাম, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব। আমার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা জানাব এবং আপনাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব, আপনি যেন আমার সঙ্গে এই যাত্রায় অংশ নেন। প্রয়োজনে আমি নিশ্চয়তা দেব, সবকিছুরই দেখভাল হবে।’ শেষে বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘যদি পরিস্থিতি এ রকম দাঁড়ায় যে দল মনে করে এবং আমিও মনে করি যে আমার উপস্থিতিটা প্রয়োজন, তাহলে বিবেচনা করব।’

কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। মেয়াদ পূর্ণ করে যেতে পারলে সেটাও সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্তই। বিসিবিকে তাই এরই মধ্যে নেমে পড়তে হয়েছে নতুন কোচের সন্ধানে। এ ক্ষেত্রে তামিমের পরামর্শ—বিসিবি যেন বড় নামের পেছনে না ছোটে। ওদিকে *স্পোর্টস্টার*কে দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কাল আরেকবার বলেছেন, স্থানীয় কোচদের মধ্যে এ মুহূর্তে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উপযুক্ত কেউ নেই। দু-তিনজন বড়জোর সহকারী কোচ হতে পারেন।

টেন্ডুলকারের সিংহাসন কি তবে একদিন রুটেরই

খেলা ডেস্ক

অ্যালিস্টার কুক পেছনে পড়ে যাবেন, এটা নিয়ে খুব একটা সন্দেহ ছিল না। কুক নিজেও জানতেন, যেকোনো দিন জো রুট তাঁকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হয়ে যাবেন। সেই দিনটা যে গতকালই হতে পারে, এটাও বোঝা যাচ্ছিল আগের দিনই।

কুকের চেয়ে ৭০ রান পেছনে থেকে এই টেস্ট শুরু করেছিলেন রুট। মঙ্গলবার বিকেলে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩২ রান করে রেখেছিলেন। তারপর মুলতানে দিনের ২২ নম্বর ওভারে আমের জামালের ফুল লেংথের বলে দারুণ এক ড্রাইভ করে রুট গড়লেন নতুন ইতিহাস। ১২৪৭২ রান নিয়ে ২০১৮ সালে অবসরে যাওয়া কুক পেছনে পড়ে গেলেন।

রুট থামেননি এখনো। ৬৭ রান থাকা অবস্থায় চার মেরে কুককে পেরোনো রুট দিন শেষে অপরাজিত ১৭৬ রানে। আরও একটা সেঞ্চুরি! টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ৩৫তম। আজ হয়ে যেতে পারে ৬ নম্বর ডাবল সেঞ্চুরিও।

সুনীল গাভাস্কার, ব্রায়ান লারা, ইউনিস খান, মাহেলা জয়াবর্ধনেরা এত দিন তাঁর পাশে ছিলেন সেঞ্চুরির তালিকায়। এখন পেছনে। সামনে শুধু পাঁচজন—শচীন টেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক ক্যালিস (৪৫), রিকি পন্টিং (৪১), কুমার সাঙ্গাকারা (৩৮) ও রাহুল দ্রাবিড় (৩৬)।

সর্বশেষ ৪ বছরে ১৮টি সেঞ্চুরি রুটের! এই ফর্ম থাকলে দ্রাবিড়-সাঙ্গাকারারা তো পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন টেস্টের এই সিরিজেই পেছনে পড়ে যেতে পারেন। পন্টিং-ক্যালিসরাও কি খুব বেশি নিরাপদ? পরের ৪ বছরে যদি আরও ১৫-১৬টি সেঞ্চুরি হয় রুটের, তাহলে তো টেন্ডুলকারও নন।

এ তো গেল সেঞ্চুরির কথা। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের তালিকায় যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন রুট, তাতে সেখানেও টেন্ডুলকারের (১৫৯২১ রান) শীর্ষস্থানটা কি হুমকির মুখে নয়? আপাতত রুট (১২৫৭৮) আর টেন্ডুলকারের মধ্যে আছেন দ্রাবিড় (১৩২৮৮), ক্যালিস (১৩২৮৯) ও পন্টিং (১৩৩৭৮)।

চলতি বছর এরই মধ্যে ১১০৫ রান হয়ে গেছে রুটের। গত বছর করেছিলেন ৭৮৭। ২০২২ সালে ১০৯৮, ২০২১ সালে ১৭০৮। ৩৫ সেঞ্চুরির ১৮টি এসেছে ২০২১ সালের পর। ক্যারিয়ার ব্যাটিং গড় যেখানে ৫১.৩৩, গত চার বছরে তা ৫৭.৯৮। মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাটের ধার বাড়ছে। এই ধারাবাহিকতা আর ফর্ম থাকলে দ্রাবিড়-ক্যালিস-পন্টিংরা বছরখানেকের মধ্যেই রুটের পেছনে পড়ে যাওয়ার কথা। তারপর এখানেও সামনে থাকবেন শুধু টেন্ডুলকার।

রানসংখ্যায় ভারতীয় কিংবদন্তিকে টপকে যেতে ইংলিশ ব্যাটসম্যানের দরকার আরও ৩৩৪৪, সেঞ্চুরি করতে হবে আরও ১৭টি। টেন্ডুলকার তাঁর শেষ টেস্ট খেলেছেন ৪০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। রুটের বয়স এখন ৩৩ বছর ৯ মাস। টেন্ডুলকারের মতো ৪০ বছর পর্যন্ত খেলে গেলে অনায়াসেই টেন্ডুলকারের বিশ্ব রেকর্ড দুটি রুটের নিজের করে নেওয়ার কথা। চোটের কবলে না পড়ে এমন ফর্মের তুঙ্গে থাকলে আরও আগেই (বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৭ চক্রেই) তা হয়ে যেতে পারে।

টেস্ট ক্রিকেটের সিংহাসন থেকে টেন্ডুলকারকে সরানো কি রুটের পক্ষে আসলেই সম্ভব? উত্তরটা দিয়েছেন রুটের কাছে গতকাল ইংল্যান্ডের সিংহাসন হারানো কুকই। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে বলেছেন, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি, রুট টেন্ডুলকারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি যখন অবসর নিই, জানতাম, আমার রেকর্ড ভেঙে যাবে। আমার মনে হয়েছিল, শুধু অধিনায়কত্বের বাড়তি চাপ এবং আরও বড় কিছু করার তাড়না কমে যাওয়াই শুধু রুটকে থামতে পারে। বেন স্টোকস অধিনায়কের দায়িত্বটা নিয়ে রুটের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে।’

এরপর আরও বিস্তারিত বলেছেন কুক, ‘আপনি বলতে পারেন যে শচীনই এখনো ফেবারিট, কিন্তু সেটা খুব সামান্য ব্যবধানে। চোটের ক্ষেত্রে রুট খুব ভাগ্যবান। বড় খেলোয়াড় যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলেছে, সবাইকেই চোটের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। শুধু এ রকম কিছুই এখন রুটকে থামিয়ে দিতে পারে। রুটের নিজেকে আরও ওপরে নিয়ে যাওয়ার তাড়না আরও কয়েক বছরের মধ্যে কমে যাবে বলে আমার মনে হয় না।’

এটা অবশ্য শুধু কুকের কথা নয়। কিছুদিন আগে ঠিক এ রকমই বলেছিলেন রুটের সামনে থাকা আরেক কিংবদন্তি পন্টিং, পূর্বসূরি মাইকেল ভন, শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারাসহ আরও অনেকে। রুট কি পারবেন এঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণ করতে?

রুট-ব্রুককে পাল্টা জবাব ইংল্যান্ডের

মুলতান টেস্ট

খেলা ডেস্ক

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের তিন সেঞ্চুরির জবাব জোড়া সেঞ্চুরিতে দিয়েছে ইংল্যান্ড। টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৫তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন জো রুট, সেঞ্চুরি করেছেন হ্যারি ব্রুকও। পাকিস্তানের বিপক্ষে চতুর্থ উইকেটে দুজন রেকর্ড জুটি গড়ে এখনো অবিচ্ছিন্ন। তাতে ৩ উইকেটে ৪৯২ রানের পাহাড় গড়ে গতকাল তৃতীয় দিন শেষে করেছে ইংল্যান্ড। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে প্রথম ইনিংসে সফরকারীরা পিছিয়ে মাত্র ৬৪ রানে।

ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরি থেকে রুট ২৪ রান দূরে। ব্রুক অপরাজিত ১৪১ রানে। আজ চতুর্থ দিন নিশ্চয়ই বড় লিড নেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাট করবে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ৫৫৬ রানের জবাবে পরশু ১ উইকেটে ৯৬ রান তুলে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল ইংলিশরা। কাল সারা দিনে তারা মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে করেছে আরও ৩৯৬ রান। এদিন ৮১ ওভার ব্যাট করেছে সফরকারীরা। বাজবলীয় কায়দাতেই ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৪.৮৮ করে।

ব্রুককে নিয়ে ২৪৩ রানের জুটি গড়েছেন রুট, যা টেস্টে চতুর্থ উইকেট জুটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল অ্যালিস্টার কুক ও পল কলিংউডের ২৩৩ রান, ২০০৬ সালে লর্ডসে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ১ম ইনিংস : ১৪৯ ওভারে ৫৫৬ (মাসুদ ১৫১, সালমান ১০৪*, শফিক ১০২; লিচ ৩/১৬০)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস : ১০১ ওভারে ৪৯২/৩ (রুট ১৭৬*, ব্রুক ১৪১*, ডাকেট ৮৪, ক্রলি ৭৮; নাসিম ১/৮৭, জামাল ১/৭৮, আফ্রিদি ১/৮৮)। (৩য় দিন শেষে)

শিশুদের চোখের জন্য চাই বাড়তি যত্ন

গোলটেবিল বৈঠক

‘স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এ বৈঠকের আয়োজক বেসরকারি সংস্থা সাইটসেভার্স।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিশুদের চোখের স্বাস্থ্য, তথা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে বাড়তি যত্নের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন চক্ষুবিশেষজ্ঞরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলোর* কার্যালয়ের সেমিনারকক্ষে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় তাঁরা এ অভিমত দেন। চক্ষুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সাইটসেভার্স এ গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এ আয়োজনে প্রচার সহযোগী ছিল *প্রথম আলো*।

আজ ১০ অক্টোবর বিশ্ব চক্ষু দিবস। প্রতিবছরের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার দিবসটি পালিত হয়। এ উপলক্ষেই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। এ বছর বিশ্ব চক্ষু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আপনার চোখকে ভালোবাসুন, শিশুর চোখের যত্ন নিন’। এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখেই গোলটেবিলের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ‘স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’। গোলটেবিলে দেশের বিশিষ্ট চক্ষুবিশেষজ্ঞ, চোখ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বিশেষ আলোচক হিসেবে আইএপিবি বাংলাদেশ অধ্যায়ের চেয়ারপারসন এবং ওএসবির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের চক্ষু চিকিৎসাসেবার অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে দেশে ৩০ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে প্রথম চক্ষু জরিপ হয়েছিল ২০০৩ সালে, তখন মোট জনসংখ্যার ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন। সর্বশেষ ২০২০ সালের জরিপে দেখা গেছে, এই বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে দৃষ্টিহীনের সংখ্যা কমে ১ শতাংশে নেমেছে। এখন প্রতি ১০ হাজারে দৃষ্টিহীনের সংখ্যা ৬-এর কম। তবে এতে আত্মতুষ্টির কারণ নেই। অনেক ক্ষেত্রে অসাম্যতা রয়েছে। যথাযথ চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে দৃষ্টিহীনের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনা সম্ভব।

অধ্যাপক এনায়েত হোসেন বলেন, চক্ষু চিকিৎসার বিষয়টিকে কেবল স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সেবা খাতের সঙ্গে যুক্ত করলে হবে না। একে উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বিত করে বিবেচনা করার সময় এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকলে উৎপাদন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হয়। এখন চক্ষুস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সমন্বিত করে নীতিপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের চক্ষুস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় বিশেষ প্রযত্ন নিতে হবে।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবদুল কাদের বলেন, চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা নেই। চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও এ-সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবলের স্বল্পতা একটি বড় বাধা। চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট চক্ষুবিশেষজ্ঞ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। তাদের লক্ষ্য বছরে ২৫ থেকে ৩০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করা। তবে অর্থের স্বল্পতা রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক কাদের বলেন, যাঁরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটার মনিটরসহ বিভিন্ন মাধ্যমের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ১৫ মিনিট দৃষ্টিকে বিশ্রাম দিতে হবে। এমনকি যেসব শিশু অনলাইনে পাঠ গ্রহণ করে, চক্ষুস্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তাদেরও এ নিয়ম মেনে চলা উচিত।

‘স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) মুনির আহমেদ, আবদুল কাদের, এ এইচ এম এনায়েত হোসেন ও অমৃতা রেজিনা রোজারিও। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

বেসরকারি সংস্থা সাইটসেভার্সের এ দেশের পরিচালক অমৃতা রেজিনা রোজারিও বলেন, ৫০ বছর ধরে তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে জনসাধারণের চক্ষুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে তাঁরা স্কুল পর্যায়ের শিশুদের চোখ পরীক্ষা, বিভিন্ন এলাকায় রোগীদের হাসপাতালে এসে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা, ১৬টি জেলায় সরকারি হাসপাতালে চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য অস্ত্রোপচারকক্ষ স্থাপনসহ বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছেন। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চক্ষুসেবাদানে তাঁদের বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে।

অমৃতা রোজারিও আরও বলেন, তাঁরা সম্প্রতি তাঁদের কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করেছেন। ডায়াবেটিক রোগীদের দৃষ্টি সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। এ জন্য তাঁরা ডায়াবেটিক সমিতি ও সরকারের সঙ্গেও যৌথ উদ্যোগে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করছেন।

বেসরকারি সংস্থা অরবিস ইন্টারন্যাশনালের এ দেশের পরিচালক ডা. মুনির আহমেদ বলেন, শিশুদের জন্য চক্ষুস্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দৃষ্টিতে সমস্যা থাকলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হতে পারে। এ জন্য শিশুদের চক্ষুস্বাস্থ্যের সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য স্কুল পর্যায়ে শিশুদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ জন্য সরকারের নীতিকৌশল প্রণয়নকালে এটি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য বিভাগের খুলনার বিভাগীয় পরিচালক চিকিৎসক মো. মনজুরুল মুরশিদ বলেন, সারা দেশেই হাসপাতালগুলোতে চক্ষুবিশেষজ্ঞের স্বল্পতা রয়েছে। এ কারণে সরকারি হাসপাতাল থেকে জনসাধারণকে পর্যাপ্ত চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা দেওয়া যায় না। তাঁর নিজের বিভাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে জানান, ১০ জেলার মধ্যে ৬টি জেলার হাসপাতালে কোনো চক্ষুবিশেষজ্ঞ নেই। উপজেলা পর্যায়ে অবস্থা আরও নেতিবাচক। ফলে চক্ষুস্বাস্থ্য নিয়ে সরকারি কোনো কর্মসূচি থাকলেও লোকবলের স্বল্পতার কারণে মাঠপর্যায়ে তা বাস্তবায়িত হয় না।

গোপালগঞ্জের এসএফএম চক্ষু হাসপাতাল অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফেরদৌসী বলেন, তাঁদের এই বিশেষায়িত হাসপাতালে ২০১৬ সালে সেবাদান শুরু হয়েছে। তিনি চক্ষুস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য সঠিকভাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে একটি চিকিৎসাসহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক জয়ীতা তালুকদার বলেন, শিশুদের এখন বিনোদন ছাড়াও পড়ালেখার জন্য দীর্ঘ সময় অনস্ক্রিনে থাকতে হচ্ছে। এটা তাদের চক্ষুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তবে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে যেন শিশুরা টানা দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে না থাকে।

বেসরকারি সংস্থা ক্লিয়ার ভিশন কালেকটিভের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিওগুলোর ভূমিকার কারণে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে।

ময়মনসিংহের ডা. কে জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের কো-অর্ডিনেটর পরাগ শরীফুজ্জামান বলেন, জাতীয় পর্যায়ে অনেক নীতিমালা গ্রহণ করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে তা বাস্তবায়িত হয় না।

দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠান ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুল হক বলেন, দৃষ্টিহীন হলে মানুষ অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

দ্য ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এ কে এম বদরুল হক বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে চক্ষু চিকিৎসাসেবা নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য তাঁদের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

সাইটসেভার্সের কো-অর্ডিনেটর খন্দকার সোহেল রানা বলেন, জাতীয় চক্ষু দিবসের কর্মসূচিতে চোখের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী। তিনি বলেন, এই গোলটেবিলের লক্ষ্য চোখের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ সরকারি নীতিনির্ধারক পর্যায়ে তুলে ধরা।

ডেভিড বেকার

ডেমিস হ্যাসাবিস

জন এম জাম্পার

আসলে প্রাণের এত যে বৈচিত্র্য, তার পেছনের মূল কৃতিত্ব প্রোটিনের।

প্রোটিন রহস্যের সমাধান করে রসায়নে নোবেল

উচ্ছ্বাস তৌসিফ, *ঢাকা*

প্রোটিনের ওপর গবেষণা করে এ বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য পুরস্কারের অর্থ মূল্যের অর্ধেক পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার; আর প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য বাকি অর্ধেক পেয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হ্যাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার।

আসলে প্রাণের এত যে বৈচিত্র্য, তার পেছনের মূল কৃতিত্ব প্রোটিনের; আর যেকোনো প্রোটিন সাধারণত ২০ ধরনের ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের নানা ধরনের বিন্যাসের ফলে গঠিত হয়। অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে মিলে প্রোটিন গঠন করে; আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে জৈবনিক সব রাসায়নিক বিক্রিয়া। এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা সেই প্রোটিনের গঠনের নেপথ্যের রহস্যগুলো সমাধান করেছেন।

১৯ শতকের মাঝামাঝি বিজ্ঞানীরা প্রোটিনের ছবি তুলতে ও বিশ্লেষণ করতে শেখেন। এভাবে প্রায় দুই লাখ প্রোটিনের ছবি তোলা হয়। এটাই গড়ে দেয় এবারের নোবেল পুরস্কারের ভিত্তি।

১৯৯৮ সালে রোজেটা নামে একটি প্রোগ্রাম বানান ডেভিড বেকার। তাঁর নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রথমে একটি প্রোটিনের গঠন তৈরি করেন। এটি বানাতে কী ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স বা ক্রমবিন্যাস লাগবে, তা জানতে পরিচিত প্রোটিনের ছবি থেকে গঠনগুলো খুঁজে দেখল রোজেটা। খুঁজে খুঁজে প্রোগ্রামটি এই প্রোটিন থেকে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস নিল, ওই প্রোটিন থেকে নিল আরও কিছু। এভাবে বিভিন্ন প্রোটিনের ভগ্নাংশজুড়ে ক্রমান্বয়ে নকশা করে ফেলল বিজ্ঞানী দলের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রোটিনের! পরীক্ষাগারে দেখা গেল, সত্যি সত্যি সেই প্রোটিন বানানো সম্ভব। এভাবে বিজ্ঞানীরা প্রথম বুঝলেন—প্রকৃতিতে নেই, এমন নতুন ধরনের কৃত্রিম প্রোটিনও বানানো সম্ভব!

প্রোটিনের কাজ কেমন হবে, তা নির্ভর করে প্রোটিনের গঠনের ওপর। অর্থাৎ এবারের রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীত্রয়ীর কল্যাণে আমরা এখন প্রোটিন ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারছি, ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পরপর বসিয়ে তৈরি নতুন সেই বিন্যাসের গঠন ও কাজ কী হবে, তা অনুমান করতে পারছি—মানবেতিহাসের অন্যতম অমূল্য কাজগুলোর একটি বলে যে তাঁদের গবেষণা বিবেচিত হবে, এ আর বিচিত্র কী!

সূত্র : নোবেল প্রাইজ ডটওআরজি

সোনাদিয়া

কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপপুঞ্জের পরিযায়ী সৈকত পাখির ঝাঁক। ছবি : লেখক

এসে গেছে পরিযায়ী পাখিরা

আ ন ম আমিনুর রহমান, *পাখি ও বন্য প্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ*

দুজন বিদেশি পক্ষিবিদ—গ্যারি অলপোর্ট ও জ্যান-এরিক নিলসন, সম্প্রতি কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় ‘লেসার নডি’ নামের এক প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি দেখেন, যা এ দেশের পক্ষিতালিকায় যুক্ত হলো। কাজেই পাখিটিকে দেখার প্রত্যয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ‘বার্ডিংবিডি ট্যুরস’-এর সঙ্গে কক্সবাজার চলে গেলাম। ঘাটে নূরুল আফসারের স্পিডবোট তৈরিই ছিল। আমরা এলেই তা মহেশখালী চ্যানেলের দিকে ছুটল। ওখানেই জেলেদের মাছ ধরার ট্রলারগুলোর কাছে বয়ার ওপর পাখিগুলো বসে থাকে। কিন্তু বহুক্ষণ খুঁজেও দরিয়ার চিল ছাড়া অন্য কোনো পরিযায়ী পাখির দেখা পেলাম না। বেশ হতাশ হলাম। তবে সোনাদিয়ার বেলেকেরদিয়া চরেও ওদের দেখা গেছে। কাজেই বেলেকেরদিয়া ও কালাদিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সচরাচর সেপ্টেম্বরে পরিযায়ী পাখির খোঁজে এখানে আসি না। তবে এবার যেহেতু এসেছি, পরিযায়ী সৈকত পাখিগুলোরও খোঁজ নেব।

কালাদিয়া চরে যাওয়ার পথে তাজিয়াকাটায় মাছ ধরার জন্য পানিতে পোঁতা বাঁশের ওপর গোটা পঞ্চাশেক খোঁপাযুক্ত বৃহৎ গাঙচিল ও দরিয়ার চিল দেখলাম। ওদের ছবি তোলার পর দূর আকাশে একটি বড় গুলিন্দার দেখা পেলাম। এরপর উপকূলীয় বাদাবন পেরিয়ে কালাদিয়ার দিকে চললাম। চলার পথে একঝাঁক কালো-লেজ জৌরালির দেখা মিলল। সকাল ১০টায় কালাদিয়া পৌঁছলাম। ভাটা শুরু হয়ে গেছে। জোয়ারের পানি নামছে ধীরে ধীরে; নোলাজলের ভেতর থেকে উঁকি মারছে টুকরো টুকরো বালুচর। চরের কাছাকাছি এসে ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে দেখলাম, চার-পাঁচ শ সৈকত পাখির একটি ঝাঁক সদ্য জেগে ওঠা বালুচরে খাদ্যের সন্ধান করছে।

স্পিডবোট থেকে হাঁটুপানিতে নেমে ধীরে ধীরে পরিযায়ী পাখিগুলোর দিকে এগোতে থাকলাম। কিছুটা এগোচ্ছি আর থেমে থেমে ক্লিক করছি। পাখি ও আমাদের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বসীমা অতিক্রম করামাত্রই ওরা উড়ে আকাশে চক্কর মেরে পাশের আরেকটি ক্ষুদ্র চরে গিয়ে বসল। এভাবে ঘণ্টাখানেক পাখির পেছনে ঘুরে বড় গুলিন্দা, ছোট গুলিন্দা, বড় জিরিয়া, ছোট ও বড় টিটি জিরিয়া, পীত পাথুরে বাটান, আদাকাইচে, ঠোঁটমোটা চাপাখি, গুলিন্দঠোঁটি চাপাখি, উল্টো চঞ্চু চাপাখি, বামন চাপাখি ও লালচে ঘাড় চাপাখিসহ ১০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা পেলাম। এরপর বেলেকেরদিয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেলেকেরদিয়ার কাছাকাছি এসে খানিকটা দূরের একচিলতে চরে একঝাঁক পাখি দেখা গেল। অধ্যাপক মনিরুল খান চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে সেই ঝাঁকে কালচে একটি পাখি দেখলেন। যা বোঝার তা বুঝে ফেললাম। দ্রুত নূরুল আফসারকে সেদিকে স্পিডবোট ছোটাতে বললাম। কিন্তু বড় বড় ঢেউ ও ডুবোচরের ভয়ে সে যেতে চাইল না। অবশেষে তাকে বললাম যে পাখির খোঁজে সুদূর ঢাকা থেকে এসেছি, মনে হচ্ছে সেই পাখি এখানে আছে। এ কথায় কাজ হলো। সে স্পিডবোট চরের কাছাকাছি নিয়ে গেল। বোট থেকে হাঁটুপানিতে নেমে ধীরে ধীরে সামনে এগোতে থাকলাম। সত্যিই আমরা যার খোঁজে এসেছি, সেই অতি আরাধ্য সাদা-কপালের কালচে-বাদামি লেসার নডির দেখা মিলল। সবাই বেশ খুশি। দেড় ঘণ্টায় নানা ভঙ্গিমায় পাখিটির ছবি তোলা ও ভিডিও করা হলো। ওখানে বড় বদরকইতর, সাদা-ডানা গাঙচিল, ছোট ও বড় খোঁপাযুক্ত গাঙচিল, দরিয়ার চিল, মাঝারি গাঙচিলসহ আট প্রজাতির গঙ্গাকৈতর-গাঙচিলের দেখা পেলাম।

এরপর বেলেকেরদিয়া যাওয়ার পথে আরেকটি ছোট চরে চার প্রজাতির গাঙচিল ও বামন চাপাখি দেখলাম। তবে বেলেকেরদিয়া আমাদের হতাশ করল। ওখানে কোনো পাখিই পেলাম না। ফিরতি পথে উপকূলীয় বাদাবনের পাড়ে দুই প্রজাতির পরিযায়ী পাখির—লাল-পা পিউ ও ছোট টিটি জিরিয়ার দেখা পেলাম। কাজেই পুরো সোনাদিয়ায় ১৯ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখা গেল। তবে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন চামচঠুঁটি চাপাখি ও তিলা-সবুজ চাপাখি এবং সংকটাপন্ন ডোরালেজ জৌরালির দেখা পাইনি। যাহোক এখন পরিযায়ী পাখিরা মাত্র আসা শুরু করেছে। আশা করি, নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সব প্রজাতি চলে আসবে। সংখ্যার হিসাবে পুরো সোনাদিয়ায় সর্বোচ্চ হাজারখানেক পাখি এসেছে। তবে সামনের দিনগুলোয় অনেক বেশি সংখ্যায় আসবে বলে আশা করছি।

দুই বাসের পাল্লা, প্রাণ গেল নারীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বাড্ডায় গতকাল বুধবার রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসচাপায় তাসনিম জাহান নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি বাড্ডা এলাকায় একটি তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন।

২৪ বছর বয়সী তাসনিম জাহান সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে সম্প্রতি ঢাকায় এসে এই চাকরি নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় তানসিমের বড় বোন নুসরাত জাহান (২৮) আহত হয়েছেন।

বাড্ডা থানার এসআই ফাতেমা সিদ্দিকা বলেন, সকাল সোয়া ৯টার দিকে দুই বোন মধ্যবাড্ডায় প্রগতি সরণি পার হচ্ছিলেন। এ সময় আকাশ পরিবহনের দুটি বাস একটির সঙ্গে আরেকটি প্রতিযোগিতা করছিল। একটি বাসের ধাক্কায় তাসনিম ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর বড় বোন নুসরাতকে গুরুতর আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুটি বাস জব্দ ও একটি বাসের চালককে আটক করা হয়েছে। তাসনিমের বাড়ি বরগুনার পাথরঘাটায়। মিরপুরের পল্লবীতে পরিবারের সঙ্গে তিনি বসবাস করতেন।

ছেলেধরা গুজবে পিটিয়ে হত্যা

একজনের মৃত্যুদণ্ড, ৪ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তাসলিমা বেগম

পাঁচ বছর আগে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় তাসলিমা বেগম (রেনু) নামের এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন আট আসামি।

ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ মোরশেদ আলম গতকাল বুধবার এ আদেশ দেন। *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী আবুল কাশেম।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তির নাম হৃদয় ইসলাম মোল্লা ওরফে ইব্রাহীম ওরফে নয়ন মোল্যা। তিনি আগে থেকেই কারাগারে আছেন। গতকাল তাঁকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া চারজন হলেন আবুল কালাম আজাদ, কামাল হোসেন, রিয়া বেগম ও আসাদুল ইসলাম। এই চারজন জামিনে ছিলেন। রায় ঘোষণার পর তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

খালাস পাওয়া আটজন হলেন সোহেল রানা, মহিউদ্দিন, শাহিন, বাচ্চু মিয়া, শহিদুল ইসলাম, মুরাদ মিয়া, বিল্লাল মোল্লা ও মো. রাজু।

২০১৯ সালের ২০ জুলাই বাড্ডায় স্কুল প্রাঙ্গণে ছেলেধরা গুজবে তাসলিমা বেগমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৯ অক্টোবর, ২০২৪
২৪ আশ্বিন, ১৪৩১
০৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- বিশ্ব ডাক দিবস কবে পালন করা হয়?
  উত্তর: প্রতিবছর ৯ অক্টোবর।
- সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন কবে মৃত্যুবরণ করেন?
  উত্তর: ৯ অক্টোবর, ১৯৮১।
- নতুন মন্ত্রীপরিষদ সচিবের নাম কী?
  উত্তর: শেখ আবদুর রশিদ। (২ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে)
- কপ-২৯ সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্যের কোন প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে?
  উত্তর: লতিকা। (নির্মাতা: সামছুল ইসলাম স্বপন)
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র 'ক্রেসকোগ্রাফ' কে আবিষ্কার করেন?
  উত্তর: বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু।
- IMF-এর তথ্যমতের জিডিপতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
  উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র। (২য় চীন)
- ২০২৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন কারা?
  উত্তর: জন জে হপফিল্ড (যুক্তরাষ্ট্র), জেফরি ই হিন্টন (কানাডা)।
- ২০২৪ সালে নোবেল বিজয়ীদের আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ কত?
  উত্তর: ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা।

০৯ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৮১	সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ কাজী মোতাহার হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।
১৯২৭	খ্যাতনামা বাঙালি কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মানি লন্ডন শহরের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে।
১৯৬২	আফ্রিকান দেশ উগান্ডার স্বাধীনতা অর্জন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

	৯ অক্টোবর, বিশ্ব ডাক দিবস।

রসায়নে নোবেল-২০২৪

ডেভিড বেকার | ডেমিস হ্যাসাবিস | জন এম জাম্পার

কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন ও প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গঠন ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।